# ব্যবস্থা সংগ্রহ।

## দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গদেশ প্রচলিত

# খাজনার আইন।

শ্রীদীননাথ বসু, বি, এল, প্রণীত।

# ব্যবস্থা সংগ্রহ।

## দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গদেশ প্রচলিত।

# খাজনার আইন।

শ্রীদীননাথ বসু, বি, এল, প্রণীত।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন্ আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্ হইতে

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল, আশ্বিন।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

# বিজ্ঞাপন।

ব্যবস্থাসংগ্রহ দ্বিতীয়ভাগে বঙ্গদেশপ্রচলিত খাজনা আইন অর্থাৎ ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের সারভাগ সঙ্কলিত হইল। খাজনা আইনের কয়েক খানি বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনখানি সাধারণ লোকের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। আমি এই পুস্তকে খাজনা আইনের পারিভাষিক অনুবাদ না করিয়া আবশ্যকীয় ধারাগুলির তাৎপর্য্য সঙ্কলন করিয়াছি। যাহাদের বঙ্গভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি আছে, যাহাতে পুস্তকখানি তাহাদের বোধগম্য হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এতদুদ্দেশ্যে কতকগুলি আদালতপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কঠিন বিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের শেষ ভাগে কতকগুলি আবশ্যকীয় নজির সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সাধারণের কিছুমাত্র

উপকার হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি ৯ই আশ্বিন, সন ১৩১১ সাল।

শিয়ালদহ
১৪০।২।১ বেলিয়াঘাটা রোড্।

গ্রন্থকার।

# সূচিপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

# ভ্রমসংশোধন।

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৮ | ১ | মৌরুসী পাট্টা | মৌরুসী মকররি পাট্টা |

৮৫ পৃষ্ঠায় ৭ লাইনে "ডিক্রিদারের প্রতি" এই দুইটী কথা বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

# উপক্রমণিকা।

ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভে সন ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে "এক আইন" ( Regulation I. ) পাশ করিয়া লর্ডকর্ণওয়ালিস বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের তালুকদার বা জমিদারদিগের দেয় খাজনা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব, ( যাহা কিছুকাল অগ্রে দশবৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ), চিরকালের জন্য ধার্য্য করিয়া দেন। ইহাকেই ( Permanent Settlement ) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলা যায়। জমিদার ও তালুকদারদিগের দেয় খাজনা কস্মিন্‌কালে বৃদ্ধি হইবেক না, এক নিরূপিত খাজনা গবর্ণমেণ্টকে সন সন সরবরাহ করিলে জমিদারি বা তালুক পুরুষানুক্রমে ভোগ:দখল করিবার ও ইচ্ছামত দান বিক্রয় করিবার অধিকার জমিদারদিগের থাকিবেক এরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয়; ফলতঃ উক্ত সন ১৭৯৩ সালের "এক আইন"এর বিধান মতে জমির মালিকী সত্ব জমিদারদিগকেই দেওয়া হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কেবল জমি সকলের খাজনা পাইবার অধিকারী রহিলেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকাল হইতে জমিদারদিগের শুভদিন আরম্ভ হইল, এবং তাহাদিগের পক্ষে উক্ত আইন ( Magna Charta ) "প্রধান ক্ষমতাপত্র" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে আইনের দ্বারা কথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল, সেই আইনের মধ্যে জমিদারদিগের অধীনস্থ প্রজাবর্গের সত্ব রক্ষার জন্য কতকগুলি বিধান গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ করা

হয়। জমিদারদিগের অধীনস্থ প্রজাগণের সত্বরক্ষার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টেরই থাকিবে, একথা ঐ আইনে স্পষ্টরূপে প্রকাশ ছিল। অধীনস্থ প্রজাবর্গের হিতার্থে সময়ে সময়ে যে প্রকার আইন প্রচলিত করা প্রয়োজন হইবেক সেইরূপ আইন গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত করিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে জমিদার ও তালুকদারদিগের কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না। ফলতঃ পাছে অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রতি জমিদারগণ অত্যাচার করেন, একারণ প্রজাবর্গের প্রতি যথেচ্ছামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগকে দেওয়া হয় নাই। তালুক বা জমিদারি ভুক্ত জমি সকলের চাষ আবাদ ভালরূপ করা হয় ও ক্রমশঃ জমির উর্ব্বরাশক্তি উন্নত হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, পতিত ও জঙ্গল জমি সকল ক্রমশঃ আবাদ হয়, গবর্ণমেণ্টের সেই মহৎ উদ্দেশ্য ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে প্রচার করিয়া দেওয়া হয়; এবং যাহাতে জমিদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে সেইরূপ চেষ্টার বৃদ্ধি হয়, গবর্ণমেণ্টের তৎসম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। জমিদারগণ অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট তৎকালে নানাপ্রকার বাব্ উল্লেখে অনেক টাকা আদায় করিতেন ও তজ্জন্য নানামতে প্রজাপীড়ন করা হইত, একারণ ঐ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ঘোষণার পরেই সন ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫২ ধারা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে তাহাদিগের দেয় ধার্য্য খাজনার অতিরিক্ত বাব্ আদায় করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করেন। যদ্যপি নিরূপিত খজনার অতিরিক্ত কোনরূপ বাব্ জমিদার অন্যায়রূপে প্রজাগণের নিকট আদায় করেন, তাহাহইলে তাহার দ্বিগুণ টাকা সেই প্রজাকে ফেরত দিতে হইবেক, উক্ত ধারায় এরূপ বিধান করায়, প্রজাপীড়ন ক্রমশঃ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে লাগিল।

প্রজাগণের স্রোত উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে জমিদার-দিগকে উক্ত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" আইনের দ্বারা দেওয়া হয় নাই। যে সমস্ত চাষী প্রজা জমিদারি বা তালুক মধ্যে বাস করে ও পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থাৎ খোদকস্ত প্রজাসকলকে ( Resident hereditary cultivators ) তাহা-দিগের দখলি বা জোতের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগকে দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত খোদকস্ত প্রজার দেয় খাজনা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাও জমিদারদিগকে দেওয়া হয় নাই। কেবল ঠিকা (পাইকস্ত) প্রজাকে যথেচ্ছামত উচ্ছেদ করিবার বা খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমিদারদিগের ছিল। উক্ত খোদকস্ত প্রজাদিগের সত্ত্ব রক্ষার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বহু দিবস হইতে রহিয়াছে। জমিদারি বা তালুক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অনাদায় থাকা হেতু নীলাম হইয়া যাইতেছে, নূতন ব্যক্তি খরিদ করিয়া তাহাতে সত্ত্ববান্ ও দখলিকার হইতেছে, কিন্তু খোদকস্ত প্রজার জোতসত্ত্ব কেহই ধ্বংস করিবার ক্ষমতা না পাওয়ায় তাহার দখলি জমি অন্য হস্তে যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্টপ্রাপ্য রাজস্ব আদায় জন্য জমিদারি বা তালুক নীলাম হইবার ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু খোদকস্ত প্রজার জোত বা সত্ত্ব সকল আইনেই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, সেই জোতের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কোন কালে কাহাকেও গবর্ণমেণ্ট দেন নাই। বরং প্রত্যেক আইনে ঐরূপ প্রজার জোতসত্ত্ব কেহ ধ্বংস করিতে পারিবে না, এরূপ বিধান আছে। আপন জোতের জমিসকল কৃষিপ্রজা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় বঙ্গদেশীয় কৃষিজমির উন্নতি সাধন হইতেছে। এবং অন্য অন্য

প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের কৃষিপ্রজার আর্থিক অবস্থা যে অনেকাংশে ভাল তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

বঙ্গদেশীয় কৃষিপ্রজার সৌভাগ্যসূর্য্য ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে উদিত হইয়া এক্ষণে বর্ত্তমান খাজনা আইন পাশ হওয়ায় সর্ব্বোচ্চ-সীমায় উঠিয়াছে; কৃষিপ্রজাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" ঘোষণার বহুদিন পরে, সন ১৮৫৯ সালের ১০ দশ আইন প্রচলিত করিয়া, কৃষিপ্রজাবর্গের সত্বরক্ষা সম্বন্ধে বহুল ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। যে কোন ইচ্ছাধীন ঠিকা প্রজা ক্রমান্বয়ে দ্বাদশবৎসরকাল আপন দখলি জমি চাষ আবাদ করিলেই সেই জমি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিবার অধিকার এই আইনের বিধানমতে প্রজা-দিগের হইয়াছে, এবং এইরূপ দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজার দেয় খাজনা জমিদারের ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাও এই আইনের বিধান মতে গিয়াছে। উক্ত সন ১৮৫৯ সালের দশ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে পাইকস্ত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন ঠিকা প্রজাদিগের দেয় খাজনা জমিদারগণ ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারিতেন এবং তাহা-দিগের জোতের জমি হইতে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া অপরকে বিলি করিতে পারিতেন। জমিদার বা তালুকদারের অধীনস্থ ঠিকা প্রজা-গণ অনেকেই এই আইন প্রচলিত হওয়াতে, দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ-কাল ভোগদখলি আপন আপন জোতের জমি, পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবার সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং ভূম্যধিকারীর অসঙ্গত ও অন্যায় খাজনা বৃদ্ধির দাবি হইতে অব্যাহতি পাই-লেন। ইতিপূর্ব্বে নিষ্ঠুর ভূম্যধিকারী কোন্ দিন জোতবরখাস্ত বা জোত উচ্ছেদ করিবে, কোন দিন খাজনা বাড়াইবার জন্য অপরকে

সেই জমি বিলি করিবে, এই আশঙ্কায় কৃষি প্রজা আপন জোতের জমির উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য অর্থব্যয় বা শ্রম স্বীকার করিত না; উক্ত আইন প্রচলিত হইবার পর হইতে সে আশঙ্কা দূর হইল, সুতরাং নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় চিত্তে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজার আপন দখলি জমি সকলের উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা হইল। উপযুক্ত ও আইন সঙ্গত কারণ থাকিলে আদালতের আদেশ মতে দখলিসত্ত্ব বিশিষ্ট প্রজার দেয় খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীর রহিল বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা এক প্রকার নাম মাত্র থাকিল। যেহেতু ঐ আইন পাশ হওয়া অবধি ভূম্যধিকারীগণ অধিকাংশস্থলে বৃদ্ধিখাজনার নালিশ করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় ঐরূপ নালিশের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গিয়াছে। অনন্তর সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন পাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে অতিরিক্ত ক্ষমতা বা অধিকার প্রদান করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান খাজনা আইনের দ্বারা কৃষিপ্রজার সত্ত্বাধিকার বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। ভূম্যধিকারীগণের যে যে প্রজা সম্বন্ধে খাজনা বৃদ্ধি বা জোত উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা ছিল সেই সমস্ত ক্ষমতাও বর্ত্তমান খাজনা আইনে একরূপ দূরীভূত হইয়াছে। এখণকার ১৮৮৫ সালের ৮ আইন প্রচলিত হওয়ায় দখলিসত্ত্ব বিহীন প্রজাকেও ভূম্যধিকারী সহজে উচ্ছেদ করিতে ও সহজে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, জমিদার বা তালুকদারগণ, পাছে দ্বাদশ বৎসর দখল করিয়া ইচ্ছাধীন ঠিকা প্রজার দখলিসত্ত্ব জন্মে, এ কারণ এক নির্দ্দিষ্ট কৃষিপ্রজার দখলে দ্বাদশ বৎসর কাল জমি না রাখিয়া তাহার নিকট হইতে জমি ছাড়াইয়া লইয়া অপর প্রজাকে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন; একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর চাষ আবাদ করিতে কোন প্রজাকে না

দেওয়ায় কৃষিপ্রজা আপন দখলি জমির উন্নতিসাধন করিবার জন্য তাদৃশ শ্রম বা ব্যয় স্বীকার করিতে নিরস্ত হইতে লাগিল, সুতরাং রাজত্ব মধ্যে জমি সকলের উৎকর্ষসাধন পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল ; এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট সন ১৮৮৫ সালে বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত করিয়া ইচ্ছাধীন ঠিকা কৃষিপ্রজাদিগের অর্থাৎ দখলিসত্ব বিহীন প্রজাদিগেরও আশঙ্কা দূর করিলেন, যাহা কিছু ভূম্যধিকারীর ক্ষমতা পূর্ব্ব আইনে ছিল, তাহার অধিকাংশ দূরীভূত হইল। অগ্রে সন ১৮৫৯ সালের ১০ দশ আইনের বিধান মতে, দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার দেয় খাজনা অনাদায় থাকিলে, সেই বাকি খাজনা বাবতে নালিশ করিয়া বাকি খাজনা ডিক্রি হইবার তারিখ হইতে ১৫ পোনর দিবসের মধ্যে পরিশোধ না করিলে সেই প্রজাকে জোত উচ্ছেদ করিবার, এবং দখলিসত্ত্ববিহীন প্রজাকে ইচ্ছামত উচ্ছেদ করিয়া তাহার দখলি জমি অপরকে বিলি করিবার, ক্ষমতা ভূম্যধিকারীর ছিল। বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হইবার পর সেই ক্ষমতা গিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষিপ্রজাকে কোন জমি পাট্টা করিয়া দিবার কালে তাহার সম্মতি থাকিলে, ভূম্যধিকারী আপন ইচ্ছামত সর্ত্তে পাট্টা দিতে পারিতেন, পূর্ব্বেকার খাজনার হার যথেচ্ছা পরিমাণে বাড়াইয়া বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন, আইন অনুসারে কৃষি প্রজা যে সমস্ত ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে না, এরূপ চুক্তিতে আপন ইচ্ছামত কবুলতি ভূম্যধিকারী লিখিয়া লইতে পারিতেন এবং সেই কবুলতির সর্ত্তমতে প্রজা বাধ্য থাকিতেন, এক্ষণে সেই সমস্ত নাই। মূর্খ কৃষিপ্রজা আপনার হিতাহিত বোধ না থাকা হেতু ভূমাধিকারীর ইচ্ছামত যে কোন প্রকার চুক্তি করিয়া কবুলতি রেজেষ্টরী করিয়া দিলেও, সেই কবুলতির যে যে চুক্তি বর্ত্ত-

বর্ত্তমান আইনের বিরুদ্ধ এবং যে যে চুক্তিদ্বারা প্রজার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই, সেই সেই চুক্তিতে প্রজা বাধ্য হইবেক না, কবুলতি লিখিত সেই সকল চুক্তি আদালত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবেক না এবং ভূম্যধিকারী সেই সেই চুক্তি অনুসারে প্রজাকে বাধ্য করিতে পারিবেন না। দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা আপন দখলি জমির বাবত প্রতি বিঘা এক টাকা হিসাবে খাজনা দিয়া থাকিলে যদ্যপি তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ খাজনা অর্থাৎ প্রতিবিঘা দুই টাকা হারে খাজনা দিতে সম্মত হইয়া কবুলতি রেজেষ্টরী করিয়া দেয় তাহা হইলেও সেই কবুলতির বলে খাজনার দাবি আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রি হইবেক না, যেহেতু নিতান্ত অসঙ্গত ও আইন বিরুদ্ধ হারে চুক্তি করিয়া থাকিলে তাহা সিদ্ধ বা বলবৎ হইবেক না। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট [illegible]শীয় কৃষিপ্রজার হিতার্থে বর্ত্তমান খাজনা আইনের বিধানমতে, প্রচুর পরিমাণে ক্ষমতা বা সত্ত্বাধিকার প্রজাকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে কৃষিপ্রজা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে চাষ আবাদ করিবার জন্য কোন জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলে তাহাকে ঐ জমি হইতে তাড়াইবার বা তাহার দেয় খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে ভূম্যধিকারী সহজে সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। ইচ্ছাধীন ঠিকা কৃষিপ্রজাকেও জোত উচ্ছেদ করা বা তাহার খাজনা বৃদ্ধি করা নিতান্ত সুকঠিন বা দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব বঙ্গদেশীয় কৃষিপ্রজার সৌভাগ্য সূর্য্য চরম সীমায় উঠিয়াছে কেনা স্বীকার করিবেন ?

---
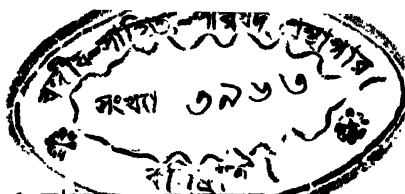
সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের

# সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ।

## প্রথম অধ্যায়।

### প্রজাদিগের শ্রেণীবিভাগ।

১। সন ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় জমিদার বা তালুকদারদিগের সহিত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি জমিদার বা তালুকদারদিগের দেয় খাজনা কোনকালে বৃদ্ধি হইবেক না, সেই রাজকর মাত্র গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। কিস্তিমত দেয় খাজনা কলেক্টরিতে জমা দিলে জমিদারি বা তালুক পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে জমিদার বা তালুকদারের চিরকাল ভোগদখলে থাকিবে এবং তাঁহারাই জমিদারি বা তালুকের অন্তর্গত জমি সকলের মালিক। কেবল কিস্তিমত খাজনা না দিলে নীলাম হইবার আশঙ্কা। এই জমিদার বা তালুকদারদিগের অধীনস্থ প্রজাগণ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ;—

(ক) গাতিদার বা কোর্ফা গতিদার।

(খ) কৃষিপ্রজা বা রাইয়ত।

(গ) কোর্ফা কৃষিপ্রজা বা কোর্ফা রাইয়ত।

২। গাতিদার বা কোর্ফা গাতিদার।

যে সকল মধ্যশ্রেণী প্রজা আপনারা জমি চাষ আবাদ করিবার

জন্ম জমা লয় নাই, কেবল অপরকে বিলি করিয়া তাহাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার সর্ত্তে জমা লইয়া থাকে, সেই সকল মধ্য-শ্রেণী প্রজাকে গাতিদার ও তাহাদিগের দখলি জমাকে গাতিজমা কহে। আর গাতিদারের অধীনস্থ প্রজাও যদ্যপি ঐরূপ আপন জমাভুক্ত জমি সমস্ত নিজে চাষ আবাদ না করিয়া অপরকে বিলি করিবার সর্ত্তে জমা লইয়া থাকে ও কেবল জমির খাজনা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ অধীনস্থ প্রজাকে কোর্ফা গাতিদার অর্থাৎ গাতিদারের অধীনস্থ গাতিদার কহে।

যে প্রজার জমাভুক্ত একশত বিঘা বা তদধিক জমি, তাহাকে গাতিদার প্রজা বলিয়া অনুমান করা হইবেক। কিন্তু অপর শ্রেণীভুক্ত প্রমাণ হইলে তাহাকে সেই শ্রেণীর প্রজা বলিয়া আদালত সাব্যস্থ করিবেন।

যে গাতিজমা উপরিউক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক নিরূপিত বা নির্দ্দিষ্ট খাজনায় সরবরাহ হইয়া আসিতেছে সেই গাতিজমার খাজনা কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ গাতিজমাকে মৌরুসী মকররি গাতিজমা বলা যায়। এতদ্ভিন্ন মৌরুসী মকররি পাট্টা লিখিত হইয়া যে গাতিজমার সৃজন হইয়াছে তাহাকেও মৌরুসী মকররি গাতিজমা বলা যায়। আর কোন কোন গাতিজমা মৌরুসী হইলেও মকররি নহে, অর্থাৎ আইন সঙ্গত উপযুক্ত কারণ থাকিলে সেই জমার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। অধিকাংশ গাতিজমা সম্বন্ধে মৌরুসী পাট্টা দেখিতে পাওয়া যায় না; পুরুষানুক্রমে বহুকাল দখল ও সময়ে সময়ে হস্তান্তর হইয়া খরিদদারকে জমিদার প্রজাস্বরূপে গণ্য করিয়া লওয়া প্রযুক্ত মৌরুসী জমা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

৩। কৃষিপ্রজা বা রাইয়ত ;—

জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে অথবা তাহার অধীনস্থ গাতিদারের নিকট হইতে যে প্রজা কেবল চাষ আবাদ করিবার জন্য কোন জমি জমা করিয়া লয়, এবং নিজে ও নিজ পরিবারবর্গ দ্বারাই হউক আর চাকর ও মজুরের দ্বারাই হউক বা অংশীদারের সাহায্য লইয়াই হউক যে প্রজা আপন জমা ভুক্ত জমি চাষ আবাদ করে, ও ঐরূপ চাষ আবাদ করাই যে প্রজার সত্ত্বাধিকার, তাহাকে কৃষিপ্রজা বা রাইয়ত বলা যায়।

এই কৃষিপ্রজা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ;—

(ক) নির্দ্দিষ্ট খাজনায় বা নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া জমি দখল করিবার অধিকার যে কৃষিপ্রজার থাকে। এই সকল কৃষিপ্রজাকে মকররি কৃষিপ্রজা ( Ryots atfixed rate ) বলা যাইতে পারে।

(খ) দখলিসত্ত্ব বিশিষ্ট কৃষিপ্রজা। অর্থাৎ যে প্রজার আপন দখলি জমিতে দখলিসত্ত্ব আছে।

(গ) দখলিসত্ত্ব বিহীন কৃষিপ্রজা। অর্থাৎ যে প্রজার আপন দখলি জমিতে দখলিসত্ত্ব নাই। এই দেশে এইরূপ প্রজাকে ঠিকা প্রজা বলে।

৪। দখলিসত্ত্ব বিশিষ্ট কৃষিপ্রজা ও দখলিসত্ত্ব বিহীন কৃষিপ্রজা, এই উভয়বিধ প্রজার দখলি জমির খাজনা বৃদ্ধি করিবার সত্ত্বাধিকার ভূম্যধিকারীর আছে বটে কিন্তু প্রচলিত খাজনা আইনের বিধান মতে ঐ খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে, ভূম্যাধিকারীর আপন ইচ্ছা-মত নহে।

উদাহরণ ১। তালুকদার রামহরি বিশ্বাসের অধীনে গুরুপ্রসাদ বসু আপন প্রপিতামহ হরিমাধব বসুর নামীয় দুইশত টাকার জমা

সরবরাহ করে। ঐ জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেকার তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। যেহেতু হরিমাধব বসুর মৃত্যু সন ১৭৯০ সালে হইয়াছিল, এবং তৎপূর্ব্বেকার ঐ জমার অন্তর্গত জমি বাবতে কোন কোন প্রজার কবুলতি, এবং হরিমাধব বসুর প্রাপ্ত কবজের * মধ্যে দুই একখানা, পুরাতন সিন্দুকে পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত জমার অন্তর্গত তিন শত বিঘা জমি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাবিলির দ্বারা দখল করার প্রমাণ হরিমাধব বসুর আমলের সেহা বা কড়চা (খাজনা আদায়ের হিসাব রাখিবার) খাতায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ জমার খাজনা কখন বৃদ্ধি হয় নাই বরাবর এক খাজনা ছিল। গুরুপ্রসাদ বসু মৌরুসী মকররি গাতিদার।

উপরি উক্ত জমা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাল হইতে এক নির্দ্দিষ্ট খাজনায় সরবরাহ হইয়া আসিতেছে তাহা কোন প্রকারে প্রমাণ হইলেই মৌরুসী মকররি গাতিজমা বলিয়া পরিগণিত হইবেক।

উদাহরণ ২। উক্ত গুরুপ্রসাদ বসুর অধীনে মদন মোহন মিত্র ঐ দুই শত টাকার গাতিজমার অন্তর্গত ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা জমি বার্ষিক একশত টাকা জমায় মৌরুসী মকররি পাট্টা লইয়াছিলেন, এবং পাট্টাভুক্ত জমিসকল যে কৃষিপ্রজাদিগের দখলে ছিল তাহাদিগের নিকট হইতে তিনি খাজনা পাইয়া থাকেন। মদনমোহন মিত্র মৌরুসী মকররি কোর্ফা গাতিদার প্রজা, এবং তাহার দখলি একশত টাকার জমা, মৌরুসী মকররি কোর্ফা গাতিজমা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

---

* খাজনার টাকা দিয়া ভূম্যধিকারীর নিকট প্রজা যে রসিদ প্রাপ্ত হন তাহাকে কবজ কহে।

উদাহরণ ৩। মদনমোহন মিত্রের উক্ত একশত টাকার কোর্ফা মৌরুসী মকররি গাতিজমা ভুক্ত ২০/ বিশ বিঘা জমি চাষ আবাদ করিবার সর্ত্তে নবীন মণ্ডলকে নির্দ্দিষ্ট ৫০ পঞ্চাশ টাকা খাজনায় মৌরুসী মকররি পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল। নবীন মণ্ডল কিছু দিন পরে ঐ বিশ বিঘার মধ্যে ৫/ পাঁচ বিঘা জমি নিজে চাষ আবাদ করিতে না পারায় আজিমদ্দিমণ্ডলকে বার্ষিক ১৫৲ পোনের টাকা খাজনায় চাষ আবাদ করিবার সর্ত্তে পাট্টা দিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল আজিমদ্দিমণ্ডল ঐ জমি চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছিলেন এস্থলে নবীনমণ্ডল মকররি রাইয়ত ও আজিমদ্দিমণ্ডল দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কোর্ফা কৃষিপ্রজা বা রাইয়ত।

উক্ত নবীনমণ্ডলের পাট্টাভুক্ত ২/ দুই বিঘা জমি সাধুমণ্ডলকে নবীন দুই বৎসরের জন্য বিলি করিয়াছিল। ঐ জমি যে গ্রামে সাধু সেই গ্রামের স্থায়ীপ্রজা ছিলেন না। সাধু দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজা।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

## গাতিদার বা মধ্যশ্রেণী প্রজাদিগের সত্ত্বাধিকার।

১। মৌরুসী মকররি গাতিদার প্রজাদিগের দেয় খাজনা কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং যে সকল গাতিজমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল গাতিজমার খাজনাও প্রায় বৃদ্ধি হয় না। কেবল প্রমাণ হইলে নিম্নলিখিত কারণে শেষোক্ত প্রকারের গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে—

(ক) দেশাচারমতে ভূম্যধিকারী তাঁহার অধীনস্থ এইরূপ গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন, অথবা যে বন্দোবস্ত বা সর্ত্তমতে এইরূপ গাতিজমা সৃষ্ট হইয়াছিল, তদনুসারেও খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

(খ) এইরূপ কোন গাতিজমার অন্তর্গত জমির পরিমাণ কমিয়া না গেলেও যদি ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে তাহার খাজনা কমাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু ঐ গাতিজমার অন্তর্গত জমি সকল ঐরূপ বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে সমর্থ হইলে, বৃদ্ধি হইবে, নচেৎ নহে।

২। যে গাতিজমা মকররি নহে, সেই গাতিজমা সম্বন্ধে যেরূপ চুক্তি থাকে সেই চুক্তি অবলম্বন করিয়া নিকটবর্ত্তী তদনুরূপ গাতি-জমার প্রচলিত হার অনুসারে ঐ গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে; উক্ত প্রচলিত হারের অধিক হারে খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না।

যে স্থলে নিকটবর্ত্তী গাতিদারদিগের মধ্যে এরূপ কোন প্রচলিত হার না থাকে, সে স্থলে গাতিজমার আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া ন্যায়সঙ্গত হারে আদালত ঐ গাতি-জমার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

৩। কোন গাতিজমার খাজনা একবার বৃদ্ধি করা হইলে, তদবধি পোনের বৎসর মধ্যে আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। আদা-লতের আদেশ ক্রমেই হউক অথবা প্রজার সম্মতি অনুসারে আপোসে বন্দোবস্ত দ্বারাই হউক একবার গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি হইলে, তদবধি পোনের বৎসরের মধ্যে আদালত সেই গাতিজমার খাজনা বৃদ্ধি করিবেন না।

৪। মৌরুসী গাতিদার প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীর সাধারণতঃ থাকে না। কিন্তু যে চুক্তি অনুসারে গাতিজমা সৃষ্ট হইয়াছিল, যদি সেই চুক্তির মধ্যে এরূপ কোন সর্ত্ত থাকে যে তাহা ভঙ্গ করিলে প্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারিবে, এবং মৌরুসী গাতিদার প্রজা যদি সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তবে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। ঐ চুক্তি যদি বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পরে হইয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ সর্ত্ত খাজনা আইনের বিধানসম্মত হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু এইরূপ মৌরুসী গাতিদার প্রজাকে চুক্তিভঙ্গ কারণে উচ্ছেদ করিতে হইলে, তাহাকে খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে এই মর্ম্মে নোটিশ দিতে হইবে যে, তৎকর্ত্তৃক যে চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে সেই চুক্তিভঙ্গ জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উপযুক্ত অর্থ ( কম্‌পেনসেশন ) না দিলে, এবং ( চুক্তিভঙ্গদোষ প্রতীকারযোগ্য হইলে ) ঐ সময় মধ্যে তাহার প্রতীকার না করিলে, তাহাকে আদালতের সাহায্যে উচ্ছেদ করা হইবে।

প্রজা যগুপি ঐ নোটিশের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আপন দোষের প্রতীকার ও চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ না করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী উচ্ছেদের প্রার্থনায় নালিশ করিতে পারিবেন, নতুবা নহে।

৫। চুক্তিভঙ্গ কারণে উচ্ছেদ করিতে হইলে, ঐ চুক্তিভঙ্গের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে আদালতে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে হইবে, নতুবা মকদ্দমা তমাদি দোষে বারিত হইবে।

উদাহরণ ১। জমিদার রামহরি বিশ্বাসের অধীনে বিনোদ-বিহারী মণ্ডল ২০/ বিশ বিঘা জমির বাবত ২০৲ কুড়ি টাকার গাতি-

জমা মৌরুসী পাট্টা লিখাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া লন। সেই মৌরুসী পাট্টায় এরূপ সর্ত্ত থাকে যে, পাট্টাগৃহিতা পুরুষানুক্রমে ঐ জমা ভোগদখল করিতে পারিবে, কিন্তু কেহ কখন দান বিক্রয় বা কোন রূপে হস্তান্তর করিতে পারিবে না ; যদ্যপি পাট্টাগৃহিতা বা তাহার উত্তরাধিকারী কেহ ঐ গাতিজমা কোনরূপে হস্তান্তর করে তাহা হইলে ঐ পাট্টাইসত্ব ধ্বংস হইবে ও জমিদার পাট্টাদাতা ইচ্ছা করিলে প্রজার জোত উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কিছুদিন পরে নিজের পুত্রপৌত্রাদি কেহ না থাকায় বিনোদমণ্ডল আপন আত্মীয় সাধুচরণ মণ্ডলকে ঐ জমাসম্বন্ধে এক দানপত্র লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিলেন।

উক্ত পাট্টালিখিত চুক্তিভঙ্গের সংবাদ পাইয়া জমিদার রামহরি বিশ্বাস খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে বিনোদমণ্ডলকে এই মর্ম্মে নোটিশ দিলেন যে, পাট্টার সর্ত্ত ভঙ্গ করায় তাহার পাট্টাইসত্ব ধ্বংস হইয়াছে এবং জোত উচ্ছেদ হইবার কারণ হইয়াছে ; অতএব ঐ নোটিশ দিবার তারিখ হইতে একমাস মধ্যে উক্ত সাধুচরণমণ্ডলের নিকট হইতে দানপত্র রদ করাইয়া কোনরূপ লেখাপড়া করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ সময় মধ্যে ক্ষতিপূরণস্বরূপে একশত টাকা দিতে হইবে। উক্ত নোটিশের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে বিনোদমণ্ডল যদ্যপি নোটিশ অনুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে জমিদার রামহরি বিশ্বাস বিনোদমণ্ডলের নামে আদালতে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারেন।

উদাহরণ ২। উক্ত জমিদার রামহরিবিশ্বাসের অধীনে সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ২৫/ পঁচিশ বিঘা জমি এইরূপ সর্ত্তে মৌরুসী পাট্টা করিয়া লন যে, ঐ জমি তিনি কেবল চাষী প্রজাদিগকে

বিলি করিতে পারিবেন, বসবাস করিবার নিমিত্ত বা ইট গড়াইবার জন্য ঐ জমি বা তাহার কোন অংশ জমাবিলি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বসবাস করিবার জন্য বা ইট গড়াইবার নিমিত্ত অন্যকে বিলি করা হয়, তাহা হইলে মৌরুসীসত্ত্ব ধ্বংস হইবে, এবং উক্ত জমিদার বা তাহার ওয়ারেশস্থলাভিষিক্তগণ উক্ত ২৫/ বিঘা জমি প্রজার জোতউচ্ছেদপূর্ব্বক খাসদখল করিতে পারিবেন।

বহুদিন সর্ব্বেশ্বরমণ্ডল ঐ মৌরুসী পাট্টার সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। পরে বিস্তর টাকার লোভে একটী ইষ্টক ব্যবসায়ীকে ঐ জমি ইট গড়াইবার নিমিত্ত বিলি করিলেন ও উক্ত ইষ্টক ব্যবসায়ী নানাস্থানে মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। এই চুক্তিভঙ্গের সংবাদ পাইয়া রামহরি বিশ্বাস খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতেসর্ব্বেশ্বর মণ্ডলকে এই মর্ম্মে নোটিশ দিলেন যে, নোটিশ পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে ইটের খাদ সকল ভরাট করিয়া জমির পূর্ব্বাবস্থা করিয়া দিতে হইবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন শত টাকা দিতে হইবে। যদ্যপি সর্ব্বেশ্বরমণ্ডল নোটিশ পাইবার পর দুই মাসের মধ্যে নোটিশ অনুযায়ী কার্য্য না করেন, তাহা হইলে জমিদার রামহরিবিশ্বাস তাঁহার নামে আদালতে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারেন।

## মৌরুসী মকররি গাতিজমা হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে নিয়ম।

১। সাফবিক্রয়কবালা, দানপত্র বা স্থিতবন্ধকীখতের (Mortgage) দ্বারা মৌরুসী গাতিজমা হস্তান্তর করিতে হইলে ঐ সমস্ত দলিল রেজেষ্টারি করা আবশ্যক, নতুবা হস্তান্তর মঞ্জুর হইবে না।

কিন্তু ডিক্রিজারিতে মৌরুসী গাতিজমা নীলাম হইলে রেজেষ্টারি দলিল আবশ্যক করে না।

২। ঐ সমস্ত দলিল রেজেষ্টারি হইবার কালে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য ফি (Landlord's Fee) রেজেষ্টারি অফিসে নিম্নলিখিত নিয়মে জমা না দিলে রেজিষ্ট্রার দলিল রেজেষ্টারি করিতে পারিবেন না।

(ক) যে গাতিজমা হইতে ভূম্যধিকারী খাজনা পাইয়া থাকেন, সেই জমা হস্তান্তর কালে, ভূম্যধিকারী আপন প্রাপ্য বার্ষিক খাজনার প্রতি শতকরা দুই টাকা হিসাবে ফি পাইতে পারেন, কিন্তু ঐ ফি এক টাকার ন্যূন ও একশত টাকার অধিক হইতে পারিবে না।

(খ)। যে গাতিজমা হইতে ভূম্যধিকারী কোন খাজনা পান না, সেই জমা হস্তান্তর কালে, দুই টাকা ফি জমা দিতে হয়।

৩। মৌরুসী গাতিজমা উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ প্রাপ্ত হইলে, কালেক্টরসমীপে তাহার সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, এবং উপরি-লিখিত হারে ভূম্যধিকারীর ফি (Landlord's Fee) ও নোটিশ জারির খরচা কালেক্টরকে দিতে হইবে। কালেক্টর ভূম্যধিকারীকে ঐ ফি প্রেরণ করিবেন ও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে নোটিশ জারি করিবেন।

৪। যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে কোন মৌরুসী গাতিজমা প্রাপ্ত হইয়া, উপরোক্ত মতে ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটিশখরচা, কালেক্টরসমীপে প্রেরণ না করেন ও কালেক্টর যদি উক্ত ফি ও খরচা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্য বাকীখাজনা আদায় করিবার জন্য আদালতে নালিশ করিতে, অথবা ডিস্‌ট্রেণ অর্থাৎ

প্রজার ফসল ক্রোক করিতে পারেন না। ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটিশ খরচা জমা না দেওয়া হেতু তাঁহার নালিশ অচল হয়।

৫। মৌরুসী গাতিজমার অংশমাত্র হস্তান্তর পত্রদ্বারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ প্রাপ্ত হইলেও উপরোক্ত সমস্ত নিয়মমত কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু খাজনা আইনের ৮৮ ধারামতে ভূম্যধিকারী এইরূপ আংশিক হস্তান্তর স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য নহেন।

উদাহরণ—মণিমোহনমিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে একটী একশত টাকার গাতিজমা আপন মাতামহের মৃত্যু অন্তে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু উক্ত গাতিজমা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়ার সংবাদ জমিদারকে দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর ফি দুই টাকা ও নোটিশ জারির খরচা কালেক্টরিতে জমা দেন নাই। মণিমোহন ঐ জমার অন্তর্গত প্রজাসকলের নিকট অবাধে খাজনা আদায় করিয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি জনৈক প্রজার প্রতিকূলে বাকীখাজনার নালিশ করিতে বাধ্য হইলেন। অন্যান্য আপত্তি সওয়ায়, ঐ প্রজাপ্রতিবাদী ঐ নালিশ চলিবার সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য ফি কালেক্টরিতে জমা না হওয়ায়, দাবিকৃত খাজনা নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে না। এই আপত্তিপ্রযুক্ত ঐ নালিশ অচল দেখিয়া, মণিমোহন অগত্যা মোকদ্দমা মূলতবি রাখিয়া কালেক্টরি সেরেস্তায় ভূম্যধিকারীর ফি ও নোটিশখরচা জমা দিয়া রসিদ আনিতে বাধ্য হইলেন।

৬। মৌরুসী গাতিজমা সাফবিক্রয়কবালা বা দানপত্রাদির দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, পূর্ব্বোক্তমতে হস্তান্তরপত্র রেজেষ্টারি হওয়ার পর হইতে, জমিদার ঐ গাতিজমার বাকীখাজনার জন্য পূর্ব্বপ্রজাকে দায়ী করিতে পারেন না। যে ব্যক্তিকে উক্ত জমা

হস্তান্তর করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকট, হস্তান্তরপত্র রেজেষ্টারি হওয়া অবধি, প্রাপ্য খাজনা আদায় করিতে, এবং সেই ব্যক্তিকে প্রজা স্বরূপে গণ্য করিতে, জমিদার বাধ্য। হস্তান্তরপত্র রেজেষ্টারি হওয়ার পর সময়ের বাকীখাজমার জন্য নালিশ যদ্যপি পূর্ব্বপ্রজার প্রতিকূলে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সেই দাবি ডিক্রি হইতে পারে না।

৭। মৌরুসী গাতিজমা যে প্রজার আছে, সেই প্রজা ভূম্যধি-কারীর সম্মতি ভিন্ন সেই জমা এস্তফা করিতে পারেন না, অর্থাৎ জমিদার এস্তফা গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে, প্রজা সেই জমা এস্তফা করিতে বা জোত ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

৮। উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ গাতিজমা প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বাধি-কারীর আমলের যে সমস্ত বাকীখাজনা কৃষিজমিবাবতে পাওনা থাকে, সেই প্রাপ্য খাজনার বাবতে নালিশ ডিক্রি করিতে হইলে, সক্‌সেশন সার্টিফিকেট আইনের বিধান অনুসারে, সেই উত্তরাধি-কারীর সার্টিফিকেট লইবার আবশ্যক করে না।

উদাহরণ। প্রভুরামবিশ্বাসের উত্তরাধিকারী পুত্র সীতানাথ-বিশ্বাস পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেকার পাওনা খাজনা প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে আদায় করিতে না পারায়, আদালতে নালিশ করিতে বাধ্য হইলেন। যে সকল প্রজা কৃষিপ্রজা নহে তাহাদিগের দখলি জমাবাবতে পূর্ব্বেকার পাওনা বাকীখাজনা সম্বন্ধে সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট লইয়া সীতানাথবিশ্বাসকে নালিশ করিতে হইল. কিন্তু কৃষিপ্রজাদিগের জোতেরবাকী খাজনা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন হইল না।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## কৃষিপ্রজাদিগের সত্বাধিকার।

বঙ্গদেশীয় কৃষিপ্রজাগণ বর্ত্তমান খাজনা আইনের দ্বারা যেরূপ সত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেরূপ সত্বাধিকার কোন দেশে কোন প্রকার প্রজার আছে কি না সন্দেহ। এই বঙ্গদেশেই কৃষিপ্রজা ভিন্ন অপর যে সকল প্রজা আছে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও সেরূপ সত্বাধিকার নাই। কারণ ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পাট্টা দ্বারা এই সকল প্রজা যেরূপ সত্ব বা অধিকার প্রাপ্ত হয়, তদ্ভিন্ন বহুকাল দখল বা অন্য কোন কারণে তাহাদিগের কোন প্রকার সত্ব বা অধিকার হয় না। কিন্তু কৃষিপ্রজা সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম নহে। সামান্য ঠিকা প্রজা স্বরূপে দুই এক বৎসর কেহ কোন জমি চাষ আবাদ করিলে পর তাহাকে সেই জমি হইতে উচ্ছেদ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যদিও খাজনা আইনে কৃষিপ্রজাদিগের উচ্ছেদের জন্য নানাপ্রকার বিধান আছে, কিন্তু সেই বিধান অনুসারে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া জমি খাসদখল করা কার্য্যতঃ একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

---

## দখলিসত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা।

১। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৬৯ সালের আট আইন অনুসারে, কোন কৃষিপ্রজা, মিয়াদী পাট্টাসূত্রে বা বাচনিক বন্দোবস্ত

দ্বারা, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল কোন জমি দখল করিয়া চাষ আবাদ করিলে, তাহার ঐ জমিতে দখলিসত্ব জন্মিত, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ঐ জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, যে সকল কৃষিপ্রজার কোন জমি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত খাজনা আইন অনুসারে এই প্রকারে দখলিসত্ব জন্মিয়াছে, তাহাদিগের, বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পরেও, ঐ সকল জমি সম্বন্ধে দখলি সত্ব সমভাবে থাকিবে।

২। বর্ত্তমান খাজনা আইন অনুসারে যে সকল কৃষিপ্রজা কোন গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা ( settled ryot ) বলিয়া গণ্য হয়, তাহারা সেই গ্রামস্থ কোন জমি অল্পদিনমাত্র চাষ আবাদের জন্য দখল করিলেই, ঐ জমিতে তাহাদিগের দখলিসত্ব জন্মে।

কিরূপ কৃষিপ্রজাকে গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা ( settled ryot ) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

কোন ব্যক্তি, ( বর্ত্তমান আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক ) নিজে বা পূর্ব্বপুরুষের আমল হইতে ক্রমাগত দ্বাদশবৎসরকাল এক নির্দ্দিষ্ট গ্রামের অন্তর্গত জমি কৃষিপ্রজাস্বরূপে দখল করিয়া আসিলে, তাহাকে ঐ গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে। দ্বাদশ বৎসর কাল ঐ গ্রামের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষ আবাদ করিলেও, তাহাকে গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। যে কৃষিপ্রজা যে গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা ( settled ryot ) বলিয়া গণ্য, সেই গ্রামে যে কোন জমি সে ব্যক্তি কৃষিপ্রজা স্বরূপে দখল করিবে, তাহাতেই তাহার দখলিসত্ব জন্মিবে বটে,

কিন্তু যে স্থলে ওটবন্দী * নিয়মে জমি বিলি হইয়া থাকে, সে স্থলে এইরূপ ওটবন্দী-নিয়মে বিলি করা জমা সম্বন্ধে, এবং চরভূমি সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। এই প্রকারের কোন এক নির্দ্দিষ্ট জমি ক্রমাগত দ্বাদশবৎসরকাল কৃষিপ্রজা স্বরূপে দখল করিলে, সেই জমিতে কৃষি-প্রজার দখলিসত্ব জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন জমি দখল করিলে দখলিসত্ব জন্মে না।

এতদ্ভিন্ন জমিদার বা তালুকদারের খামার বা নিজ জোতের জমিতে কৃষিপ্রজার দখলি সত্ব জন্মে না।

৪। নিম্নলিখিত কারণদ্বয়ের মধ্যে কোন একটীর জন্য দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারা যায়—

(ক) ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে কৃষিপ্রজা যে উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, যদি তৎকর্ত্তৃক জমি এরূপভাবে ব্যবহৃত হয়, যাহাতে সেই জমি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইবার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে ঐ প্রজা দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট হইলেও ঐ জমি হইতে উচ্ছেদযোগ্য হইয়া থাকে।

(খ) ভূম্যধিকারীর সহিত যে চুক্তির বলে কৃষিপ্রজা জমি দখল করেন, সেই চুক্তির অন্তর্গত যে সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে জোত উচ্ছেদ হইবার কথা থাকে, সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে, ঐ প্রজা দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট হইলেও উচ্ছেদযোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু চুক্তির অন্তর্গত এরূপ সর্ত্ত খাজনা আইনের বিধানসম্মত হওয়া আবশ্যক; আইনবিরুদ্ধ হইলে, সেরূপ সর্ত্তভঙ্গদোষ উচ্ছেদের কারণ হইবে না।

৫। পূর্ব্বোক্ত ( ক ) ও ( খ ) দফায় লিখিত উচ্ছেদের কারণ

---

* যে বৎসর যে পরিমাণ জমি প্রজা আবাদ করিবে, সে বৎসর সেই পরিমাণ অনুসারে তাহাকে খাজনা দিতে হইবে, এই নিয়মে জমি বিলি করার প্রথাকে ওটবন্দী প্রথা কহে।

উপস্থিত হইলে, আদালতে নালিশ করিবার পূর্ব্বে খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে প্রজাকে নোটিশ দিতে হইবে। এবং আদালতের দ্বারা নোটিশ জারি হইবার পর প্রজা যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ নোটিশ অনুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী জোত উচ্ছেদের প্রার্থনায় নালিশ করিতে পারেন। ঐ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি না করিলে এরূপ উচ্ছেদের প্রার্থনায় নালিশ চলে না।

৬। দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা, উপরোক্ত (ক) ও (খ) দফায় লিখিতমত ব্যবহার ভিন্ন, যে কোন প্রকারে আপন ইচ্ছামত জোতের জমি ভোগ দখল করিতে পারে। কেবল যাহাতে জমি অপকৃষ্ট হয়, অথবা জমির মূল্যের হ্রাস হয়, এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। আর প্রচলিত দেশাচার অন্যরূপ না থাকিলে জমির উপরিস্থিত বৃক্ষাদি কাটিতে পারে। অর্থাৎ দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা মাত্রেই আপন দখলি জমির বৃক্ষ কাটিয়া লইতে পারে, কেবল যেখানে প্রচলিত দেশাচার মতে বৃক্ষাদি কাটিবার ক্ষমতা না থাকে, সেখানে জমির উপরিস্থিত বৃক্ষাদি কাটিবার অধিকার দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার থাকে না।

উদাহরণ ১। ভূম্যধিকারী হরিমাধব বসুর নিকট হইতে মদন মণ্ডল ২/ দুই বিঘা জমি কেবল ধান্য চাষের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং দ্বাদশবৎসরকাল ঐ জমিতে ধান্য চাষ করিয়া দখলিকার থাকা হেতু মদনমণ্ডলের দখলিসত্ত্ব জন্মিয়াছিল। কিছু-দিন পরে মদন ঐ জমিতে একটী পুষ্করিণী খনন করিলেন, সুতরাং তাহাতে ধান্য চাষ বন্ধ হইল এবং ঐ জমি ধান্য চাষের এককালে অনুপযোগী হইল। মদনের ঐ কার্য্যের জন্য তাহার জোত উচ্ছেদ হইবার যোগ্য।

উদাহরণ ২। জমিদার বিজয়বিশ্বাসের নিকট হইতে বিশ্বনাথ মণ্ডল নানাবিধ ফুলের বাগান করিবার জন্য ৫/ পাঁচ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন ও তাহাতে দ্বাদশবৎসরকাল ফুল বাগান করিয়া দখলিকার থাকেন। ঐ জমিতে বিশ্বনাথমণ্ডলের দখলিসত্ব জন্মিয়াছিল, সুতরাং বিজয়বিশ্বাস নানা চেষ্টা করিয়া তাহাকে ঐ জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তিনি ঐ জমিতে ইটখোলা করিলেন, এবং ঐ জমি হইতে বিস্তর ইট প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় এরূপ নাবাল হইল যে নানা স্থান হইতে ভাসা মৎস্য আসিতে আরম্ভ হইল। বিশ্বনাথ ঐ জমি জেলেদিগকে জলকরজমায় বিলি করিলেন। ফলতঃ ঐ জমিতে ফুলবাগান রহিল না, এবং উহা ফুলবাগান হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইল। বিশ্বনাথের ঐরূপ ব্যবহারে ঐ জমির খাস দখল পাইবার ক্ষমতা বিজয়বিশ্বাসের হইয়াছিল। বিজয়বিশ্বাস খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে নোটিশ জারি করিয়া কোন প্রতীকার না পাওয়ায় দেওয়ানি আদালতে উচ্ছেদের নালিশ করিলেন। বিশ্বনাথের জোত উচ্ছেদের হুকুম হইল।

৮। কৃষিপ্রজার দখলিসত্ব পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারেশদিগের বর্ত্তে, কিন্তু যে স্থলে কেহ ওয়ারেশ থাকে না, সে স্থলে উক্ত সত্ব রাজা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য না হইয়া ধ্বংস হইয়া যায়, এবং ভূম্যধিকারী জমি খাস দখল করিয়া লইতে পারেন।

৯। যে সকল স্থানে দখলিসত্ববিশিষ্ট প্রজার আপন দখলি জমা বিক্রয় করিবার প্রথা নাই, সে সকল স্থানে এরূপ সত্ব প্রজা বিক্রয় করিতে অধিকারী নহেন। যদি প্রজা অন্যায় মতে এরূপ সত্ব বিক্রয় করেন, তাহা হইলে খরিদারের কোন সত্ব না হওয়ায়

তাহাকে ভূম্যধিকারী সেই খরিদা জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।

---

## দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা বৃদ্ধি।

দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা নগদ টাকায় দেয় হইলে, তাহা দুই প্রকারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবার চুক্তি কতকগুলি নিয়মানুসারে করিয়া লইতে পারেন। এরূপ স্থলে প্রজা স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিতহারে খাজনা দিতে স্বীকৃত হইয়া ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করেন। অথবা ভূম্যধিকারী উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া খাজনা বৃদ্ধির জন্য আদালতে নালিশ করিতে পারেন।

১। চুক্তি দ্বারা দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে চুক্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা স্বীকৃত বৃদ্ধিখাজনা আদালতগ্রাহ্য নহে ও ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য হইতে পারে না;—

(ক) লিখিত ও রেজেষ্টারিযুক্ত চুক্তি হওয়া আবশ্যক।

(খ) প্রজা যে খাজনা দিয়া আসিতেছে, সেই খাজনার উপর প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে না।

(গ) যে চুক্তি অনুসারে প্রজা একবার বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করিয়াছে, সেই চুক্তির তারিখ হইতে পোনের বৎসরের মধ্যে পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

কিন্তু উপরি লিখিত তিনটী নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রম আছে, যথা;—

(১) যে সময়ের খাজনার জন্য নালিশ করা হইয়াছে, সেই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমাগত তিন বৎসর কাল প্রজার নিকট হইতে যদি ঐ বর্দ্ধিতহারে খাজনা আদায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত (ক) নিয়মানুসারে লিখিত ও রেজেষ্টারিযুক্ত চুক্তি না থাকিলেও, ভূম্যধিকারী ঐ বর্দ্ধিতহারে খাজনা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(২) যদ্যপি ভূম্যধিকারী আপন ব্যয়ে জমির কোনরূপ উন্নতি করিয়া থাকেন, এবং সেই উন্নতি জনিত লাভ প্রজা উপভোগ করিতে থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত (খ) নিয়ম প্রযুক্ত বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবার চুক্তি করিতে বাধা থাকে না। কিন্তু প্রজা যত দিন উক্ত উন্নতির ফলভোগ করিতে থাকিবে, তত দিন উক্ত বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে বাধ্য থাকিবে, তাহার পর নহে। তবে যদি প্রজা আপন দোষে উক্ত উন্নতির ফলভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রজা দায়ী। ভূম্যধিকারী পূর্ব্ববৎ বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) ভূম্যধিকারীর সুবিধার জন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ফসল চাষ করিতে বাধ্য থাকা হেতু, প্রজা যদ্যপি অল্প হারে খাজনা দিয়া জমি দখল করিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত নির্দ্দিষ্ট ফসল চাষের দায় হইতে প্রজা অব্যাহতি পাইলে উপরোক্ত ( খ ) নিয়ম বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবার জন্য চুক্তি করার পক্ষে অন্তরায় হইবে না। এরূপ স্থলে প্রজা ন্যায়সঙ্গত বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবার চুক্তি করিতে পারিবে।

উদাহরণ ১। মহেশমণ্ডল ১০/ দশ বিঘা জমির বাবতে বার্ষিক ১৬৲ ষোল টাকা খাজনা ঐ জমির মালিক হরসুন্দর বাবুকে

দিয়া থাকে। হরসুন্দর মহেশমণ্ডলকে ঐ খাজনা বৃদ্ধির জন্য বলায় মহেশ বাৎসরিক ২০৲ কুড়ি টাকা খাজনা দিবার চুক্তি করিল। মহেশ ঐ কুড়ি টাকা হিসাবে খাজনা এক বৎসর দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর তিন বৎসর খাজনা না দেওয়ায়, হরসুন্দর বাবু ঐ হারে বাকী খাজনার নালিশ উপস্থিত করিলেন। যদিও মহেশ, কুড়ি টাকা হিসাবে খাজনা দিবার চুক্তি করিয়াছিল ও এক বৎসর খাজনা দিয়াছিল, তথাচ খাজনা আইনের উপরোক্ত বিধান অনুসারে দাবীকৃত হারে খাজনা ডিক্রি হইল না। যেহেতু প্রতি টাকায় ৵৹ দুই আনার অধিক হিসাবে বৃদ্ধি করার চুক্তি হওয়ায়, ঐ চুক্তি আইনসঙ্গত হয় নাই। তদ্ভিন্ন ঐ চুক্তি রেজেষ্টারি হয় নাই, অথবা ঐ চুক্তি অনুসারে তিন বৎসরকাল খাজনা আদায়ও হয় নাই।

উদাহরণ ২। প্রভুরাম সর্দ্দারের বহু কালের জোতভুক্ত ৫৴ পাঁচ বিঘা জমির খাজনা দশ টাকা ছিল। পরে প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া ১১।৹ খাজনা সন সন দিতে সম্মত হওয়ায় প্রভুরামের সহিত জমিদারের ঐরূপ চুক্তি হইল; কিন্তু কোন কবুলতি লেখাপড়া বা রেজেষ্টারি হইল না। প্রভুরামের বিরুদ্ধে জমিদার ঐ চুক্তি মতে নালিশ করিলেন, এবং সাক্ষী দ্বারা উক্তরূপ চুক্তি প্রমাণ হইল; তথাচ রেজেষ্টারি যুক্ত কবুলতি না থাকায়, এবং তিন বৎসরকাল বর্দ্ধিতহারে খাজনা আদায় না হওয়ায় ঐ চুক্তি অনুসারে আদালত ডিক্রি দিতে পারিলেন না।

উদাহরণ ৩। জমিদার ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরীর নীলের ব্যবসা থাকা হেতু আপন অধীনস্থ প্রজা হরিমণ্ডলকে বিশ বিঘা জমি প্রচলিত হার অপেক্ষা অনেক কম হারে প্রতি বিঘা একটাকা হিসাবে মোট

কুড়ি টাকা খাজনায়, বিলি করিয়াছিলেন, কিন্তু নীল ভিন্ন হরিমণ্ডল ঐ জমিতে অন্য কোন ফসল করিবে না, এরূপ চুক্তি করিয়াছিল। অনন্তর ইচ্ছামত ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দ্দিষ্ট ফসল চাষ করিবে না এইরূপ লাভজনক নূতন বন্দোবস্তে চুক্তি হওয়ায় হরিমণ্ডল প্রতি বিঘা দেড় টাকা হিসাবে খাজনা দিতে সম্মত হইল এবং রেজেষ্টারিযুক্ত কবুলতি করিয়া দিল। এস্থলে পূর্ব্বখাজনা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে থাকা হেতু এবং আপন ইচ্ছামত ফসল চাষ করিয়া প্রজা পূর্ব্বাপেক্ষা লাভ পাইতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা থাকা হেতু, নায্য বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে প্রজা সম্মত হওয়ায় ঐ চুক্তি আইনসঙ্গত ; অর্থাৎ আদালতে গ্রাহ্য হইল।

উদাহরণ ৪। উক্ত জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরি বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া আপন আবাদের জমি সকল যাহাতে জলমগ্ন না হয় একারণ একটী মৃত্তিকার বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তদবধি ঐ আবাদের জমিতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিতে আরম্ভ হইল, এবং ঐ তালুকের প্রজাগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে জলমগ্ন হইয়া দুই চারি বৎসর অন্তর উৎপন্ন ফসল এককালে নষ্ট হইয়া যাইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে ফসল নষ্ট হইয়া যাইত। কেবল জমিদারের অর্থব্যয়ে এই উন্নতি হওয়ায় প্রজাগণ সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় পূর্ব্বেকার দেয় খাজনার প্রতি টাকায় ॥০ আট আনা হিসাবে বৃদ্ধি দিবার চুক্তি রেজেষ্টারি করিয়া দিল। এইরূপ খাজনা বৃদ্ধির চুক্তি আইনসঙ্গত, সুতরাং জমিদার এরূপ বর্দ্ধিত হারে খাজনা পাইবার অধিকারী। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে উক্ত বাঁধের

কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, জমি পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হইতে লাগিল সুতরাং ভালরূপ ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় জমিদার উক্ত বর্দ্ধিত খাজনা আর পাইবার অধিকারী রহিলেন না।

উদাহরণ ৫। জমিদার প্রতাপচন্দ্র রায়ের অধীনস্থ কৃষিপ্রজা-গণ পূর্ব্বেকার দেয় খাজনার প্রতিটাকায় দুই আনা হিসাবে বৃদ্ধি দিতে সম্মত হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসরকাল সেই বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে কোন লিখিত রেজেষ্টারি যুক্ত চুক্তি হয় নাই। অনন্তর কোন কারণে নায়েবের সহিত মনান্তর হওয়ায় সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, কোন মতে ঐ স্বীকৃত বৃদ্ধিখাজনা আর দিবে না। অগত্যা উক্ত জমিদার আদালতে বিস্তর বাকী খাজনার নালিশ উপস্থিত করিলেন। প্রজাগণ সকলেই দাবীকৃত বৃদ্ধিখাজনা দিতে বাধ্য নহে বলিয়া জবাব দিল। কিন্তু প্রজা প্রতিবাদীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিল যে ইতিপূর্ব্বে ক্রমাগত তিন বৎসরকাল ঐ বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় হইয়াছে, এবং জমিদারের পক্ষ হইতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইল। খাজনা আইনের বিধান মতে এরূপ স্থলে লিখিত রেজেষ্টারিযুক্ত চুক্তি আবশ্যক করে না বলিয়া জমিদার উক্ত বর্দ্ধিত হারে খাজনা পাইবার অধিকারী সাব্যস্থ হইলেন, এবং সমস্ত বাকী খাজনার নালিশ ডিক্রি হইল।

২। যে সকল দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজা নগদ টাকায় খাজনা দিয়া থাকে, তাহাদিগের খাজনা বাড়াইবার জন্য ভূম্যধিকারী নিম্ন-লিখিত এক বা তদধিক কারণ দেখাইয়া নালিশ করিলে, সিদ্ধকাম হইতে পারেন;—

(ক) প্রজা যে হারে খাজনা দিয়া থাকে, তাহা সেই গ্রামের

অথবা নিকটবর্ত্তী গ্রামের অন্তর্গত দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার দখলি সর্ব্বপ্রকারে সমতুল্য জমির খাজনার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম, এবং উক্ত প্রজার পক্ষে এইরূপ কম হারে খাজনা দিবার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই।

(খ) যে সকল শস্য সাধারণের প্রধান খাদ্যস্বরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই সকল শস্যের স্থানীয় বাজারদর বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকা কালে পূর্ব্বাপেক্ষা গড়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(গ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকা কালে, ভূম্যধিকারীর ব্যয়ে বা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কোনও উন্নতি সাধন হওয়ায়, প্রজার দখলি জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) নদীর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু অথবা অন্য কোন কারণে প্রজার দখলি জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

---

## দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা হ্রাস।

৩। ভূম্যধিকারী যেরূপ উপরোক্ত এক বা তদধিক উপযুক্ত কারণে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার দখলি জমির খাজনা বৃদ্ধির দাবি করিতে পারেন, দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজাও সেইরূপ আপন দখলি জমির খাজনা, কোন কোন উপযুক্ত কারণ থাকিলে, কমাইবার জন্য নালিশ করিতে পারেন। কি কি কারণে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা আপন দখলি জমির খাজনা কমাইবার জন্য নালিশ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল ;—

(ক) প্রজার কোন দোষ না থাকিলেও, তাহার দখলি জমির উৎপাদিকা শক্তি, ঐ জমিতে বালুকা আসিয়া পড়ায়, অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে, চিরকালের জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) বর্ত্তমান খাজনা চলিত থাকা কালে, খাদ্য শস্য সকলের স্থানীয় বাজার দর গড়ে পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে, এবং কোন ক্ষণস্থায়ী কারণে ঐ সকল শস্যের দর কমে নাই। এতদ্ভিন্ন প্রজার দখলি জমির পরিমাণ হ্রাস হওয়া কারণেও প্রজা খাজনা কমাইবার দাবি করিতে পারেন।

উপরোক্ত খাজনা বৃদ্ধির ও খাজনা কমাইবার নালিশে আদালত, নানাবিধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যেরূপ খাজনা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ খাজনা ধার্য্য করিয়া ডিক্রি দিতে পারেন।

কিন্তু যদি নালিশি সময়ের পূর্ব্বে ১৫ বৎসরের মধ্যে চুক্তি দ্বারা অথবা আদালতের ডিক্রি দ্বারা একবার ঐ খাজনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অথবা খাজনা বৃদ্ধির দাবি আদালত নামঞ্জুর করিয়া থাকেন, অথবা খাজনা আইনের ৪০ ধারামতে ফসলের পরিবর্ত্তে নগদ টাকায় খাজনা দিবার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হার থাকা হেতুতে অথবা খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া হেতুতে খাজনা বৃদ্ধির নালিশ চলে না।

খাজনা বৃদ্ধির ডিক্রি দিবার সময়, আদালত যে পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি হওয়া ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন, সেই পরিমাণ খাজনা এককালে বৃদ্ধি করিবার আদেশ না দিয়া, প্রতি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া পাঁচ বৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইবে, এরূপ আদেশ করিতে পারেন।

৪। যে স্থলে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা আপন দখলিজমির খাজনা বাবতে নগদ টাকা না দিয়া, উৎপন্ন ফসলের অংশ বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দিয়া আসিতেছে, সে স্থলে প্রজা অথবা

জমিদার ইচ্ছা করিলে, কলেক্টর সাহেব, সবডিভিসনাল অফিসর (মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট), অথবা সেটলমেণ্ট অফিসরের নিকট দরখাস্ত করিয়া, দেয় ফসলের পরিবর্ত্তে নগদ টাকায় খাজনা ধার্য্য করিতে পারেন।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## মকররি কৃষিপ্রজা Raiyats at fixed rates।

যে সকল কৃষিপ্রজা কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিয়া, অথবা এক নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া চিরকাল জমি দখল করে, অর্থাৎ যাহাদিগের খাজনা কস্মিন্ কালে বৃদ্ধি হইতে পারে না, তাহাদিগকে মকররি কৃষিপ্রজা কহে।

মকররি সত্ত্ব দুই প্রকারে জন্মাইতে পারে। যে সকল জমির খাজনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একহারে চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে যে সকল জমির খাজনা বৃদ্ধি হয় নাই, সেই সকল জমিতে প্রজার মকররি সত্ত্ব জন্মায়। এতদ্ব্যতীত লিখিত পাট্টা দ্বারা ও মকররি সত্ত্ব সৃষ্ট হইতে পারে।

১। মৌরুসী গাতিজমার হস্তান্তর আদি বিষয়ে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, মকররি কৃষিপ্রজার জোত সম্বন্ধেও সেই সকল নিয়ম খাটিবে।

২। মকররি কৃষিপ্রজার জোত উচ্ছেদ কেবল একটী মাত্র কারণে হইবার বিধান আছে, যথা চুক্তিভঙ্গঅপরাধ। যদি

কোন মকররি প্রজার চুক্তির মধ্যে খাজনা আইনের বিধানসম্মত এরূপ কোন সর্ত্ত থাকে, যে সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে প্রজা জোত উচ্ছেদের যোগ্য হইবে, এবং যদি প্রজা ঐ সর্ত্ত ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। কিন্তু যদি ঐরূপ সর্ত্ত খাজনা আইনেয় বিধানবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেরূপ সর্ত্ত ভঙ্গের জন্য প্রজার জোত উচ্ছেদ হইবে না।

উপরোক্ত কারণে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিবার পূর্ব্বে প্রজাকে ১৫৫ ধারামতে নোটিশ দিতে হইবে।

উদাহরণ ১। শ্যামমণ্ডল ৫/ পাঁচ বিঘা জমি চাষ আবাদ করিবার জন্য, নির্দ্দিষ্ট দশ টাকা খাজনায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে চির-কাল ভোগ দখল করিবে, এরূপ পাট্টা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে পাইয়াছিল, ঐ পাট্টায় এরূপ সর্ত্ত থাকে, যে ঐ জমি সে কাহাকেও দান বিক্রয় করিতে পারিবে না; যদ্যপি সে এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ঐ জমি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ দান বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না, এবং তজ্জন্য তাহার সত্ব ধ্বংস হইবে, ও তাহার জোত উচ্ছেদ করা হইবে। কিছুদিন পরে শ্যামমণ্ডল মাধবমণ্ডলকে ঐ জমি বিক্রয় করিল। ভূম্যধিকারী ঐ জমি খাস দখল করিয়া লইবার জন্য নালিশ করায় তাহা ডিস্‌মিস্ হইল; যেহেতু প্রচলিত আইন অনুসারে শ্যামমণ্ডল দান বিক্রয় করিতে অধিকারী থাকায়, পাট্টা-লিখিত চুক্তি আইনবিরুদ্ধ।

উদাহরণ ২। হানিফ সেখ জমিদার প্রতাপরায়ের নিকট হইতে চারি বিঘা জমি চাষ আবাদ জন্য নির্দ্দিষ্ট খাজনায় পুরুষানু-ক্রমে ভোগদখল করিবার সর্ত্তে এক পাট্টা পাইয়াছিল। কিন্তু

তাহাতে এরূপ সর্ত্ত থাকে যে ঐ জমি কাহাকেও, চাষ আবাদ জন্য কোর্ফা বিলি করিতে পারিবে না ; যদি সে এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে তাহার সত্ত্ব ধ্বংস হইবে, এবং জমিদার ঐ জমি খাস দখল করিয়া লইতে পারিবেন।

হানিফ সেখের পীড়া হওয়ায় এবং সেই পীড়া হইতে বহু দিবস আরোগ্য লাভ করিতে না পারায় পাঁচ বৎসরের জন্য ঐ জমি অপর কৃষিপ্রজাকে বিলি করিতে বাধ্য হইল। পাট্টার সর্ত্ত ভঙ্গ হওয়ায় হানিফের জোত উচ্ছেদের জন্য জমিদার প্রতাপ রায় আদালতে নালিশ করিলেন। উক্ত জমিতে তখনও হানিফের দখলিসত্ত্ব জন্মায় নাই বলিয়া, তাহার জোত উচ্ছেদের আজ্ঞা হইল। কিন্তু যদি উক্ত জমিতে হানিফের দখলিসত্ত্ব জন্মাইবার পর এরূপ নালিশ হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত সর্ত্ত ভঙ্গ করা অপরাধে তাহার জোত উচ্ছেদ হইত না ; যেহেতু খাজনা আইনের ১৭৮ ধারা অনুসারে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা সম্বন্ধে এরূপ সর্ত্ত আইন বিরুদ্ধ।

উদাহরণ ৩। সেথ মনিরদ্দিন জমিদার শ্যামাপদবসুর নিকট হইতে ২/ দুই বিঘা জমি এক নির্দ্দিষ্ট খাজনায় পাট্টা করিয়া লইয়াছিল। পাট্টায় এরূপ সর্ত্ত থাকে যে ঐ জমির সীমানা বজায় রাখিয়া পুরুষানুক্রমে ধান্য ফসলাদি চাষ করিবে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী বিলের মৎস্য আনিবার জন্য ঐ জমিতে খাদ করিয়া কোণি প্রস্তুত করিতে পারিবে না ; যদি এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ঐ জমিতে খাদ করিয়া কোণি প্রস্তুত করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী জমি খাস দখল করিয়া লইবেন এবং তাহার জোত উচ্ছেদ হইবে। সেথ মণিরুদ্দিন এই পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী কবুলতি লিখিয়া শ্যামাপদ বাবুকে

দিয়াছিল। কিছুকাল পরে সেথ মণিরদ্দিনের পুত্র, নিকটস্থ একটী কোণির বিস্তর আয় দেখিয়া, ঐ জমিতে খাদ করিয়া একটী মৎস্য থাকিবার কোণি প্রস্তুত করিল। কোণিতে বিস্তর মৎস্য আসায় প্রথম বৎসরেই অনেক টাকা লাভ হইল। কিন্তু শ্যামাপদ বসু ঐ চুক্তি ভঙ্গ দোষের জন্য মণিরদ্দিনের জোত উচ্ছেদ করিবার ও জমি খাস দখল পাইবার প্রার্থনায় আদালতে নালিশ করিলেন মণিরদ্দিনের জোত উচ্ছেদ হইল।

---

# পঞ্চম অধ্যায়।

---

## দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজা।

যে সকল কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব জন্মে নাই, তাহাদিগকে দখলি-সত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজা বলা যায়। সচরাচর এরূপ কৃষিপ্রজাকে ইচ্ছা-ধীন ঠিকা প্রজা বলা হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত হওয়া অবধি, ইহারা আর প্রকৃত প্রস্তাবে ইচ্ছাধীন প্রজা নহে, যেহেতু এক্ষণে ভূম্যধিকারী আর আপন ইচ্ছামত ইহাদিগের খাজনা বৃদ্ধি বা জোত উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

জমি প্রথম দখল পাইবার কালে, দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজা যে নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিতে সম্মত হয়, বরাবর সেই খাজনা দিতে সে বাধ্য থাকে।

---

## দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার খাজনাবৃদ্ধি।

১। দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার খাজনা রেজেষ্টারিযুক্ত এগ্রিমেণ্ট দ্বারা বৃদ্ধি হইতে পারে। রেজেষ্টারিযুক্ত না হইলে এরূপ এগ্রিমেণ্ট আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

দখলিসত্ত্ববিহীন প্রজা বৃদ্ধিহারে খাজনা দিতে সম্মত হইয়াছে, অথবা কবুলতি লিখিয়া দিয়াছে, এইরূপ প্রমাণ করিয়া ভূম্যধিকারীগণ খাজনা বৃদ্ধির নালিশে ডিক্রি পাইতে পারেন না। বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ হইলেও, রেজেষ্টারিযুক্ত কবুলতি বা এগ্রিমেণ্ট না থাকায়, আদালত এরূপ চুক্তি গ্রাহ্য করিতে পারেন না এবং চুক্তি অনুসারে খাজনাবৃদ্ধির ডিক্রি দিতে পারেন না।

২। কিন্তু যদ্যপি বৃদ্ধিখাজনা দিতে সম্মত হইয়া প্রজা ক্রমাগত তিন বৎসর কাল ভূম্যধিকারীকে সেই বৃদ্ধিখাজনা উস্থল দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধিখাজনার দাবি আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রি হইতে পারে। অর্থাৎ তিন বৎসরকাল ঐ বৃদ্ধিখাজনা আদায় হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইলে, সেরূপ বৃদ্ধি খাজনার চুক্তি বা এগ্রিমেণ্ট (রেজেষ্টারিযুক্ত না হইলেও) আদালত গ্রাহ্য করিবেন।

৩। এতদ্ব্যতীত খাজনা আইনের ৪৬ ধারা অনুসারে দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার নিকট ভূম্যধিকারী খাজনা বৃদ্ধির এগ্রিমেণ্ট করিয়া লইতে পারেন।

## দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার জোত উচ্ছেদ।

১। নিম্নলিখিত কারণে দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজা জোত উচ্ছেদের যোগ্য হইতে পারে—

(ক) দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার নিকট ভূম্যধিকারীর যে খাজনা পাওনা থাকে, সেই বাকী খাজনা পরিশোধ করিতে যদি ঐ প্রজা অক্ষম হয়, অথবা পরিশোধ না করে।

(খ) ভূম্যধিকারীর সহিত এরূপ কৃষিপ্রজার যে চুক্তি হইয়া থাকে, সেই চুক্তির অন্তর্গত খাজনা আইনের বিধানসম্মত যে সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে জোত উচ্ছেদ হইবার কথা থাকে, যদি প্রজা সেই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া থাকে; অথবা প্রজা যদি এরূপ ভাবে জমি ব্যবহার করে, যে তাহাতে ঐ জমি যে উদ্দেশ্যে প্রজা বিলি হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যমত ব্যবহৃত হইবার এককালে অনুপযোগী হইয়া যায়।

(গ) যে স্থলে রেজেষ্টারিযুক্ত পাট্টা দ্বারা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে প্রজা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, সেস্থলে যদি ঐ পাট্টায় লিখিত মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

(ঘ) খাজনা আইনের ৪৬ ধারামতে প্রজার বিরুদ্ধে যে বৃদ্ধি খাজনার দাবি আদালত ন্যায্য ও সঙ্গত বিবেচনায় ভূম্যধিকারীকে ডিক্রি দেন, আদালতের সেই আদেশ অনুসারে বৃদ্ধিহারে খাজনার এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে যদি প্রজা অসম্মত হয়, অথবা এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিবার পর তদন্তর্গত মিয়াদ যদি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

২। দখলিসত্ত্ববিহীন প্রজার পাট্টার মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া হেতু, তাহাকে ঐ পাট্টাভুক্ত জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে হইলে, উক্ত মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্ততঃ ছয়মাস পূর্ব্বে তাহাকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতে হইবে, এবং সহজে দখল ছাড়িয়া না দিলে, ঐ মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ছয় মাস মধ্যে উচ্ছেদের নালিশ করিতে হইবে, —ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে নালিশ চলে না। যে দেওয়ানি

আদালতে ঐ জমির উচ্ছেদের নালিশ চলে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিশ জারি করিতে হইবে, অন্য প্রকারে নোটিশ দিলে হইবে না। পাট্টার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া, জবরদস্তি করিয়া অর্থাৎ বলপূর্ব্বক দখলিসত্ত্ববিহীন প্রজাকে উঠাইয়া দিয়া ভূম্যধিকারী অপরকে জমি দখল দিতে পারেন না, উপরোক্ত মতে নোটিশ দিয়া আদালতের সাহায্যে উঠাইয়া না দিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে: আইন সঙ্গত উচ্ছেদ হয় না।

উপরে (খ) দফায় লিখিত কারণে উচ্ছেদ করিতে হইলে প্রথমে খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে নোটিশ দিতে হইবে।

---

## খাজনা আইনের ৪৬ ধারা।

(১) খাজনা বৃদ্ধির এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করিয়া দিবার জন্য, দখলি সত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার প্রতি ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক নোটিশ না দেওয়া হইলে, এবং নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও নালিশ রুজু হইবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে প্রজা অসম্মতি প্রকাশ না করিলে, উপরে (ঘ) দফায় লিখিত হেতুবাদে জোত উচ্ছেদের নালিশ চলিতে পারে না।

(২) প্রজার প্রতি খাজনা বৃদ্ধির এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করিয়া দিবার জন্য এই ধারামতে নোটিশ দিতে ইচ্ছুক হইলে, ভূম্যধিকারী উপযুক্ত আদালতে উক্ত এগ্রিমেণ্ট দাখিল করিতে পারেন এবং উক্ত আদালত কর্ত্তৃক, নির্দ্ধারিত উপায়ে, ঐ এগ্রিমেণ্ট প্রজার প্রতি জারি করা হইলেই, এগ্রিমেণ্ট "টেণ্ডর" অর্থাৎ এগ্রিমেণ্টের নোটিশ দেওয়া হইল গণ্য করা হইবে।

(৩) যে আদালত হইতে এগ্রিমেণ্ট বাহির হইয়া উপরোক্ত মতে জারি করা হইবে, সেই আদালতে ঐ জারির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ঐ এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করিয়া প্রজাকে দাখিল করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে পর সন হইতে ঐ এগ্রিমেণ্ট বলবৎ গণ্য করা হইবে।

(৪) প্রজা কর্ত্তৃক এগ্রিমেণ্ট দস্তখত হইয়া আদালতে দাখিল করা হইলে, অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে আদালত কর্ত্তৃক নোটিশ দেওয়া হইবে।

(৫) যদ্যপি প্রজা উপরোক্তমতে এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করিয়া দাখিল না করে, তাহা হইলে এগ্রিমেণ্ট সম্বন্ধে প্রজার অসম্মতি বুঝা যাইবে।

(৬) এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করিয়া দিতে প্রজা অসম্মতি প্রকাশ করিলে, ও ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক জোত উচ্ছেদের নালিশ হইলে, নালিশী জমির কিরূপ খাজনা ন্যায্য ও সঙ্গত তাহা আদালত নিরূপণ করিয়া দিবেন।

(৭) উক্ত নিরূপিত ন্যায়সঙ্গত খাজনা ভূম্যধিকারীকে দিতে সম্মত হইলে, প্রজা এগ্রিমেণ্টের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল নালিশী জমি ঐ খাজনায় দখল করিতে পারিবে। কিন্তু পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর, যদি প্রজার দখলি সত্ব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব ধারামতে তাহার জোত উচ্ছেদ হইতে পারিবে।

(৮) যদি প্রজা উক্ত নিরূপিত ন্যায়সঙ্গত খাজনা ভূম্যধিকারীকে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে আদালত তাহার প্রতিকূলে জোত উচ্ছেদের ডিক্রি দিবেন।

(৯) ন্যায্য ও সঙ্গত খাজনা নিরূপিত করিবার কালে আদালত নিকটবর্ত্তী সমশ্রেণী কৃষিপ্রজার দখলি সমতুল্য জমির খাজনার প্রচলিত হারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(১০) যে ফসলের বৎসরে আদালত কর্ত্তৃক এই ধারা অনুসারে জোত উচ্ছেদের ডিক্রি দেওয়া হয়, সেই ফসলের বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর, ঐ ডিক্রি বলবৎ হইবে।

---

## ৪৬ ধারামতে নিম্নলিখিত রূপ এগ্রিমেণ্ট সম্বলিত নোটিশ দিতে হয় ;—

## নোটিশ

বনাম—

শ্রীসেখ এস্‌মাইল ( প্রজা )।

এতদ্দ্বারা তোমাকে এককেতা এগ্রিমেণ্টের মুসবিদা পাঠাইয়া দিতেছি। যে দুই বিঘা জমি চারি টাকা খাজনা বন্দোবস্তে তুমি তিন বৎসর কাল চাষ আবাদ করিতেছ, সেই জমির ন্যায্য খাজনা ছয় টাকা হইতেছে। একারণ তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কথিত মুসবিদা অনুযায়ী এগ্রিমেণ্ট উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখাইয়া দস্তখত করিয়া দিবে, নতুবা তুমি ঐ জমির দখল ছাড়িয়া দিবে।

---

## এগ্রিমেণ্ট।

| গৃহিতা ( ভূম্যধিকারী ) | দাতা ( প্রজা ) |
|---|---|
| প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার | সেখ এস্মাইল |
| পিতা ৺অভয়চরণ মজুমদার | পিতা মৃত সেখ মণিরদ্দিন |
| সাং | সাং |

কস্য এগ্রিমেণ্ট পত্রমিদম্, জেলা চব্বিশ পরগণা, আলিপুর রেজেষ্টারি থানা খড়দহ সবরেজেষ্টারির অন্তর্গত বন্দীপুর গ্রামে আপনার জমি জমা আছে, তন্মধ্যে নিম্ন চৌহদ্দী স্থিত ২/ দুই বিঘা জমি আমি চারি টাকা খাজনার বন্দোবস্তে গত তিন বৎসরকাল দখল করিয়াছি। এক্ষণে ঐ জমির ন্যায্য খাজনা ছয় টাকা সন সন আপনাকে দিতে স্বীকার হইয়া এতদ্বারা একরার করিতেছি যে ঐ খাজনা আপনাকে প্রতি সন দুই সমতুল্য কিস্তিতে আশ্বিন ও চৈত্র মাসে আদায় দিব, নতুবা শতকরা মাসিক এক টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপী সুদ চলিবে। আর অদ্য হইতে পাঁচ বৎসর মিয়াদে ঐ জমি জমা লইলাম। মিয়াদ অন্তে ঐ জমি ছাড়িয়া দিব কোনরূপ আপত্তি করিব না। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় এই এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ—

ইসাদী—

এইরূপ এগ্রিমেণ্ট সম্বলিত নোটিশ আদালতের দ্বারা প্রজাকে পাঠাইয়া দিলেই ৪৬ ধারামতে এগ্রিমেণ্ট "টেণ্ডার" করা হইল।

## একটী বিশেষ নিয়ম ( খাজনা আইনের ১১৬ ধারা )।

গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জমিদার বা তালুকদারের নিজ জোতের জমি বা খাস খামার জমি সম্বন্ধে কৃষিপ্রজার কোন প্রকার সত্ত্ব

জন্মে না। এই প্রকার নিজ, নিজ জোত বা খামার জমিতে কৃষি প্রজার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মানুসারে দখলি সত্ত্ব জন্মে না, এবং এই অধ্যায়ে দখলিসত্ত্ববিহীন কৃষিপ্রজার যে সকল সত্ত্ব বিবৃত হইল, সে সকল সত্ত্বও থাকে না। অর্থাৎ বহুকাল চাষ আবাদ করিয়াও কৃষিপ্রজা এরূপ জমিতে দখলিসত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, এবং এরূপ জমির কৃষিপ্রজার পূর্ব্ববর্ণিত কোন সত্ত্বই থাকে না। কেবল ভূম্যাধিকারীর সহিত যে আইনসঙ্গত চুক্তি হয়, সেই চুক্তি অনুসারে কৃষিপ্রজার সত্ত্ব নিরূপিত হয়। উপরোক্ত খামার বা নিজজোতের জমি লাখেরাজ হইলেও, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে বাধ্য না থাকিলেও, তদন্তর্গত কৃষিপ্রজার সত্ত্বসম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে; আর গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের প্রজার খাসদখলি জমি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কিন্তু জমিদারের অধীনস্থ গাতিদার প্রজার খাসদখলি নিজজোতের জমি সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম নহে।

উদাহরণ—জমিদার রমণীমোহণ মজুমদারের একটী পঞ্চাশ বিঘা বাগান ছিল। সেই বাগান তিনি নিজে বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও এই খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল খাসে ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন, পরে ঐ বাগানের কিয়দংশ জমি রামহরিচঙ্গ বার্ষিক খাজনার বন্দো-বস্তে জমা লইয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফসল ও নানাবিধ তরকারি করিত। কিন্তু ঐ জমিদারের খাসবাগানের জমিতে দ্বাদশবৎসরের ঊর্দ্ধকাল চাষ আবাদ করিয়াও রামহরিচঙ্গের কোন সত্ত্ব জন্মে নাই।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## কোর্ফা কৃষিপ্রজা।

১। যে কোর্ফা কৃষিপ্রজা নগদ টাকায় রেজেষ্টারিযুক্ত পাট্টা অনুসারে খাজনা দিয়া থাকে, সেরূপ কোর্ফা কৃষিপ্রজার ভূম্যধিকারী, নিজে যে পরিমাণ খাজনা দেন, সেই খাজনার উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকার অধিক খাজনা পাইতে পারেন না। কিন্তু রেজেষ্টারিযুক্ত পাট্টা লেখাপড়া না হইলে, ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজনা দেন, তাহার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার বেশী খাজনা পাইতে পারেন না।

২। নিম্নলিখিত কারণদ্বয়ে কোর্ফা কৃষিপ্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারে।

(ক) লিখিত পাট্টার মিয়াদ অন্তে উচ্ছেদ হইতে পারে।

(খ) কোন লিখিত পাট্টা না থাকিলে, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক যে বৎসর উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়, সেই বৎসর অন্তে তাহার পরবর্ত্তী ফসলের বৎসর অতীত হইলে উচ্ছেদ হইতে পারে।

৩। খাজনা আইনের ৮৫ ধারা অনুসারে কোর্ফা প্রজা বিলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধান আছে।

(ক) ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া কৃষিপ্রজা তাহার দখলি জমি রেজেষ্টারিযুক্ত দলিল ভিন্ন অন্য প্রকারে অপরকে কোর্ফা বিলি করিতে পারিবেন না। এরূপ কোর্ফা প্রজা বিলি ভূম্যধিকারীর প্রতিকূলে সিদ্ধ ( valid ) নহে, অর্থাৎ তাহা অসিদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য।

(খ) যে স্থলে কৃষিপ্রজা রেজেষ্টারিযুক্ত দলিলের দ্বারা আপন দখলি জমি অপরকে কোর্ফা বিলি করেন, সে স্থলে নয় বৎসরের বেশী মিয়াদে বিলি করিতে পারেন না। নয় বৎসরের বেশী মিয়াদে কোর্ফা প্রজা বিলির দলিল লেখা পড়া হইলে তাহা রেজেষ্টারি হইবে না।

(গ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যদ্যপি কৃষিপ্রজা আপন জমার অন্তর্গত জমি ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া রেজেষ্টারি দলিলের দ্বারা অপরকে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই আইন প্রচলিত হইবার পর নয় বৎসরের অধিক কাল ঐ দলিল ভূম্যধিকারীর প্রতিকূলে সিদ্ধ বা বলবৎ থাকিবে না।

---

# সপ্তম অধ্যায়।

---

## প্রজার দেয় খাজনা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মাবলী।

১। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যেরূপ নিয়মে প্রজাদিগের দেয় খাজনা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইয়া থাকে, কিম্বা যেরূপ নিয়মে ভূম্যধিকারীর সহিত খাজনা দিবার চুক্তি থাকে, সেইরূপ নিয়মে খাজনা দিতে প্রজাগণ বাধ্য। কিন্তু যে স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না বা কোন নির্দ্দিষ্ট চুক্তি নাই সে স্থলে প্রতি বৎসর তিন মাস অন্তর সমতুল্য চারি কিস্তিতে খাজনা দিতে প্রজাগণ বাধ্য। এবং যে কিস্তির খাজনা আদায় না হইবে কিম্বা কিছু বাকী থাকিবে সেই কিস্তির খাজনা বাকী খাজনা বলিয়া গণ্য

হইবে এবং কিস্তি অন্তে শত করা বার্ষিক ১২ বার টাকা হিসাবে ঐ পাওনা টাকার শুদ চলিবে।

২। প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনুসারে তিন মাসের শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সকল প্রজাকে খাজনা দিতে হইবে। এবং নিকট-বর্ত্তী জমিদারের কাছারিতে অথবা খাজনা দিবার জন্য জমিদার কর্ত্তৃক যে স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই স্থানে প্রজা খাজনা দিতে বাধ্য।

অনেকেরই এরূপ বিশ্বাস যে জমিদারের কর্ম্মচারী বা পাইক খাজনার তাগাদা করিতে প্রজার বাটীতে না আসিলে প্রজার কোন দোষ নাই। "খাজনার টাকার তাগাদায় কোন লোক আইসে নাই আমার দোষ কি?" এরূপ কথা অনেক প্রজার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আদালতে বাকী খাজনার নালিশ হইলে, ঐরূপ আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন এবং খরচার বা শুদও ড্যামেজের দায়ীক নহেন, এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস তাহাদিগের ভ্রম। ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা কিস্তিমত ভূম্যধি-কারীর নিকট বা তাঁহার গোমস্তার নিকট দিয়া আসাই প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তজ্জন্য প্রজা আইন অনুসারে বাধ্য। স্থানীয় গবর্ণ-মেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতা দেওয়া হইলে ডাকযোগে মণিঅর্ডার দ্বারা প্রতি কিস্তির দেয় খাজনা ভূম্যধিকারীর নিকট প্রজা পাঠাইয়া দিতে পারেন। এবং ঐরূপে ডাকযোগে মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া দেওয়া হইলে ঐ খাজনা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় হইলে সেই আদায়ী খাজনার দাখিলা নির্দ্ধারিত ফরম অনুসারে ভূম্যধিকারী দিতে বাধ্য। এবং সন ১৮৭৬ সালের ৭ সাত আইন মতে যে ভূম্যধিকারী বা ম্যানেজার বা বন্ধক গৃহিতার নাম কোন এষ্টেট্ সম্বন্ধে রেজেষ্টারি

হইয়াছে, তাহাদিগের দত্ত কিম্বা তাহাদিগের কোন কর্ম্মচারী দত্ত খাজনা প্রাপ্তির রসিদ পাইলেই ঐ এষ্টেটের প্রজার অব্যাহতি হইবে, অর্থাৎ সেই খাজনা তাহার নিকট আর কেহ দাবি করিতে পারিবে না। যদ্যপি অপর কেহ ঐ এষ্টেটের খাজনা পাইবার সত্ববান্ থাকা উল্লেখে প্রজার নিকট খাজনার দাবি করে, তাহা হইলে প্রজা তাহাকে খাজনা দিতে বাধ্য নহে, যেহেতু সেই এষ্টেট্ সম্বন্ধে মালিক বা ম্যানেজার বা বন্ধক গৃহিতা স্বরূপে তাহার নাম উক্ত সাত আইন মতে রেজেষ্টারি করা হয় নাই।

---

## প্রজা কর্ত্তৃক খাজনা আদালতে আমানত করিবার নিয়ম।

### ( খাজনা আইনের ৬১ ধারা )।

১। যদ্যপি ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য খাজনা লইতে বা তাহার রসিদ দিতে অসম্মত হয়েন, অর্থাৎ প্রজা খাজনার টাকা দিতে গেলে ভূম্যধিকারী টাকা লইতে বা তাহার রসিদ দিতে যদি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা প্রজা আদালতে আমানত করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনায় দরখাস্ত করিতে পারেন।

২। যে স্থলে ভূম্যধিকারীর নিকট পূর্ব্ব কিস্তি সময়ে প্রজা খাজনা দিতে গিয়াছিলেন তাহাতে ভূম্যধিকারী খাজনা লইতে সম্মত হয়েন নাই বা রসিদ দিতে চাহেন নাই, এবং সেই কারণে প্রজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে ভূম্যধিকারী তাঁহার প্রাপ্য খাজনা লইবেন

না বা রসিদ দিবেন না, সে স্থলেও প্রজা তাঁহার দেয় খাজনা আদালতে আমানত করিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিতে পারেন।

৩। এতদ্ভিন্ন যে স্থলে ভূম্যধিকারীগণের মধ্যে অনেক সরিক থাকায়, এবং একজন নির্দ্দিষ্ট ম্যানেজার না থাকায়, কাহার নিকট খাজনা দিতে হইবে প্রজা তাহার নিরূপণ করিতে না পারেন, অথবা সকল সরিকের একত্রে রসিদ পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে প্রজা দেয় খাজনা আদালতে আমানত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

৪। যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি খাজনা পাইবার সত্ত্ববান তাহা প্রজা নিরুপণ করিতে না পারেন, অথবা খাজনা কোন ব্যক্তির প্রাপ্য তৎসম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্দেহ থাকে, সে স্থলেও প্রজা দেয় খাজনা আদালতে আমানত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তিকে ইহার পূর্ব্বে খাজনা দিয়াছেন, এবং যে যে ব্যক্তি খাজনা পাইবার সত্ত্ববান প্রকাশে খাজনা চাহিতেছে, তাহাদিগের নাম ঐ দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হইবে।

৫। যে আদালতে প্রজার দেয় খাজনার জন্য নালিশ চলিতে পারে, সেই আদালতে প্রজা খাজনা আমানত করিবেন, অন্য আদালতে আমানত করিলে তাহা গ্রাহ্য নহে।

৬। যে দরখাস্ত দ্বারা খাজনা আইনের ৬১ ধারামতে প্রজা দেয় খাজনা আদালতে আমানত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবেন, সেই দরখাস্তে খাজনা আমানতের কারণ প্রকাশ করিয়া লিখিতে হইবে, এবং দেওয়ানি কার্য্য বিধি আইনের ৫২ ধারা মতে রীতিমত সত্যপাঠ (verification) লিখিয়া আমানতকারী প্রজাকে দস্তখত করিয়া দিতে হইবে। আমানতকারী প্রজা নিজে ওয়াকিব

হাল বা সমস্ত অবস্থা অবগত না থাকিলে যে ব্যক্তি ওয়াকিব হাল তাহার দ্বারা সত্যপাঠ দেওয়াইতে হইবে।

৭। প্রজা কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ধারামতে খাজনা আমানতের দরখাস্ত আদালতে দাখিল হইলে, ও খাজনা আমানত করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, আদালত অনুমতি দিবেন ও প্রজাকে আমানতি টাকার রসিদ দিবেন। এবং প্রজা আদালত হইতে খাজনা আমানতের রসিদ প্রাপ্ত হইলে সেই রসিদ ভূম্যধিকারীর বা ভূম্যধিকারীগণের রসিদ বলিয়া পরিগণিত হইবেক। এবং যে স্থলে কোন্ ব্যক্তির খাজনা প্রাপ্য তাহার নিশ্চয়তা না থাকে, সে স্থলে ঐ খাজনা যে ব্যক্তির বাস্তবিক প্রাপ্য স্থির হইবে সেই ব্যক্তির দত্ত রসিদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৮। প্রজা কর্ত্তৃক খাজনা আমানত হইলে, যে ব্যক্তি সেই খাজনা পাইবার অধিকারী তাহাকে আদালত তাহার প্রার্থনা মতে ঐ আমানতি খাজনা দিতে পারেন। কিন্তু যদ্যপি যাহাকে আদালত হইতে আমানতি খাজনা দেওয়া হয়, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ, ঐ খাজনা পাইবার অধিকারী প্রকাশে, ঐ আমানতি খাজনা পাইবার দাবি করেন, তাহা হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি টাকা আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়াছে তাহার নামে নালিশ করিয়া ঐ টাকা পাইতে পারেন।

৯। যদ্যপি আদালতে আমানত করিবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে আদালত কর্ত্তৃক আমানতি খাজনা কাহাকে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে প্রজা আদালতদত্ত রসিদ দাখিল করিয়া দরখাস্ত করিলে ঐ টাকা ফেরৎ পাইতে পারেন।

---

# "বাকী খাজনা।"

১। মৌরুসী গাতিদার প্রজার, মকররি কৃষিপ্রজার বা দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজার দেয় খাজনা অনাদায় থাকিলে, তজ্জন্য তাহার উচ্ছেদ হইবে না ; কিন্তু এরূপ প্রজার জমা বাকী খাজনার ডিক্রি জারির নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবে, এবং সেই বিক্রীত মূল্য হইতে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য বাকী খাজনা সর্ব্বাগ্রে আদায় হইবে, পরে অন্যান্য দেনা পরিশোধ হইবে।

২। যে প্রজার কোন স্থায়ী সত্ত্ব নাই অর্থাৎ দখলি জমিতে মৌরুসী, মকররি বা দখলিসত্ত্ব নাই, সেই প্রজার খাজনা বাকী পড়িলে, সেই বাকী খাজনার জন্য আদালত হইতে ঐ প্রজার উচ্ছেদের আদেশ হইতে পারে। কিন্তু ডিক্রির তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্য খাজনা মায় সুদ ও খরচা আদালতে আমানত করিলে প্রজার উচ্ছেদ হইবে না।

৩। বিশেষ উপযুক্ত কারণ থাকিলে পোনের দিনের অপেক্ষা সময় বৃদ্ধি আদালত করিয়া দিতে পারেন, অর্থাৎ ডিক্রীর টাকা দিবার জন্য পোনের দিনের অপেক্ষা প্রজাকে বেশী সময় বিশেষ কারণ দেখাইলে দিতে পারেন।

৪। প্রজার দেয় খাজনা অনাদায় থাকিলে সেই বাকীখাজনার উপর শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে সুদ, কিস্তির শেষ তারিখ হইতে নালিশ রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত, ভূম্যধিকারী পাইবার অধিকারী।*

---

* কোন কিস্তির খাজনা সেই কিস্তির শেষ দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে না দেওয়া হইলে, তাহা বাকীখাজনা রূপে পরিগণিত হয়, এবং ঐ তারিখ

৫। যগুপি বাকীখাজনার মোকর্দ্দমায় এরূপ সাব্যস্থ হয় যে প্রজা বিনা কারণে ভূম্যাধিকারীর প্রাপ্য খাজনা দেয় নাই তাহা হইলে দাবিকৃত খাজনার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে ড্যামেজ আদালত ডিক্রি দিতে পারেন। শতকরা ২৫৲ টাকার অধিক ড্যামেজ ডিক্রি দিবার ক্ষমতা আদালতের নাই।

৬। যগুপি কোন বাকীখাজনার মোকর্দ্দমায় এরূপ সাব্যস্থ হয় যে ভূম্যধিকারী অকারণ নালিশ করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রজা প্রতিবাদীকে দাবিকৃত খাজনার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে ড্যামেজ আদালত ডিক্রি দিতে পারেন।

বাকীখাজনার নালিশে ড্যামেজ ডিক্রি দিলে আর সুদের ডিক্রি দিবার ক্ষমতা আদালতের থাকে না। সুদের ডিক্রি দিলে আর ড্যামেজ ডিক্রি দিবার ক্ষমতা আদালতের থাকে না।

---

## ফসল খাজনা।

১। যে স্থলে ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট হইতে তাহার জোতের জমির উৎপন্ন ফসল খাজনা পাইয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য উৎপন্ন ফসলের বিভাগ বা মূল্য নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা মূল্য নিরূপণ করিবার তদন্ত জন্য উপযুক্ত সময়ে নিজে যাইতে বা এজেণ্ট পাঠাইতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে ভূম্যাধিকারী বা প্রজা যে কেহ খাজনা আইনের ৬৯ ধারা মতে জেলার কালেক্টর সমীপে

---

হইতে নালিশ রুজুর তারিখ পর্য্যন্ত সেই বাকীখাজনার উপর শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে সুদ চলে।

উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ও মূল্যাদি সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

২। ভূম্যধিকারী বা প্রজা কর্ত্তৃক এরূপ দরখাস্ত করা হইলে এবং আবশ্যকীয় খরচা আমানত করা হইলে, কালেক্টর সাহেব উপরোক্ত কার্য্যের জন্য আপন অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন; আর জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের মতে শান্তিভঙ্গ নিবারণ জন্য প্রয়োজন বোধ হইলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ দরখাস্ত না পাইলেও প্রজা ভূম্যধিকারীর বিবাদ মীমাংসার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন।

৩। কালেক্টর সাহেবের আদেশ থাকিলে উক্ত কর্ম্মচারী অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে আসেসর স্বরূপে সঙ্গে লইয়া জমির ফসলাদি তদন্ত করিতে পারেন, এবংযদ্যপি কোন পক্ষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয়েন তাহা হইলে একতর্ফা তদন্ত করিয়াও আপন রিপোর্ট কালেক্টর সমীপে পাঠাইতে পারেন।

৪। সেই রিপোর্ট প্রাপ্তে এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক কালেক্টর সাহেব ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে বিহিত আদেশ দিতে পারেন। দেওয়ানি আদালতের বিচার্য্য কোন ইশু দেওয়ানি আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন বোধ করিলে, কালেক্টর সাহেব সেই সম্বন্ধে বিচারের ভার দেওয়ানি আদালতের উপব দিতে পারেন।

---

## ভূম্যধিকারী বা প্রজার সত্ত্ব হস্তান্তর হইলে পরবর্ত্তী সময়ের খাজনা সম্বন্ধে দায়িত্ব।

১। ভূম্যধিকারীর সত্ত্ব বিক্রয় হইলে তদবধি যে খাজনা প্রজার নিকট পাওনা হয়, সেই খাজনা, ক্রেতার নিকট হইতে হস্তান্তর সম্বন্ধে রীতিমত নোটীশ না পাইলে, প্রজা বিক্রেতাকে দিতে পারেন, এবং এরূপ অবস্থায় বিক্রেতাকে খাজনা দিলে, প্রজার নিকট ঐ খাজনা ক্রেতা পুনর্ব্বার আদায় করিতে পারেন না।

২। দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা আপন সত্ত্ব ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া বিক্রয় করিলে ঐ বিক্রেতা প্রজা ও ক্রেতা উভয়ে এবং প্রত্যেকে ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয়ের পরবর্ত্তী সময়ের খাজনার জন্য দায়ীক থাকেন; কিন্তু রীতিমত বিক্রয়ের নোটিশ ভূম্যধি-কারীকে দেওয়া হইলে ঐরূপ উভয়ে দায়ীক হইবেক না।*

## বাব্ সম্বন্ধে।

৩। নির্দ্দিষ্ট খাজনা ব্যতীত নানাপ্রকার বাব্ প্রজার নিকট ভূম্যধিকারী পাইবার অধিকারী নহে। যদ্যপি ঐরূপ বাব্ প্রজা নিজে ভূম্যধিকারীকে দিতে স্বীকার করে এবং তজ্জন্য লিখিত চুক্তি

---

* যে সকল স্থানে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব দেশাচার মতে হস্তান্তরযোগ্য, সে সকল স্থানে বিক্রয়কালে ভূম্যধিকারীর সম্মতি আবশ্যক করে না, বিক্রয়ের পর ভূম্যধিকারীকে নোটিশ দিলেই বিক্রেতা প্রজা পরবর্ত্তী সময়ের খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু যে সকল স্থানে দেশাচার মতে কৃষি-প্রজার দখলিসত্ত্ব হস্তান্তরযোগ্য নহে, সে সকল স্থানে বিক্রেতা প্রজার নিকট হইতে ভূম্যধিকারী বিক্রয়ের নোটিশ পাইলেও ক্রেতাকে প্রজা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন এবং ক্রেতার ঐ জমিতে কোন সত্ত্ব জন্মে না।

করে তাহা হইলেও প্রাপ্য খাজনা সওয়ায় অতিরিক্ত বাব্ ভূম্যধি-কারী আইন অনুসারে আদায় করিবার অধিকারী নহেন।

৪। ভূম্যধিকারী অন্যায়মতে প্রাপ্য খাজনার অতিরিক্ত টাকা বা ফসল আদায় করিলে, ঐরূপ অন্যায়মতে আদায় করিবার পর ছয়মাস মধ্যে, ঐ অতিরিক্ত আদায়ী টাকা বা ফসল ফেরত পাইবার নিমিত্ত, প্রজা নালিশ করিতে পারেন, এবং এতদ্ব্যতিরেকে যে টাকা ভূম্যধিকারীর প্রতিকূলে জরিমানা স্বরূপ ডিক্রী দেওয়া আদালতের বিবেচনায় ন্যায্য বোধ হয় তাহা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু দুইশত টাকার ঊর্দ্ধ প্রজা জরিমানা স্বরূপে দাবি করিতে পারে না; অথবা যদি অতিরিক্ত আদায়ী টাকার দ্বিগুণ বা ফসলের মূল্যের দ্বিগুণ দুইশত টাকার ঊর্দ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই দ্বিগুণ টাকার বেশী প্রজা জরিমানা স্বরূপে দাবি করিতে পারেন না।

উদাহরণ ১। জমিদার নবীনচন্দ্র রায় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে আপন তালুকের প্রজাগণের নিকট হইতে তাহাদিগের দেয় খাজনার অতিরিক্ত প্রতি টাকায় চারি আনা হিসাবে একটী বাব্ আদায় করিবার জন্য তহশিলদার গোমস্তাদিগকে আদেশ দিয়া-ছিলেন এবং যে প্রজা সেই আদেশমত ঐ বাব্ না দিবে তাহাকে পীড়ন করিবার অনুমতি করেন। প্রজাগণের মধ্যে ভয়ে ভয়ে কেহ কেহ ঐ বাব্ আদায় দিয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গতিপন্ন প্রজা একমত হইয়া ঐ বাবের প্রতিকূলে নালিশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। যে কয়েকজন ভীরু প্রজা জমিদারের ভয়ে ঐ বাব্ দিয়া গোমস্তার নিকট পৃথক রসিদ লইয়াছিল তাহাদিগকে দলে আনিয়া ঐ জমিদারের নিকট হইতে ঐ আদায়ী বাব্ ফেরত পাইবার এবং

জরিমানা স্বরূপে ঐ আদায়ী বাবের দ্বিগুণ টাকা পাইবার প্রার্থনায় তাহারা উপযুক্ত আদালতে নালিশ উপস্থিত করিল।

উভয় পক্ষে তুমুল মোকর্দ্দমা চলিল। সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়া আদালত ঐ সমস্ত দাবি ঐ জমিদারের বিরুদ্ধে ডিক্রি দিলেন।

উদাহরণ ২। উপরোক্ত জমিদার প্রজাগণের নিকট হইতে সরঞ্জামি খরচা বলিয়া প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে একটী বাব্ বহুদিবস আদায় করিয়া আসিতেছিলেন। অনেকদিন ঐ বাব্ প্রচলিত থাকা হেতু প্রজাগণের আপত্তি দেখা যাইত না। উপরোক্ত বিবাহের বাব্ সম্বন্ধে প্রজাগণের সহিত বিবাদ হওয়ায়, উকীলগণের পরামর্শে সরঞ্জামি বাব্ ফেরতের নালিশও প্রজাগণ একসঙ্গে উপস্থিত করেন, এবং বহুকালের আদায়ী বাব্ আদালতের সুবিচারে উঠিয়া গেল।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম।

## জোত এস্তফা করা এবং জোত ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়া।

১। যে কৃষিপ্রজা আপন দখলি জমি কোন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদতক দখল করিবার চুক্তি করে নাই, সেই প্রজা যে কোন (চাষের) বৎসরের শেষে আপন জোতের জমি ছাড়িয়া দিতে বা ইস্তফা করিতে

পারে। কিন্তু সেই জোত ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়, ঐ সময়ের অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে, ভূম্যধিকারীকে নোটিশ দ্বারা না জানাইলে, পরবৎসরের খাজনা সম্বন্ধে যদি ভূম্যধিকারীর কোন ক্ষতি হয় তবে প্রজা সেই ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবে। এইরূপ নোটিশ কৃষিপ্রজা উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতের দ্বারা জারি করাইতে পারে।

২। কৃষিপ্রজার জোত কাহারও নিকট রেজেষ্টরিযুক্ত দলিলের দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে, যে ব্যক্তির নিকট ঐ জোত আবদ্ধ থাকে সে ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে ঐ জোত এস্তফা আইন অনুসারে সিদ্ধ হইতে পারে না।

৩। ভূম্যধিকারীকে কোন নোটিশ না দিয়া তাঁহার প্রাপ্য খাজনার বন্দোবস্ত না করিয়া, যদ্যপি কৃষিপ্রজা আপন বসতবাটী হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইয়া যায়, এবং তাহার জোতের জমি সে বৎসর তৎকর্ত্তৃক বা অপর কাহারও কর্ত্তৃক চাষ আবাদ করা না হয়, তাহা হইলে প্রজা পলাতক হওয়া সম্বন্ধে নোটিশ কালেক্টরি আদালত দ্বারা রীতিমত জারি করাইয়া, ভূম্যধিকারী ঐ জমি খাস দখলে আনিতে পারেন অথবা অপরকে বিলি করিতে পারেন।

৪। প্রজা পলাতক হওয়া সম্বন্ধে নোটিশ কালেক্টরি আদালত কর্ত্তৃক রীতিমত প্রচারিত হওয়ার পর দুই বৎসর মধ্যে ঐ পলাতক কৃষিপ্রজা আপন জোতের জমি পুনরায় দখল পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে দখলিসত্ত্ব-বিহীন কৃষিপ্রজাকে ঐ নোটিশ প্রচারের ছয়মাস মধ্যে নালিশ করিতে হইবে। যদ্যপি ইহা সন্তোষজনক রূপে প্রমাণ হয় যে

প্রজা ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইয়া যায় নাই তাহা হইলে আদালত ঐ জমি প্রজাকে পুনর্দখল পাইবার আদেশ দিতে পারেন।

৫। পলাতক প্রজাকে তাহার জোত পুনর্দখল দিবার সময়, আদালত, পূর্ব্বেকার যে খাজনা বাকী রাখিয়া ঐ প্রজা পলাইয়াছিল সেই খাজনা আদায় সম্বন্ধে, এবং ঐ পলায়নে কাহারও ক্ষতি হইয়া থাকিলে সেই ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে, যথাবিহিত আদেশ করিতে পারেন।

৬। যে স্থলে রেজেষ্টরিযুক্ত পাট্টাদ্বারা পলাতক প্রজার জোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফাবিলি করা থাকে, সে স্থলে ঐ জোতের জমি খাসদখল করিয়া লইবার পূর্ব্বে, পলাতক প্রজার দেয় বাকী খাজনা পরিশোধ করিয়া দিতে, এবং যে হারে ঐ প্রজা খাজনা দিত সেই হারে খাজনা আপন পাট্টার মিয়াদতক ভূম্যধিকারীকে সরবরাহ করিতে, কোর্ফাপ্রজা সম্মত আছে কি না, জানিবার জন্য একটী প্রস্তাব ভূম্যধিকারীকে করিতে হইবে। যদ্যপি কোর্ফাপ্রজা সেই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করে, অথবা উপযুক্ত সময় মধ্যে সম্মতি প্রকাশ করিতে অবহেলা করে, তাহা হইলে ঐ জোত সম্বন্ধে যে কোর্ফা পাট্টা আছে সেই পাট্টা ভূম্যধিকারী রদ করিতে পারেন এবং ঐ জোতের জমি খাসদখল করিয়া লইতে বা অপরকে বিলি করিতে পারেন।

---

## ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কৃষিপ্রজার জোত খরিদ।

কৃষিপ্রজার জোতের হিতার্থে বা ঐ জোত যে তালুকের অন্তর্গত সেই তালুকের হিতার্থে বাটী নির্ম্মাণ বা অন্য কোন সদুদ্দেশ্য

সাধনের জন্য, ঐ জোতের জমি খরিদ করিবার প্রার্থনায় ভূম্যধি-কারী দেওয়ানি আদালতে দরখাস্ত করিলে, এবং উক্ত উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত ও সন্তোষজনক এই মর্ম্মে কালেক্টর সাহেবের সার্টিফিকেট দাখিল করিলে, আদালত তাঁহাকে উক্ত জমি খরিদ করিবার অনুমতি দিতে পারেন। কিরূপ সর্ত্তে কৃষিপ্রজাকে ঐ জমি বিক্রয় করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য তাহার কোনপ্রকার ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি কিরূপে পূরণ করিতে হইবে, তাহা আদালত যে ভাবে ধার্য্য করিয়া দিবেন, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

---

## খাজনা আইনের ৮৮ ধারা।

## প্রজাইসত্ত্ববিভাগ।

১। কোন গাঁতিদার বা কৃষিপ্রজার জোত ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতীত বিভাগ হইতে পারে না। যদ্যপি প্রজাগণ আপনাদিগের এজমালি ভোগদখলী জোত বা জমা আপন আপন প্রাপ্য অংশ অনুসারে বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে সেই বিভাগ মত খাজনা লইতে, এবং পৃথক্ পৃথক ব্যক্তিকে সেই বিভক্ত জমার প্রজাস্বরূপে স্বীকার করিয়া লইতে ভূম্যধিকারী আইন অনুসারে বাধ্য নহেন। তিনি সকলকেই একত্রে মোট জমার দায়ীক করিতে পারেন।

উদাহরণ। জমিদার বিপিনকৃষ্ণ রায়ের অধীনে হলধর মণ্ডল ৪০/ চল্লিশ বিঘা জমি চল্লিশ টাকা জমা বন্দোবস্তে লইয়া বহুদিন সেই জমা সরবরাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র পিতার মৃত্যুর পর

কিছুদিন ঐ জমা এজমালিতে ভোগ করিয়া আপোশে প্রত্যেকে দশবিঘা হিসাবে তুল্য অংশে বিভাগ করিয়া লয়েন, এবং প্রত্যেকে দশ টাকা হিসাবে খাজনা দিবেন এরূপ চুক্তি করেন। জমিদার ঐ বিভাগে লিখিত সম্মতি দেন নাই। তিনি ঐ জমা চারি তুল্য অংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের নামে পৃথকরূপে দশ টাকা হিসাবে জমা পত্তন করিতে সম্মত হইলেন না। হলধরের পুত্রগণ প্রত্যেকে ঐ বিভাগ অনুসারে পৃথক পৃথক দশ টাকার দাখিলা বা কবজ না পাইলে খাজনা দিতে সম্মত হইলেন না। এই বিবাদে তিনবৎসর কাল ঐ জমার খাজনা আদায় হইল না; একারণ জমিদার বিপিনকৃষ্ণ ঐ চারি পুত্রের নামে উক্ত মোট জমার প্রাপ্য বাকী খাজনা ও তাহার সুদের দাবিতে নালিশ উপস্থিত করিলেন। একত্রে নালিশ চলিতে পারে না বলিয়া এবং যেরূপে অকারণ খাজনা বাকী পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া পুত্রপ্রতিবাদীগণ দাবি ডিস্‌মিস্ হইবার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু খাজনা আইনের ৮৮ ধারামতে জমিদারের লিখিত সম্মতি ভিন্ন জমা বিভাগ হইতে পারে না, এই কারণে সমস্ত দাবি ডিক্রি হইল এবং প্রত্যেকে দাবিকৃত সমস্ত খাজনার দায়ীক থাকা সাব্যস্থ হইল।

---

## খাজনা আইনের ৮৯ ধারা।

## প্রজার জোত উচ্ছেদ।

১। আদালতের আদেশ (ডিক্রি) ভিন্ন কোন প্রজাকে তাহার দখলি জমাভুক্ত জমি হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রকাশে তাড়াইয়া দিতে পারেন না।

একসন মিয়াদে পাট্টা লইয়াও প্রজা আপন দখলি জমি আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া না দিলে ভূম্যধিকারী সেই জমি অপরকে বিলি করিতে বা নিজে দখল করিয়া লইতে পারেন না। প্রজার দখলিসত্ব বা মৌরুসীসত্ব না থাকিলেও সামান্য ঠিকা প্রজার উচ্ছেদ ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে হইতে পারে না। আদালতে উচ্ছেদের নালিশ করিয়া ডিক্রি না পাইলে, ভূম্যধিকারী কোন প্রজাকেই জোত বরখাস্ত করিতে পারেন না।

---

## খাজনা আইনের ৯০ ধারামতে জরিপকার্য্য।

১। আপন এষ্টেট্ অথবা গাতিজমাভুক্ত জমি সকল ভূম্যধিকারী নিজে বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা জরিপ করিতে পারেন ও তজ্জন্য ঐ সমস্ত জমিতে গমনাগমন করিতে পারেন। যে জমির জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন খাজনা দিতে হয় না তৎসম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। এ বিষয়ে প্রজার সহিত অন্যপ্রকার চুক্তি না থাকিলে এই ধারার বিধান মতে ভূম্যধিকারীকে জরিপ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

২। সাধারণতঃ, ভূম্যধিকারী, প্রজার সম্মতি অথবা কলেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে একবারের অধিক জমি জরিপ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে ;—

(ক) যে স্থলে জলমগ্ন হওয়া হেতু অথবা জল অপসারিত হওয়া

হেতু, প্রতিবৎসর জমির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং জমির পরিমাণ অনুসারে দেয় খাজনা নিরূপিত হয়

(খ) যে স্থলে প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের জমি চাষ আবাদ করা হয়, এবং যে পরিমাণ জমি চাষ আবাদ করা হয়, সেই পরিমাণ অনুসারে দেয় খাজনা নিরূপিত হয়।

(গ) যদি ভূম্যধিকারী নীলামে অথবা অন্য কোন রূপে, বিক্রে-তার স্বেচ্ছাকৃত হস্তান্তর পত্র ব্যতিরেকে, কোন জমি খরিদ করিয়া থাকেন, এবং তদনুসারে উক্ত জমির দখল পাওয়ার পর দুইবৎসর অতীত না হইয়া থাকে।

৩। খাজনা আইনের বিধান অনুসারে ভূম্যধিকারী দেওয়ানি আদালতে জরিপ প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলে, প্রজার প্রতি জমির সীমানা ও চৌহদ্দী দেখাইয়া দিবার ও জরিপ কালে উপস্থিত থাকিবার আদেশ হইবে। সেই আদেশ সত্ত্বেও যদ্যপি জরিপকালে প্রজা উপস্থিত না হয় এবং জমির সীমানা প্রভৃতি দেখাইয়া না দেয়, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী ঐ সময়ে সেই প্রজার জমাভুক্ত জমির যে ম্যাপ প্রস্তুত করিবেন অথবা জমির চৌহদ্দী প্রভৃতি সম্বন্ধে যে চিঠা প্রস্তুত করিবেন তাহা প্রকৃত বা ভ্রমশূন্য বলিয়া পরিগণিত বা অনুমিত হইবে।

---

## ম্যানেজার।

১। কোন এষ্টেট্ বা গাতিজমার কর্তৃত্ব (ম্যানেজমেণ্ট) সম্বন্ধে ঐ সম্পত্তির অংশীদারগণের মধ্যে অনৈক্য বা বিবাদ থাকিলে, কোন একজন অংশীদারের দরখাস্তমতে, অথবা কালেক্টর সাহেবের

প্রার্থনামতে, জেলার জজ সাহেব ঐ এষ্টেটের বা গাতিজমার আদায় তহশিলাদি ম্যানেজমেণ্টের জন্য একজন কমন্ ম্যানেজর অর্থাৎ সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে কিনা জানিবার নিমিত্ত প্রত্যেক অংশীদারকে নোটিশ দিতে পারেন। কিন্তু যে অংশীদারের নাম ও অংশ সন ১৮৭৬ সালের Land Registration Act নামক আইনের বিধান অনুসারে রেজষ্টারি করা হয় নাই;এবং যে অংশীদারের আপন প্রাপ্য অংশে দখল নাই সেই অংশীদারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

২। উপরোক্ত বিধান অনুসারে নোটিশ জারি করা হইলে পর একমাস মধ্যে এষ্টেটের কোন অংশীদার কোনরূপ আপত্তি না করিলে, কোন এক ব্যক্তিকে কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার জন্য জজ সাহেব তাহাদিগকে আদেশ করিতে পারেন। অংশীদারদিগের মধ্যে যাহারা ঐ আদেশের পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই তাহাদিগকে ঐ আদেশের নকল দেওয়া হইবেক।

৩। উক্তরূপ আদেশের নকল দেওয়ার পর হইতে এক মাস বা তদধিক যে সময় জজ সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তন্মধ্যে যদ্যপি অংশীদারগণ আপনাদিগের সম্পত্তির কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত না করেন, অথবা সম্পত্তি ম্যানেজমেণ্টের কোন সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা হইতেছে ইহা যথেষ্টরূপে প্রমাণ না করেন, তাহা হইলে জেলার জজ, কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের জিম্মায় অথবা কোন এক ব্যক্তির ম্যানেজমেণ্টে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারেন। যদ্যপি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃত্ব করিতে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত করা যাইতে পারে, নতুবা নহে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন এক ব্যক্তি সেই প্রদেশের ঐরূপ

এষ্টেটের কমন্ ম্যানেজার নিযুক্ত থাকিলে, জেলার জজ সাহেব ঐ ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদ্যপি অংশীদারদিগের মধ্যে কোন এক অংশীদারকে কমন্ ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত করা জজ সাহেব উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বোধ করেন, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমন্ ম্যানেজারকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে তিনি বাধ্য নহেন।

৪। অংশীদারগণ সমবেত হইয়া আপনাদিগের এজমালি এষ্টেট্ সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিতে পারেন, কমন্ ম্যানেজারের সেই সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ( Control ) থাকিবে। সম্পত্তি সম্বন্ধে রীতিমত হিসাব রাখিতে, এবং অংশীদারগণকে বা তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একজনকে ঐ হিসাব দেখিতে দিতে এবং হিসাবের নকল দিতে কমন্ ম্যানেজার বাধ্য। জেলার জজের আদেশমত তাঁহার নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ফরমে কমন্ ম্যানজারকে হিসাব পাঠাইতে হইবে। এবং জজের আদেশ ভিন্ন অন্য কোনরূপে তাঁহাকে কেহ পদচ্যুত করিতে পারিবেন না।

কমন্ ম্যানেজারের হস্ত হইতে অংশীদারগণের উপর তাহাদিগের এষ্টেট্ ম্যানেজমেণ্টের ভার পুনরর্পণ করিবার ক্ষমতা জজ সাহেব ভিন্ন অপর কাহারও নাই। তাহাদিগকে এজমালি এষ্টেট্ ম্যানেজ করিবার উপযুক্ত বোধ করিলে তিনি ঐ এষ্টেট্ পূর্ব্বমত তাহাদিগের দখলে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন।

---

# নবম অধ্যায়।

## জরিপজমাবন্দী, সত্ত্বের চিটা এবং খাজনা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে।

১। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট সাহেবের অনুমতি না লইয়াও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, ভূম্যধিকারীদিগের অথবা অধীনস্থ প্রজাদিগের প্রার্থনায়, তাহাদিগের দখলি জমি সকল জরিপ করিবার ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক তাহা রেকর্ড করিবার অর্থাৎ লিখিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারেন, এবং আবেদনকারা-গণ আবশ্যকীয় খরচা জমা দিলে, তজ্জন্য কোন রেভিনিউ অফি-সারকে নিযুক্ত করিতে পারেন। যে স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারী-দিগের বিবাদ মীমাংসা বা নিবারণার্থ ঐরূপ জরিপ ও সত্ত্বের চিটা প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়, সে স্থলেও বড়লাটের অনু-মতি না লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, জরিপাদি কার্য্যের জন্য জনৈক রেভিনিউ অফিসার ( রাজস্ব কর্ম্মচারী ) নিযুক্ত করিতে পারেন।

২। উপরোক্ত প্রকারে নিযুক্ত রেভিনিউ অফিসার কর্ত্তৃক যে রেকর্ড বা চিটা প্রস্তুত হইবে তাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার নাম, কোন্ শ্রেণীর প্রজা, প্রজার দখলি জমির ঠিকানা, চৌহদ্দী ও পরিমাণ, প্রজার কিরূপ সত্ব, প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইবে।

৩। প্রজার দেয় খাজনার পরিমাণ নিরুপণ কালে রেভিনিউ অফিসার প্রজা যে খাজনা দিয়া থাকে তাহাই ন্যায্য খাজনা এইরূপ

অনুমান করিতে পারিবেন। অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক বা অল্প পরিমাণ খাজনা ন্যায্য বলিয়া প্রমাণ না হইলে ঐ অনুমান প্রবল থাকিবে।

৪। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক জরিপজমাবন্দী কার্য্যের জন্য কোন রেভিনিউ অফিসার নিযুক্ত হইলে, ভূম্যধিকারী বা প্রজার প্রার্থনা মতে তিনি প্রজার দেয় ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন অর্থাৎ প্রজার পূর্ব্বেকার দেয় খাজনা হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া জমা বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কিন্তু দেওয়ানি আদালত কর্ত্তৃক বিচারের জন্য খাজনা আইনে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধান আছে, সেই সমস্ত বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেভিনিউ অফিসারকে প্রজাদিগের দেয় খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হইবে।

৫। রেভিনিউ অফিসার কর্ত্তৃক জরিপজমাবন্দী কার্য্য সমাধা করা হইলে তৎকত্তৃক যে রেকর্ডের মুসবিদা প্রস্তুত হইবেক, সেই মুসবিদা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সকলের গোচরার্থে তাঁহাকে প্রচার করিতে হইবে; এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঐ রেকর্ড লিখিত বিষয় সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি হইবেক সেই সমস্ত আপত্তির মীমাংসা করিতে হইবে।

উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে রেভিনিউ অফিসার চুড়ান্ত জরিপজমা-বন্দীর চিটা (রেকর্ড) প্রচার করিয়া দিবেন। চুড়ান্ত রেকর্ড অর্থাৎ জরিপজমাবন্দীর চিটা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি হইবেক তাহার বিচার ঐ রেভিনিউ অফিসার করিবেন এবং সেই বিচারের আপিল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত বিশেষ বিচার কর্ত্তার নিকট হইবেক এবং সেই আপিলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আপিল হইতে পারিবে।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে রেভিনিউ অফিসার কর্ত্তৃক উপরোক্তরূপে জরিপজমাবন্দী কার্য্য সমাধান্তে যে রেকর্ড বা চিটা প্রস্তুত হইবেক তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাটের দ্বারা মঞ্জুর না হইলে কার্য্যকর বা সিদ্ধ হইবেক না।

---

# দশম অধ্যায়।

---

## ডিস্‌ট্রেন বা ফসলক্রোক।

১। সকলেই অবগত আছেন যে, ভূম্যধিকারী প্রজার প্রতিকূলে বাকীখাজনার নালিশ করিয়া ডিক্রি প্রাপ্ত হইলে সেই ডিক্রি জারি করিয়া নানাবিধ উপায়ে ঐ ডিক্রিভুক্ত বাকীখাজনা আদায় করিতে পারেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষিবৎসরের খাজনা পাওনা থাকিলে বাকীখাজনার দাবিতে নালিশ না করিয়া, আদালতের সাহায্যে বাকীপড়া জমির উৎপন্ন ফসলাদি খাজনা আইনের ১২১ ধারামতে আটক করিয়া ভূম্যধিকারী কৃষিপ্রজার নিকট হইতে ঐ খাজনা আদায় করিতে পারেন। এইরূপ উৎপন্ন ফসল আটক করাকে ইংরাজীতে ডিস্‌ট্রেন কহে।

২। যদি বাকী পড়া জমার উপরিস্থিত ফসলাদি কাটা না হইয়া থাকে, অথবা জোতের জমির উৎপন্ন ফসল যদ্যপি কাটা হইয়া ঐ জমাভুক্ত জমিতে বা তাহার নিকটবর্ত্তী ভদ্রাসন বাটীর খামারে রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ফসল ডিস্‌ট্রেন হইতে পারে। প্রজা ফসল কাটিয়া ও মাড়িয়া গোলাজাত করিলে বা আপন বাটীতে আনিয়া রাখিলে ঐরূপে ডিস্‌ট্রেন হইতে পারে না।

৩। যদ্যপি ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি অনুসারে কৃষিপ্রজা আপন জমাভুক্ত জমি বা তাহার কোন অংশ অপর কৃষিপ্রজাকে কোর্ফা বিলি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কোর্ফা প্রজার দখলি জমির উৎপন্ন ফসলাদি ডিস্‌ট্রেন হইতে পারে না।

৪। কৃষিপ্রজার নিকট হইতে বাকীখাজনার জন্য যদ্যপি কোন জামিন লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রজা কর্ত্তৃক উৎপন্ন ফসলাদি ভূম্যধিকারী ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন না।

৫। পূর্ব্ববর্ত্তী এক কৃষিবৎসরের অতিরিক্ত সময়ের খাজনা আদায়ের জন্য ভূম্যধিকারীর ডিস্‌ট্রেন করিবার ক্ষমতা নাই।

৬। যে সকল ভূম্যধিকারীর নাম Land Registration Act অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের সাত আইন মতে কালেক্টরিতে রেজেষ্টারি করা হয় নাই তাহাদিগের ডিস্‌ট্রেন করিবার ক্ষমতা নাই।

৭। দেওয়ানি কার্য্য বিধি আইনের ৪৮৫ ধারামতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য, নালিশ ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে, যেরূপ দেন্দারের সম্পত্তি এন্তাকাল ক্রোক * করা যাইতে পারে, সেইরূপ বাকী খাজনার দাবিতে নালিশ করিয়াও ভূম্যধিকারী অধীনস্থ কৃষিপ্রজার জোতের উৎপন্ন ফসল অথবা অন্য কোন সম্পত্তি ঐ ধারামতে এন্তাকাল ক্রোক করিতে পারেন। কিন্তু খাজনা আইনের ১২১ ধারামতে ডিস্‌ট্রেন করিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র। কৃষিপ্রজার জোতের জমিতে যে ফসলাদি বর্ত্তমান থাকে অথবা কাটা হইয়া খামারে

---

এন্তাকাল ক্রোক—

* পাওনা টাকার বাবত নালিশ করিয়া ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে, দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ৪৮৫ ধারামতে প্রতিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্রোক করাকে এন্তাকাল ক্রোক কহে।

থাকে, সেই ফসলাদি কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী এক বৎসরের খাজনার জন্য ডিস্‌ট্রেন করা যাইতে পারে। কিন্তু এক বৎসরের অধিক সময়ের খাজনা আদায় করিতে হইলে, অথবা কৃষিপ্রজা শস্যাদি কাটিয়া ও মাড়িয়া গোলাজাঁত করিয়া রাখিলে, ভূম্যধিকারী ফসল ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন না, কেবল প্রজার শস্য বা অন্য সম্পত্তি বাকী খাজনার ডিক্রিজারিতে ক্রোক করিতে পারেন অথবা ডিক্রির পূর্ব্বে এস্তাকাল ক্রোক করিতে পারেন।

উদাহরণ ১। কৃষিপ্রজা রামহরি ঘোষের জোতের চারি বন্দ জমির মধ্যে এক বন্দ কলেমদ্দি মণ্ডলকে উক্ত রামহরি ঘোষের জমিদারের লিখিত সম্মতি অনুসারে কোর্ফা বিলি করা হইয়াছিল। রামহরি ঘোষের দেয় এক বৎসরের খাজনা আদায় নিমিত্ত উক্ত কোর্ফা প্রজা কলমদ্দির দখলি এক বন্দের উৎপন্ন ফসল জমিদার ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন না। আর রামহরি ঘোষের নিকট তিন বৎসরের খাজনা পাওনা থাকিলে, জমিদার বাকী তিন বন্দের ফসল ও উক্ত তিন সনের খাজনার জন্য ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন না। তাঁহাকে তিন সনের খাজনার দাবিতে রীতিমত বাকীখাজনার নালিশ করিতে হইবে এবং দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে যদ্যপি এস্তাকাল ক্রোক করিবার হেতু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিন বন্দ জমির ফসল এস্তাকাল ক্রোক করিতে পারিবেন, নতুবা ডিক্রি পাইবার পর ডিক্রি জারিতে ফসল বা অন্য সম্পত্তি ক্রোক ভিন্ন ঐ খাজনা আদায়ের অন্য উপায় জমিদারের নাই।

উদাহরণ ২। উক্ত রামহরি ঘোষের জোতর চারি বন্দের মধ্যে আর এক বন্দ রামহরি বিশ্বনাথ মণ্ডলকে কোর্ফা বিলি করিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারের লিখিত সম্মতি অনুসারে ঐ জমি

বিলি করা হয় নাই এ কারণ ঐ বিশ্বনাথের দখলি বন্দের ফসল জমিদার পূর্ব্ববর্ত্তী এক বৎসরের খাজনা আদায় জন্য ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন।

৮। কৃষিপ্রজার জোতের জমির ফসল বা উৎপন্ন ফলমূলাদি ডিস্‌ট্রেন করিবার জন্য খাজনা আইনের ১২১ ধারামতে আদালতে দরখাস্ত করিতে হইলে ঐ দরখাস্তে যে সকল বিবরণ লিখিতে হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ;—

(ক) যে জোতের উৎপন্ন ফসলাদি বাকীখাজনার জন্য ডিস্‌ট্রেন করা হইবে, সেই জোতের অন্তর্গত জমির চৌহদ্দী, অথবা যাহাতে ঐ জোতের জমির ঠিকানা করিতে পারা যায় এরূপ কোন বিবরণ ;

(খ) প্রজার নাম ;

(গ) কতদিনের বাকীখাজনার দাবিতে ডিসট্রেন করা হইবে ;

(ঘ) দাবিকৃত বাকীখাজনা ও শুদের পরিমাণ ; যদ্যপি পূর্ব্ববর্ত্তী এক কৃষিসনের খাজনার অতিরিক্ত টাকা দাবি করা হয় তাহা হইলে কোন্ চুক্তি বা কার্য্যপ্রণালী অনুসারে ঐ অতিরিক্ত টাকা প্রাপ্য হইতেছে ;

(ঙ) যে ফসল বা উৎপন্ন দ্রব্য ডিস্‌ট্রেন করা হইবে, তাহার বিবরণ ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে ঐ ফসলাদি পাওয়া যাইবে সেই স্থানের নাম' অথবা যাহাতে ঐ ফসলাদির ঠিকানা করা যাইতে পারে, এরূপ কোন বিবরণ ;

(ছ) যদ্যপি উৎপন্ন ফসলাদি জমির উপরেই থাকে, অর্থাৎ কাট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কোন্ সময়ে সেই ফসলাদি কাটা হইবে বা ক্ষেত্র হইতে আনা হইবে।

৯। দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধান অনুসারে বাদীকে যেরূপ আরজিতে সহি করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, উপরোক্ত ডিসট্রেন করিবার দরখাস্তেও সেইরূপ দরখাস্তকারীকে সহি করিতে, ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়। এই দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়, দরখাস্তকারী আপন দরখাস্তের প্রমাণ স্বরূপ আবশ্যকীয় দলিলাদি আদালতে দাখিল করিবেন।

১০। ডিস্‌ট্রেনের দরখাস্ত দাখিল হইবার পর আদালত কর্ত্তৃক-ডিস্‌ট্রেনের হুকুম বাহির হইলে আদালতের পরওয়ানা লইয়া যে কর্ম্ম চারী ফসলাদি ডিস্‌ট্রেন করিতে যাইবেন, সেই কর্ম্মচারী, যে সমস্ত কারণে ডিস্‌ট্রেন করা হইতেছে, তাহার বিবরণ ও ডিস্‌ট্রেন খরচা সমেত বাকীখাজনার বাবত পাওনা টাকার দাবি, দেন্দার কৃষিপ্রজাকে অবগত করাইবার নিমিত্ত এক লিখিত নোটিশ জারি করিবেন।

দেন্দার কৃষিপ্রজা ব্যতীত যদ্যপি অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ ডিস্-ট্রেন কৃত ফসলাদির মালিক বলিয়া বিবেচনা হয় তাহা হইলে তৎ-প্রতিও ঐ নোটিশ জারি করা হইবে।

১১। ডিসট্রেন করা হইলে পর, সেই ফসল রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত সময়ে কাটাই মাড়াই করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া দিতে যে কোন ব্যক্তি পারেন, তাহাতে কোন নিষেধ নাই, কিন্তু ডিস্‌ট্রেনকারী কর্ম্মচারী ঐ ফসলাদি যাহাতে তচ্ছ্রূপ না হয় এজন্য তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এবং যদ্যপি উপযুক্ত সময় মধ্যে অন্য ব্যক্তি দ্বারা কাটাই মাড়াই করা না হয় তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারী ঐ সমস্ত কার্য্য করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অথবা যে শস্য ভাণ্ডারে বা স্থানে ঐ ফসলাদি চিরকাল রাখা হইয়া থাকে তথায় রাখিয়া দিবেন।

১২। দাবিকৃত বাকীখাজনা ও ডিস্‌ট্রেন খরচা পরিশোধ করিয়া না দিলে ডিস্‌ট্রেনকৃত ফসলাদি নীলাম করিবার জন্য উক্ত কর্ম্মচারী রীতিমত ঘোষণা করিয়া দিবেন। যে সকল ফসল বা ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে গেলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সে সকল ফসলাদি জমিতে থাকিতে থাকিতে নীলাম করা হইবে এবং নীলাম খরিদার নিজে ঐ জমিতে গিয়া সেই ফসলাদি লইতে পারিবেন।

১৩। যে কর্ম্মচারী কর্তৃক ডিস্‌ট্রেনকৃত ফসলাদি নীলাম করা হয়, সেই কর্ম্মচারী বা তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী নিজে বা অপরের দ্বারা ঐ ফসলাদি খরিদ করিতে পারিবেন না।

১৪। ডিস্‌ট্রেন করিবার পর দেন্দার প্রজা বা ঐ ফসলাদির মালিক অন্য কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনার দাবি ও খরচা আদালতে বা ডিস্‌ট্রেনকারী কর্ম্মচারীর নিকট আমানত করিলে ডিস্‌ট্রেণ উঠাইয়া লওয়া হইবে, অর্থাৎ ফসলাদি খালাস পাইবে। এরূপ স্থলে আদালত বা ডিস্‌ট্রেনকারী অফিসার আমানতকারী প্রজাকে ঐ টাকার রসিদ দিবেন।

১৫। টাকা আমানতের পর এক মাস অতীত হইলে ডিস্‌ট্রেনকারী ভূম্যধিকারী আপন প্রাপ্য টাকা আদালত হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু যদ্যপি ইতিমধ্যে ঐ ফসলাদির মালিক ডিসট্রেন আইন বিরুদ্ধ উল্লেখে ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবিতে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ আমানতী টাকা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইবে না।

১৬। যদ্যপি দেন্দারের অধীনস্থ কৃষিপ্রজা ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য টাকা ও খরচা আমানত করেন, তাহা হইলে ঐ টাকা

তাহার দেয় খাজনা হইতে বাদ যাইতে পারে। এবং যদ্যপি ঐ কোর্ফা প্রজার অধীনস্থ প্রজা ঐ টাকা আমানত করেন, তাহা হইলে তিনিও আপন দেয় খাজনা হইতে ঐ টাকা বাদ দিতে পারেন, এবং সেই অধীনস্থ প্রজা আপন দেয় খাজনা অর্থাৎ দেনদারের প্রাপ্য খাজনা হইতে ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারেন।

১৭। যদ্যপি আমানতকারী প্রজা আপন দেয় খাজনা হইতে ঐ টাকা বাদ না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই টাকা পাইবার দাবিতে তিনি দেন্দার প্রজার প্রতিকূলে নালিশ করিতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা নাই।

উদাহরণ। ভূম্যধিকারী তারিণীচরণ বসুর অধীনে কৃষিপ্রজা হরেকৃষ্ণ মাইতি ২০ বিঘা জমি চাষ আবাদ করিত। ঐ বিশ বিঘার মধ্যে হরেকৃষ্ণ ১২ বিঘা জমি মধুসূদন দাসকে ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে কোর্ফা বিলি করে, এবং মধূ আপন জোতের অন্তর্গত পাঁচ বিঘা জমি রমজান মণ্ডলকে চাষ আবাদ করিবার জন্য বিলি করে। হরেকৃষ্ণের নিকট তাহার দেয় এক বৎসরের খাজনা ২০ টাকা বাকি পড়ায়, ভূম্যধিকারী তারিণী চরণ আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার জোতের উৎপন্ন ফসল ডিস্ট্রেন করিবার হুকুম বাহির করিলেন, এবং ঐ জোতের অন্তর্গত অন্য সব জমিতে ভাল ফসল না থাকায় রমজান মণ্ডলের জোতের উৎপন্ন ফসল ডিস্ট্রেন করা হইল। কিন্তু ঐ ফসল নীলাম হইবার পূর্ব্বে রমজান ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা ২০ টাকা ও ডিস্ট্রেন খরচা আমানত করায় ডিস্ট্রেন উঠাইয়া লওয়া হইল। ঐ টাকা রমজান তাহার নিকট মধুসূদনের প্রাপ্য খাজনা হইতে বাদ দিতে পারে, এবং মধুসূদনও তাহার নিকট হরেকৃষ্ণের প্রাপ্য খাজনা

হইতে ঐ টাকা কাটিয়া লইতে পারে। এইরূপে আপন দেয় খাজনা হইতে বাদ না দিয়া রমজান নালিশ করিয়া হরেকৃষ্ণের নিকট ঐ টাকা আদায় করিতেও পারে।

১৮। ডিস্‌ট্রেন সম্বন্ধে দেওয়ানি আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল নাই; কিন্তু যাহার সম্পত্তি ডিস্‌ট্রেন করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি, আইন অনুসারে ডিস্‌ট্রেন হয় নাই অর্থাৎ ১২১ ধারার বিধান অনুসারে তাহার সম্পত্তি ডিস্‌ট্রেন হইতে পারে না বলিয়া ডিস্‌ট্রেনকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালিশ করিতে পারে।

---

## খাজনা আইনের ১৮৬ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি উপরি লিখিত খাজনা আইনের বিধান অনুসারে ডিস্‌ট্রেন না করিয়া অন্য উপায়ে কৃষিপ্রজার জোতের উৎপন্ন ফসল আটক করে, অথবা আইনসঙ্গত ডিস্‌ট্রেন কার্য্যে বাধা দেয় কিংবা ডিস্‌ট্রেনকৃত সম্পত্তি বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তরিত করে, অথবা এই আইনের বিধান ব্যতিরেকে কৃষিপ্রজাকে জোতের উৎপন্ন ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, বা স্থানান্তরিত করিতে না দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৭ ধারা অনুসারে ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাস্ ( Criminal Trespass ) অপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

---

# একাদশ অধ্যায়।

## বাকী খাজনার মোকর্দ্দমার বিচার বিষয়ক কার্য্যপ্রণালী।

১। প্রজার নিকট প্রাপ্য খাজনা আদায় না হইলে সেই বাকী খাজনার দাবিতে ও শতকরা মাসিক এক টাকা হিসাবে কিস্তিখেলাপী সুদের দাবিতে ভূম্যধিকারী আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রি পাইতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সকল শ্রেণীর প্রজা সম্বন্ধেই এই নিয়ম।

বাকীপড়া জমি যে আদালতের এলাকায় অবস্থিত সেই আদালতে বাকী খাজনার নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে, অন্য কোন আদালত নালিশ গ্রহণ করিবে না।

দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ৫০ ধারামতে আরজিতে যে সমস্ত বিবরণ দিতে হয়, বাকী খাজনার নালিশের আরজিতে, তদ্ব্যতীত যে জমির বাবত খাজনা পাওনা সেই জমির ঠিকানা, নাম ও চৌহদ্দী এবং পরিমাণ লিখিয়া দিতে হয়। যদ্যপি ভূম্যধিকারী বাকীপড়া জমির চৌহদ্দী ও পরিমাণ আদি আরজিতে লিখিয়া দিতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে ঐ জমির বিবরণ এরূপ ভাবে দিতে হইবে, যাহাতে বাকীপড়া জমির ঠিকানা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে। অনেক ভূম্যধিকারী প্রজার নিকট বহুকাল খাজনা পাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু যে জমির বাবত সেই খাজনা পান, সেই জমি কখন দেখেন নাই ও তাহার ঠিকানা করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে যাহার নামে ঐ জমা চলিয়া আসিতেছে সেই ব্যক্তির

নাম অথবা অন্য কোন বিবরণ দিয়া নালিশ করিলে সেই নালিশ একেবারে অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

২। নালিশের শমন প্রাপ্ত হইলে প্রজা প্রতিবাদী আদালতের অনুমতি ভিন্ন লিখিত বর্ণনাপত্র (জবাব) দিতে পারিবেন না।

৩। ভূম্যধিকারীর নিকট বাকীখাজনার ডিক্রী ক্রয় করিয়া ক্রেতা সেই ডিক্রী দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ২৩২ ধারামতে জারি করিতে পারেন না, অর্থাৎ এরূপ ডিক্রীবিক্রয় আইন অনু-সারে সিদ্ধ নহে ও আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু বাকী পড়া জমি সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীর সত্ব যদ্যপি ঐ ডিক্রীক্রেতাতে বর্ত্তে তাহা হইলে ঐ খরিদা ডিক্রী তৎকর্ত্তৃক জারি হইতে পারে; অর্থাৎ বাকী খাজনার ডিক্রীখরিদার ভূম্যধিকারীর নিকট সেই বাকীপড়া জমি খরিদ করিলে ঐ খরিদা ডিক্রী জারি সম্বন্ধে কোন বাধা হইতে পারে না।

৪। প্রজার প্রতিকূলে একটী বাকীখাজনার নালিশ উপস্থিত করিয়া সেই নালিশ রুজুর তারিখ হইতে তিনমাস মধ্যে ভূম্যধি-কারী সেই প্রজার বিরুদ্ধে ঐ জমির বাবতে বাকীখাজনার আর একটী নালিশ করিতে পারেন না। অর্থাৎ কোন জমি সম্বন্ধে একটী বাকীখাজনার নালিশ আদালতে উপস্থিত করিয়া সেই নালিশ রুজুর তারিখ হইতে তিন মাস অতীত না হইলে সেই জমির বাবতে প্রাপ্য খাজনার আর একটী নালিশ রুজু করিবার অধিকার ভূম্যধিকারীর নাই।

মাসিক কিস্তিতে খাজনা আদায়ের চুক্তি বা প্রথা থাকিলেও ভূম্যধিকারী প্রতিমাস অন্তে নালিশ করিবার অধিকারী নহেন। দুর্দ্দান্ত জমিদার দরিদ্র প্রজাকে উৎপীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে

উপর্য্যুপরি নালিশ করিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। বাকী খাজনার মোকদ্দমায় যদ্যপি প্রতিবাদী বাদীর সহিত প্রজা মণিব সম্বন্ধ থাকা অস্বীকার করেন, ও নালিশি জমির খাজনা অপর ব্যক্তি পাইয়া থাকেন, এবং দাবিকৃত সময়ের খাজনা সেই ব্যক্তির প্রাপ্য এই মর্ম্মে জবাব দেন, তাহা হইলে স্বীকৃত বাকী খাজনা আদালতে আমানত করা না হইলে এই জবাব আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু যদ্যপি স্বীকৃত বাকীখাজনা জমা না লইয়া প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করা আদালতের উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে যে কারণে আদালত জমা লওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা লিখিয়া বর্ণনাপত্র গ্রাহ্য করিতে পারেন।

স্বীকৃত বাকীখাজনা আদালতে আমানত হইলে, ঐ খাজনা যে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য বলিয়া জবাবে প্রকাশ করা হয়, তাহাকে আদালত হইতে ঐ খাজনা জমা হওয়ার নোটিশ দেওয়া হইবে।

স্বীকৃত ভূম্যধিকারী ঐ নোটিশ পাইবার তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে বাদীর প্রতিকূলে নালিশ করিয়া ঐ টাকা তাহাকে না দেওয়া হয়, এরূপ নিষেধাজ্ঞা বাহির না করিলে, বাদী দরখাস্ত করিয়া ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু বাদী ঐ টাকা আদালত হইতে উঠাইয়া লইলেও উক্ত স্বীকৃত ভূম্যধিকারী ঐ টাকা ফেরত পাইবার দাবিতে বাদীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

৬। যদ্যপি বাকীখাজনার মোকদ্দমায় বাদীর সহিত প্রজা মণিব সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিয়া প্রতিবাদী দাবিকৃত সময়ের প্রাপ্য খাজনার কিয়দংশমাত্র দেনা আছে বলিয়া জবাব দেন, তাহা হইলে

ঐ স্বীকৃত দেনা আদালতে জমা না দিলে, ঐ জবাব আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ থাকিলে সেই কারণ লিখিয়া আদালত ঐ জবাব গ্রহণ করিতে পারেন।

---

## খাজনা আইনের ১৫৫ ধারা।

১। (ক) যে উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যমত ব্যবহারের অনুপযোগী হয়, প্রজা এরূপ ভাবে জমি ব্যবহার করিলে, অথবা (খ) যে চুক্তি ভঙ্গ করিলে জোত উচ্ছেদ হইবার কথা থাকে প্রজা সেই চুক্তি ভঙ্গ করিলে, তাহার জোত উচ্ছেদের প্রার্থনায় নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক প্রজাকে একখানি নোটিশ দিতে হইবে। প্রজা জমির কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, অথবা কোন্ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, তাহা ঐ নোটিশে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে; এবং যে স্থলে প্রজার দোষের প্রতীকার হইতে পারে, সে স্থলে ঐ দোষের প্রতী-কারের এবং সর্ব্বত্র ন্যায়মত ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রজা নোটিশমত কার্য্য না করিলে, ভূম্যধি-কারী প্রজার প্রতিকূলে উপরোক্ত (ক) বা (খ) চিহ্নিত কারণে আদালতে জোত উচ্ছেদের নালিশ রুজু করিতে পারিবেন।

২। ঐ জোত উচ্ছেদের নালিশ ডিক্রি হইলে, সেই ডিক্রিতে আদালত, ভূম্যধিকারীকে প্রজা ক্ষতিপূরণ বাবত কত টাকা দিবে ও প্রজার দোষ প্রতীকারযোগ্য কিনা তাহা মীমাংসা করিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে ও প্রতীকার-যোগ্য দোষ হইলে আপন দোষের প্রতীকার করিতে প্রজাকে আদেশ দিবেন। যদ্যপি ডিক্রিলিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে, অথবা

আদালত কর্ত্তৃক সময় বৃদ্ধি করা হইলে, সেই বর্দ্ধিত সময় মধ্যে প্রজা ক্ষতিপূরণ বাবত টাকা দেয়, এবং প্রতীকারযোগ্য দোষ হইলে দোষের প্রতীকার করে, তাহা হইলে উচ্ছেদের ডিক্রি জারি হইবে না।

৩। উক্ত ক্ষতিপূরণের ও প্রতীকার করিবার সময় বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ কারণ দেখাইয়া প্রজা প্রার্থনা করিলে আদালত সময়ে সময়ে সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন।

৪। প্রজাকে তাহার জোতের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি প্রজা কর্ত্তৃক সেই জমিতে ফসল আবাদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দখল কালে ভূম্যধিকারী ঐ ফসলের মূল্য দিয়া ফসল সমেত জমি দখল করিতে পারেন। ঐ ফসলের মূল্য আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইতে পারে।

ঐ ফসল ভূম্যধিকারী খরিদ করিয়া না লইলে প্রজাকে ঐ ফসল উঠাইয়া লইবার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হইবে এবং যতদিন ফসল উঠাইয়া লওয়া না হয় ততদিন ঐ জমিতে দখলিকার থাকিতে দিতে হইবে।

৫। প্রজাকে তাহার জোতের জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া জমি দখল লইবার পূর্ব্বে, প্রজা কর্ত্তৃক জমি কেবল চাষ আবাদ করা থাকিলে, ভূম্যধিকারী ঐ চাষের খরচা প্রজাকে দিয়া জমি দখল করিতে পারিবেন। ঐ চাষের খরচা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইতে পারে।

উদাহরণ ১। ধান্যাদি ফসল চাষ করিবার সর্ত্তে, কৃষিপ্রজা কলেমদ্দি মণ্ডল, জমিদার রামহরি ঘোষের পাঁচ বিঘা জমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে পাট্টা করিয়া লইয়াছিল, এবং তদবধি কলেমদ্দি ঐ

জমি চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছিল। অনন্তর ইটের ব্যবসা করিবার অভিপ্রায়ে কলেমদ্দি ঐ জমির নানাস্থানে খাদ করিয়া বিস্তর ইট প্রস্তুত করিল, সুতরাং ঐ জমি চাষ আবাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িল। তাহাতে জমিদার রামহরি ঘোষ ঐ জমি হইতে কলেমদ্দির জোত উচ্ছেদ করিবার জন্য খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে এই মর্ম্মে কলেমদ্দিকে নোটিশ দিলেন যে তাহাকে দুইমাস মধ্যে খাদ ভরাট পূর্ব্বক ঐ জমি পূর্ব্বমত সমতল ও চাষের যোগ্য করিয়া দিতে হইবেক, এবং ঐ জমির উক্তরূপ অপব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুই শত টাকা দিতে হইবেক। *

কলেমদ্দি ঐ নোটিশ পাইয়া, খাদ ভরাট করিবার ও ক্ষতি-পূরণের টাকা দিবার কোন চেষ্টা না করায়, ঐ নোটিশলিখিত মিয়াদ অন্তে জমিদার রামহরি ঘোষ আদালতে কলেমদ্দির নামে জোত উচ্ছেদের নালিশ উপস্থিত করিলেন। যদিও কলেমদ্দি সেই মোকদ্দমায় জবাব দিয়া যাহাতে জোত উচ্ছেদ না হয় এরূপ বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল, তথাচ আদালত সেই মোকদ্দমায় এরূপ আদেশ করিলেন, যে ডিক্রির তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে ঐ সমস্ত খাদ ভরাট করিয়া না দিলে ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূম্যধিকারী রামহরি ঘোষকে এক শত টাকা না দিলে কলেমদ্দির জোত উচ্ছেদ হইবে।

আদালতের উক্তরূপ ডিক্রি হইলে, কলেমদ্দি নিরুপায় হইয়া উক্ত তিন মাস মধ্যে ঐ জমির খাদ ভরাট করিয়া দিল এবং ক্ষতি পূরণস্বরূপ এক শত টাকা রামহরি ঘোষকে দিল। কলেমদ্দি ঐ আদালতের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করায় ঐ জমি হইতে তাহার উচ্ছেদ হইল না।

উদাহরণ ২। জমিদার বিশ্বনাথ বিশ্বাস রামচন্দ্র পরামানিককে এক বিঘা জমি সামান্ত বাগান প্রস্তুত পূর্ব্বক ভোগদখল করিবার পাট্টা দিয়াছিলেন। সেই পাট্টায় এরূপ সর্ত্ত থাকে যে ঐ জমিতে রামচন্দ্র বা তাহার কোন ওয়ারেশ কখন পুষ্করিণী খনন বা কোন প্রকার খাদ করিতে পারিবেন না। যদ্যপি পুষ্করিণী বা কোন প্রকার খাদ করেন তাহা হইলে ঐ জমি ভূম্যধিকারী খাস দখল করিয়া লইতে পারিবেন। রামচন্দ্র আপন জীবদ্দশায় ঐ জমিতে পুষ্করিণী বা কোন প্রকার খাদ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু অন্তে তাঁহার পুত্র যদুনাথ ঐ পাট্টালিখিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ঐ জমিতে এক পুষ্করিণী খনন করিলেন এবং স্থানে স্থানে খাদ করিয়া ইট গড়াইলেন।

জমিদার বিশ্বনাথ বিশ্বাস সংবাদ পাইয়া খাজনা আইনের ১৫৫ ধারামতে এই মর্ম্মে নোটিশ দিলেন যে তিন মাস মধ্যে ঐ পুষ্করিণী ও খাদ সমস্ত ভরাট করিয়া দিতে হইবে ও ক্ষতিপূরণস্বরূপে এক শত টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে, নতুবা আদালতে নালিশ করিয়া তাহার জোত উচ্ছেদ করা হইবেক।

যদুনাথ ঐ নোটিশ গ্রাহ্য না করায় যথাসময়ে বিশ্বনাথ বিশ্বাস আদালতে জোত উচ্ছেদের নালিশ উপস্থিত করিলেন। যদু ঐ মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চালাইলেন, কিন্তু অবশেষে নিম্ন আদালতের যে উচ্ছেদের ডিক্রি হইয়াছিল তাহাই বাহাল থাকিল।

যদু সেই ডিক্রির আদেশ মত কার্য্য না করায়, যথা সময়ে ডিক্রি জারি করিয়া, জমিদার বিশ্বনাথ বিশ্বাস, আদালতের সাহায্যে যদুকে উচ্ছেদ করিয়া ঐ জমি খাস দখল করিয়া লইলেন।

## খাজনা আইনের ১৫৮ ধারা।

১। ভূম্যধিকারী অথবা প্রজা কর্ত্তৃক দরখাস্ত হইলে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি আদালত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(ক) জোত বা জমার অন্তর্গত জমির পরিমাণ, চৌহদ্দী ও ঠিকানা।

(খ) যে প্রজার দখলে জমি আছে তাহার নাম ও অন্য বিবরণ।

(গ) কোন্ শ্রেণীর প্রজা? অর্থাৎ গাতিদার কি কৃষিপ্রজা? গাতিদার হইলে, কিরূপ গাতিদার মৌরুসী মকররি গাতিদার, কি অন্য প্রকার গাতিদার? কৃষিপ্রজা হইলে, কিরূপ কৃষিপ্রজা—দখলি সত্ত্ববিহীন, দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট, অথবা মকররি কৃষিপ্রজা?

(ঘ) কি পরিমাণ খাজনা প্রজা সরবরাহ করিতে বাধ্য?

উপরোক্ত বিচার্য্য বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য সরেজমিন্ অর্থাৎ স্থানীয় তদন্ত আবশ্যক হইলে, আদালত সরেজমিন্ তদন্তের আদেশ করিতে পারেন।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়।

## বাকীখাজনার ডিক্রির জন্য নীলাম।

১। বাকীপড়া জোত বা জমা বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে নীলাম হইলে, ঐ জোত বা জমার অন্তর্গত জমিতে যে সকল দায় সত্ত্ব থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলি সত্ত্ব নীলামখরিদার জমি দখল কালে কোনমতে ধ্বংস করিতে পারেন না। এই সকল "সংরক্ষিত সত্ত্ব" (protected interests) ব্যতীত সকল প্রকার

সত্ব বা দায় নীলামখরিদার, এই অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে, রদ করিতে পারেন। নিম্ন লিখিত সত্ব গুলিকে "সংরক্ষিত সত্ব" কহে :—

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে কোর্ফা গাতি জমা চলিয়া আসিতেছে সেই কোর্ফা গাতি জমা ;

(খ) গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গতপূর্ব্ব (Temporary Settlement) সাময়িক বন্দোবস্ত কালে, যে কোর্ফা গাতি জমা ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ তক্ এক নির্দ্দিষ্ট খাজনায় চলিবে স্থির হইয়াছে, সেই কোর্ফা গাতি জমা ; (বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হইলে ঐ কোর্ফা গাতি জমা সেই মিয়াদ তক্ রদ হইবে না )

(গ) যে জমিতে বাসভবন, কলবাটী বা অন্য স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, অথবা যে জমিতে স্থায়ী উদ্যান, ক্ষেত্র, জলাশয়, খাল, ঈশ্বর উপাসনার স্থান, মৃতদেহ পোড়াইবার বা কবর দিবার স্থান করা হইয়াছে, সেই জমি সম্বন্ধে পাট্টাই সত্ব ;

(ঘ) কৃষিপ্রজার দখলিসত্ব ;

(ঙ) যে দখলিসত্ববিহীন প্রজা আদালতের বা কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাজনায় জমি দখল করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেই প্রজার সত্ব, অর্থাৎ পাঁচ বৎসর জমি দখল করিবার সত্ব ;

(চ) দখলিসত্ববিশিষ্ট প্রজার জোতের যে খাজনা ইতিপূর্ব্বে ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত বলিয়া স্থির হইয়াছে সেই খাজনায় জমি দখল করিবার সত্ব ;

(ছ) যে ভূম্যধিকারীর খাজনার দাবিতে জোত বা জমা নীলাম হইতেছে, সেই ভূম্যধিকারীর অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারীর লিখিত অনুমতি অনুসারে প্রজা যে সত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সত্ব ;

২। প্রজা আপন দখলি জমা বা জোত কাহারও নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া বন্ধক রাখিলে, বা তাহাকে কোর্ফা বিলি করিলে, অথবা তৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ সত্ব লিখিয়া দিলে, ঐ জোত বা জমা দায়সংযুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত বিধান মতে "সংরক্ষিত সত্ব" না হইলে এই প্রকার সমস্ত দায় (incumbrance) নীলামখরিদার রদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন দায় রেজেষ্টারিযুক্ত দলিলের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ঐ দলিলের নকল, খাজনা বাকী পড়িবার অন্ততঃ তিনমাস পূর্ব্বে, ১৭৬ ধারামতে ভূম্যধিকারীর নিকট পাঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই "রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায়" (Registered and notified incumbrance) নীলামখরিদার সাধারণতঃ রদ করিতে পারেন না। কেবল দখলিসত্ববিশিষ্ট প্রজার জোত নীলাম হইলে, নীলামখরিদার 'রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায়' ও ধ্বংস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। এবং কোন গাতিজমা বা মকররি কৃষিপ্রজার জোত নীলাম হইলে, প্রথম নীলামের দিন যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে খরচাসমেত ডিক্রির টাকা পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, ডিক্রিদারের প্রার্থনা অনুসারে, নীলাম বন্ধ হইয়া ১৫ দিন পরে ও ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় নীলামের দিন স্থির হইতে পারে, এবং এই মর্ম্মে নূতন ইস্তাহার জারি হইলে ঐ দ্বিতীয় দিবস নীলামে, খরিদার রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায় ও রদ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন।

৩। খাজনা আইনের ১৬৭ ধারামতে নোটিশ জারি না করিয়া নীলামখরিদার আপন খরিদা বাকীপড়া জোত বা জমার কোন প্রকার দায় রদ করিতে পারিবেন না। উক্ত ধারামতে নোটিশ

দিতে হইলে, খরিদারকে নীলামের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে অথবা যত্তপি খরিদা জমি দায়সংযুক্ত থাকা নীলামের পরে প্রকাশ পায় তাহা হইলে যে তারিখে তিনি ঐ দায়ের বিষয় জ্ঞাত হন সেই তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে, কলেক্টর সমীপে দরখাস্ত করিতে হইবে। যাহার নিকট ঐ জোত বা জমা দায়সংযুক্ত, তাহার প্রতি 'দায় রদ করা হইল' এই মর্ম্মে কলেক্টর বাহাদুর নোটিশ জারি করুন দরখাস্তে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে।

এইরূপ দরখাস্ত করা হইলে এবং নোটিশ জারির নির্দ্দিষ্ট খরচা দেওয়া হইলে, কলেক্টর কর্ত্তৃক দরখাস্ত অনুযায়ী নোটিশ জারি করা হইবে, এবং ঐ নোটিশ জারির তারিখ হইতে ঐ দায় রদ হইল গণ্য করা হইবে।

উদাহরণ ১। জমিদার প্রতাপ আদিত্যের অধীনে দীননাথ মণ্ডলের দুই শত বিঘার কাত দুই শত টাকার গাতিজমার খাজনা বাকী পড়ায়, বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে ঐ জমা নীলাম হইয়াছিল। ঐ নীলামের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, নীলাম খরিদার ভগবতীচরণ রায়, ঐ খরিদা জমার অন্তর্গত জমি সকল সম্বন্ধে, নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সত্ব বা দায় ( incumbrance ) রদ করা হইল উল্লেখে, কলেক্টরি আদালতের সাহায্যে, পৃথক্ পৃথক্ নোটিশ দিলেন :—

(ক) হলধর মণ্ডল ; এই ব্যক্তি আপন বৃদ্ধপিতামহ রামেশ্বর মণ্ডলের নামীয় পঞ্চাশ বিঘার কাত চল্লিশ টাকার কোর্ফা গাতি জমা উক্ত দীননাথ মণ্ডলের অধীনে দখল করিতেছিল। এই জমা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সৃষ্ট হইয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল।

(খ) কৃষিপ্রজা নবীনমণ্ডল; এই ব্যক্তি উক্ত দীননাথ মণ্ডলের অধীনে দশ বিঘা জমি দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছিল, এবং ঐ জমিতে তাহার দখলিসত্ব জন্মিয়াছিল।

(গ) বিধুভূষণ তরফদার ;—এই ব্যক্তি উক্ত দীননাথ মণ্ডলের নিকট হইতে পাঁচবিঘা জমি বার্ষিক আট টাকা খাজনায় পাট্টা লইয়া, তাহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং দুই বিঘা জমি বার্যিক ছয় টাকা খাজনায় পাট্টা লইয়া তাহাতে পাকা ইমারত বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন চারি বিঘা বহুকালের পতিত জমি পাট্টা লইয়া অনেক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক তাহা চাষ আবাদের যোগ্য করেন ও তাহাতে ইক্ষুর চাষ করিয়াছিলেন, এবং এক বিঘা জমি পাট্টা লইয়া তাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবালয় সংস্থাপন করেন।

(ঘ) পশুপতি বিশ্বাস ;—এই ব্যক্তি ঐ জমার অন্তর্গত পঞ্চাশ বিঘা জমি বিশ বৎসর মিয়াদে পাট্টা লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দখলিসত্ব জন্মে নাই।

(ঙ) নারায়ণ চন্দ্র মিত্র ;—তিনি ঐ জমার অন্তর্গত পাঁচ বিঘা জমি ইট গড়াইবার জন্য মৌরুসী পাট্টা লইয়াছিলেন ও তাহাতে ইটের খাদ করিয়াছিলেন।

খাজনা আইনের বিধান অনুসারে (ক), (খ), (গ) লিখিত ব্যক্তিদিগের দখলি জমিতে যে সত্ত্ব ছিল, তাহা "সংরক্ষিত সত্ত্ব" হওয়ায়, নীলামখরিদার ভগবতীচরণ ঐ সকল সত্ত্ব রদ করিয়া তাহাদিগের দখলি জমি খাস দখল করিতে পারিলেন না। কেবল (ঘ) ও (ঙ) লিখিত ব্যক্তিদিগের পাট্টাই সত্ত্ব রদ হইল এবং তাহাদিগের দখলি জমি নীলামখরিদার খাস দখল করিলেন।

উদাহরণ ২। উক্ত জমিদারের অধীনে হরিদাস মণ্ডলের পঞ্চাশ বিঘার কাত পঞ্চাশ টাকার মৌরুসী গাতি জমা ছিল। সেই জমার পাট্টালিখিত সর্ত্ত অনুসারে হরিদাস মণ্ডল তদন্তর্গত ২০/ বিশ বিঘা জমি পঁচিশ টাকা খাজনায় ভগবান রুইদাসকে দরমৌরুসী পাট্টা রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছিলেন, এবং ঐ পাট্টার নকল রেজেষ্টারি অফিসের দ্বারা ভূম্যধিকারীকে পাঠান হইয়াছিল। পরে হরিদাস মণ্ডলের নিকট তাহার গাতি জমার তিন বৎসরের খাজনা বাকী পড়ায় বাকী খাজনার ডিক্রিজারিতে ঐ বাকীপড়া জমা ক্রোক ও নীলাম হইবার আদেশ হইল। প্রথম নীলামের দিনে যে ডাক উঠিল তাহাতে খরচাসমেত ডিক্রির টাকা পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ডিক্রিদার ভূম্যধিকারী, সে দিবস নীলাম বন্ধ করাইলেন, এবং ঐ তারিখ হইতে ২০ দিন পরে পুনরায় নীলাম হইবে, ও ঐ দিবস নীলামে খরিদার বাকীপড়া জমার "রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায়" রদ করিবার ক্ষমতা পাইবেন এই মর্ম্মে নূতন নীলাম ইস্তাহার জারি করাইলেন। উক্ত ইস্তাহার অনুযায়ী দ্বিতীয় দিবস নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাক দিয়া প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি ঐ গাতি জমা খরিদ করিলেন। ভগবান রুইদাসের দরমৌরুসী জমা "রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায়" হইলেও, ঐ নীলামের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে, নীলামখরিদার প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী 'তাহার দর মৌরুসী পাট্টা রদ হইল,' এই মর্ম্মে কলেক্টরি আদালতের দ্বারা নোটিশ দেওয়াইলেন, এবং ঐ নোটিশ জারির তারিখ হইতে ভগবানের সত্ত্ব ধ্বংস করিয়া ঐ জমার অন্তর্গত জমি খাস দখলে আনিবার অধিকারী হইলেন।

উদাহরণ ৩। গাতিদার নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের অধীনে কৃষিপ্রজা

পূর্ণচন্দ্র দাস বার্ষিক দশ টাকা খাজনায় দশ বিঘা জমি দ্বাদশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল চাষ আবাদ করায়, ঐ জমিতে তাহার দখলিসত্ব জন্মিয়াছিল। উক্ত দশ বিঘার মধ্যে দুই বিঘা জমি, পূর্ণচন্দ্র বার্ষিক তিন টাকা খাজনায় ৫ বৎসরের মিয়াদে, তারকচন্দ্র গোপকে পাট্টা রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছিল, এবং ঐ পাট্টার নকল রেজেষ্টারি অফিসের দ্বারা গাতিদার নরেন্দ্রকৃষ্ণকে পাঠান হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ণচন্দ্রের জোতের খাজনা বাকী পড়ায়, বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে ঐ জোত নীলাম হইল। তারকচন্দ্রের জোত "রেজেষ্টারিযুক্ত বিজ্ঞাপিত দায়" হইলেও, উপরোক্ত বিধান অনুসারে নীলামখরিদ্দার উমেশ চন্দ্র মাইতি, খাজনা আইনের ১৬৭ ধারামতে কলেক্টরি আদালতের দ্বারা রীতিমত নোটিশ দিয়া, ঐ জোতসত্ব ধ্বংস করিবার অধিকারী।

৪। বন্ধকী খতের বাবতে ডিক্রি করিয়া সেই ডিক্রি জারিতে বন্ধকগৃহিতা বন্ধকী জমা নীলাম করাইলে, ঐ নীলাম মঞ্জুরের পূর্ব্বেকার বাকীখাজনার জন্য ঐ জমার জমি সকল দায়ীক থাকে, এবং সে কারণ বাকী খাজনার ডিক্রিজারিতে ঐ জমা পুনর্ব্বার নীলাম হইতে পারে। এজন্য বন্ধকী খতের ডিক্রিজারিতে নীলাম খরিদ করিলে, ঐ খরিদা জমার যে সমস্ত খাজনা বাকী থাকে, তাহা পরিশোধের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। খাজনা আইনের ৬৫ ধারামতে জমি বাকী খাজনার জন্য সর্ব্বাগ্রে দায়ীক; অর্থাৎ যে জমির খাজনা বাকী থাকে, সেই জমি হইতে ঐ বাকী খাজনা আদায় হইলে পর অন্য দায় বাবত টাকা আদায় হইতে পারে।

কিন্তু বাকী খাজনার বাবত ডিক্রি করিয়া সেই ডিক্রি জারিতে ভূম্যধিকারী বাকীপড়া জমা একবার নীলাম করাইলে পর, ঐ

নীলাম মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বেকার খাজনার জন্য, ঐ জমার জমি সকল দায়ীক থাকে না; এবং ঐ খাজনা বাবতে ভূম্যধিকারী পুনর্ব্বার ঐ জমা নীলাম করাইতে পারেন না, বা নীলামখরিদারের নিকট হইতে ঐ খাজনা আদায় করিতে পারেন না। তবে ঐ খাজনার জন্য দেন্দার প্রজা দায়ীক থাকে, এবং নীলামের সময়, ঐ বাকীখাজনার ডিক্রি পরিশোধ অন্তে নীলামের পণের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে, সেই টাকা হইতে ভূম্যধিকারী ঐ প্রাপ্য খাজনা পাইতে পারেন।

উপরোক্ত বিধান সত্ত্বেও, যদ্যপি ভূম্যধিকারীর প্রার্থনায় ঐ জমা দ্বিতীয়বার নীলাম হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় নীলামখরিদারের ঐ জমাতে কোন সত্ব জন্মে না; কিন্তু তিনি ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে আপন ক্ষতিপূরণ বাবতে ঐ নীলামের পণের টাকা ইত্যাদি আদায় করিয়া লইতে পারেন।

নীলাম মঞ্জুর হওয়ার পর হইতে ঐ জমা নীলামখরিদার সরবরাহ করিতে বাধ্য। নীলামের পরবর্ত্তী সময়ের খাজনা আদায় না হইলে, তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কেবল নীলামখরিদারের প্রতিকূলে নালিশ করিতে পারেন। পূর্ব্বপ্রজার নামে ঐ খাজনার দাবিতে নালিশ চলে না।

৫। বাকীখাজনার ডিক্রি জারিতে বাকীপড়া জমা নীলাম হইলে, সেই নীলামের পণের টাকা হইতে প্রথমে ডিক্রিদার খরচা ও ডিক্রিভুক্ত টাকা পাইবার অধিকারী। পরে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে সেই টাকা হইতে, ঐ বাকীখাজনার নালিশ রুজুর তারিখ হইতে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রিদার ভূম্যধিকারীর যে খাজনা পাওনা থাকে, সেই খাজনা আদায় হইবে *। যদ্যপি দেন্দার প্রজা ডিক্রি-

* তজ্জন্য পৃথক্ বাকী খাজনার নালিশ প্রয়োজন করে না।

দারের ঐ প্রাপ্য খাজনা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন, তাহা হইলে সেই আপত্তি বিচার পূর্ব্বক আদালত যেরূপ নিষ্পত্তি করিবেন, সেই নিষ্পত্তি ডিক্রির ন্যায় বলবৎ হইবে।

ডিক্রিদারের এই সকল প্রাপ্য পরিশোধান্তে যদ্যপি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে নীলামের দুইমাস পরে দেন্দার প্রজা আদালতে দরখাস্ত করিয়া ঐ উদ্বৃত্ত টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন।

৬। বাকী খাজনার দায়ে বাকীপড়া জমা ক্রোক হইলে সেই ক্রোক হইতে ঐ জমা খালাস করিবার জন্য কোনরূপ মোজাহেম দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না, অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি ঐ জমাতে আপনার সত্ত্ব বা দখল থাকা উল্লেখে ক্রোক খালাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে না। নীলাম শেষ হইবার পূর্ব্বে নীলামখরচাসমেত ডিক্রিদারের প্রাপ্য সমস্ত টাকা আদালতে আমানত না করিলে অথবা ডিক্রিদার ঐ টাকা সমস্ত আদায় হওয়া উল্লেখে দরখাস্ত না করিলে, ঐ বাকীপড়া জমা ক্রোক হইতে খালাস হইবে না।

৭। যদ্যপি দেন্দার প্রজা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির বাকীপড়া জমায় কোনরূপ সত্ত্ব থাকে, এবং ঐ জমা নীলাম হইলে তাঁহার সত্ত্ব ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আপন সত্ত্ব রক্ষার জন্য, নীলামখরচাসমেত ডিক্রিদারের প্রাপ্য টাকা নীলাম শেষ হইবার পূর্ব্বে আদালতে আমানত করিয়া, নীলাম বন্ধ করিতে পারেন। এইরূপে টাকা আমানত করা হইলে, ঐ জমা তাঁহার নিকট আমানতি টাকার জন্য বন্ধক স্বরূপ পরিগণিত হইবে, এবং ঐ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে শুদ চলিবে; বাকী খাজনার দায় ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার দায়ের

পূর্ব্বে ঐ টাকার জন্য ঐ জমা দায়ীক হইবে, এবং যতদিন না ঐ টাকা শুদসমেত পরিশোধ হয়, ততদিন তিনি বন্ধকগৃহিতা স্বরূপে ঐ জমা দখল করিতে পারিবেন।

বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে বাকীপড়া জমা নীলাম হইলে, নীলামখরিদার এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসারে উপরোক্ত আমানতি টাকার দায় রদ করিবার ক্ষমতা পাইতে পারেন না।*

দেন্দার প্রজার নিকট হইতে আমানতি টাকা আদায় করিবার জন্য আমানতকারী উপরোক্ত উপায় ভিন্ন অন্য উপায় ও অবলম্বন করিতে পারেন। (অন্য উপায় যথা, ঐ টাকা ফেরত পাইবার জন্য দেন্দার প্রজার নামে আদালতে নালিশ করা)

৮। বাকীখাজনার দায়ে বাকীপড়া জমা নীলাম হইবার পূর্ব্বে, যদ্যপি দেন্দার প্রজার অধীনস্থ কোন কোর্ফা প্রজা, আপন প্রজাসত্ব রক্ষার জন্য আদালতে টাকা আমানত করিয়া নীলাম বন্ধ করেন, তাহা হইলে সেই কোর্ফা প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজনা না দিয়া, তাহা মুসমা (কাটান) দিয়া, ঐ টাকা আদায় করিতে পারেন। এবং যদ্যপি ঐ আমানতকারী কোর্ফা প্রজার ভূম্যধিকারী দেন্দার প্রজা না হইয়া তদধীনস্থ কোর্ফা প্রজা হন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রাপ্য খাজনা পূর্ব্বোক্তমতে মুসমা যাওয়ায়, তিনি ঐরূপে আপন দেয় খাজনা হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন।

উদাহরণ। জমিদার রামহরি বিশ্বাস, তাঁহার অধীনস্থ নীলমনি বসাকের নামীয় ৮০ আশি বিঘার কাত ৭০৲ টাকার মৌরুসী গাতি

---

* পশুপতি মহাপাত্র বনাম নারায়ণী দাসী আই. এল, আর, ২৪ কলিকাতা ৫৩৭ পৃষ্ঠা।

জমা, ঐ জমার বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে নীলাম করাইবার দরখাস্ত করিলে ও নীলাম ইস্তাহার বাহির হইলে, কোর্ফা প্রজা বসিরদ্দি মণ্ডল, ঐ গাঁতিজমার অন্তর্গত তাহার ২৫/ বিঘার কাত ৩০৲ টাকার জমা পাছে নীলামখরিদার ধ্বংস করিয়া খাস দখল করিয়া লয়, এই ভয়ে, ঐ ডিক্রিদারের প্রাপ্য ১৫০৲ দেড় শত টাকা আদালতে আমানত করিলেন ও নীলাম বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত বসিরদ্দি মণ্ডল দেন্দার নীলমণি বসাকের অধীনস্থ ভোলানাথ ঘোষের কোর্ফা প্রজা ছিলেন। ভোলানাথ ঘোষ ঐ জমাভুক্ত ৬০/ বিঘার কাত ৬০৲ টাকার জমা সরবরাহ করিতেন। বসিরদ্দি মণ্ডল ঐ ১৫০৲ দেড় শত টাকা আমানত করিবার পর ভোলানাথ ঘোষের প্রাপ্য বার্ষিক ৩০৲ টাকা খাজনা পাঁচ বৎসর না দিয়া, ঐ টাকা আদায় করিয়া লইলেন, এবং ভোলানাথ আপন দেয় খাজনা সমস্ত দেন্দার নীলমণি বসাককে না দিয়া ঐ ১৫০৲ দেড় শত টাকা আদায় করিলেন। এরূপ স্থলে নীলমণি বসাক ঐ দেড় শত টাকা ভোলানাথের নামে বাকী খাজনার নালিশ করিয়া আদায় করিতে পারেন না।

৯। আদালতের অনুমতি না লইয়াও ডিক্রিদার বাকীপড়া জমা নীলাম কালে নিজে নীলাম খরিদ করিতে পারেন; কিন্তু দেন্দার নিজে বা আপন অনুগত কোন ব্যক্তির দ্বারা নীলাম খরিদ করিতে পারেন না।

দেন্দার নিজে বা অন্য কাহারও বেনামিতে বাকীপড়া জমা নীলামে খরিদ করিলে, সেই নীলাম ডিক্রিদার অথবা অন্য কেহ আদালতে দরখাস্ত করিয়া রদ করিতে পারেন; এবং ঐ জমা পুনর্ব্বার নীলাম হইলে যদ্যপি কম দরে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে সেই

কম্‌তি টাকা ও নীলাম রদের দরখাস্ত প্রভৃতির খরচা ঐ দেন্দারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

১০। নীলামের তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে, খরচাসমেত ডিক্রিদারের প্রাপ্য টাকা, ও নীলামখরিদারকে দিবার জন্য নীলামের পণের উপর শত করা পাঁচ টাকা, আদালতে আমানত করিয়া দেন্দার প্রজা ঐ নীলাম রদ করিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে পারেন। দেন্দার প্রজার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দ্বারা বা যে কোন ব্যক্তি-র ঐ নীলামি জমাতে সত্ত্ব থাকে তৎকর্ত্তৃক ও ঐরূপ নীলাম রদের দরখাস্ত হইতে পারে।

কিন্তু দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারামতে * নীলাম রদের দরখাস্ত হইলে পর উপরোক্ত বিধানমতে দরখাস্ত হইতে পারে না।

বাকী খাজনার ডিক্রিজারিতে, দেন্দার প্রজার নীলামি জমা বিক্রয় করিবার কোন সত্ত্ব নাই উল্লেখে, দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ৩১৩ ধারামতে, নীলামখরিদার কর্ত্তৃক নীলাম রদের দরখাস্ত হইতে পারে না।

উদাহরণ। ভূম্যধিকারী নবীনচন্দ্র ঘোষ, আপন অধীনস্থ গাতিদার কেনারাম দত্তের নিকট দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়ায়, ঐ বাকী খাজনার ডিক্রি জারিতে তাহার জমা নীলাম করাইলেন। নীলামে সর্ব্বোচ্চ ডাক দিয়া শ্রীরাম মণ্ডল ঐ জমা দুই শত টাকা মূল্যে খরিদ করিলেন। কিন্তু ঐ নীলামের তারিখ

---

* দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ৩১১ ধারামতে ডিক্রিদার বা দেন্দার 'নীলাম নিয়মমত না হওয়ায় তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে' এই মর্ম্মে নীলাম রদের দরখাস্ত করিতে পারেন।

হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, কেনারাম খরচাসমেত ডিক্রিদারের প্রাপ্য ৭৫৲ ও নীলাম খরিদার শ্রীরাম মণ্ডলকে দিবার জন্য নীলামের পণের টাকার উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে ১০৲ মোট ৮৫৲ আদালতে আমানত করিয়া নীলাম রদের দরখাস্ত করিলেন। আদালত ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া নীলাম রদের হুকুম দিলেন, ও কেনারাম আপন গাতিজমা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। নীলামখরিদার শ্রীরাম মণ্ডলকে দুই শত টাকা ফেরত দিবার জন্য ডিক্রিদারের প্রতি আদেশ হইল।

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

---

## চুক্তি ও দেশাচার

### খাজনা আইনের ১৭৮ ধারা।

১। বর্ত্তমান খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার চুক্তি হইলে, সেই চুক্তি সিদ্ধ বা আদালতগ্রাহ্য নহে, এবং তদ্দ্বারা প্রজা বাধ্য হইতে পারে না :—

(ক) বহুদিন দখল করিলেও কোনকালে জমিতে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব না জন্মিতে পারে এরূপ চুক্তি ;

(খ) চুক্তির তারিখে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব থাকিলে, ঐ তারিখ হইতে সেই সত্ত্ব ধ্বংস হইল এরূপ চুক্তি ;

(গ) খাজনা আইনের বিধানমতে ভূম্যধিকারী যে প্রকারে প্রজার উচ্ছেদ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা যাহাতে ভূম্যধিকারী প্রাপ্ত হন এরূপ চুক্তি ;

(ঘ) খাজনা আইন অনুসারে জমির উন্নতি সাধন করিবার এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা পাইবার যে সত্ত্ব প্রজার আছে, যাহাতে সেই সত্ত্বের ধ্বংস হয় বা হ্রাস হয় এরূপ চুক্তি।

২। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই * হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ (এই খাজনা আইন পাস্ হওয়ার তারিখ) পর্য্যন্ত, ভূম্যধিকারীর সহিত কৃষিপ্রজার যদি এরূপ কোন চুক্তি হইয়া থাকে, যাহাতে এই আইনের বিধান মতে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব জন্মিতে পারে না, তাহা হইলে সেই চুক্তি আদালতে গ্রাহ্য হইবে না, এবং তজ্জন্য কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

৩। বর্ত্তমান খাজনা আইন পাস্ হইবার পরে ভূম্যধিকারীর সহিত প্রজার নিম্নলিখিত প্রকার চুক্তি হইলে তাহা আদালতগ্রাহ্য নহে :—

(ক) খাজনা আইনের বিধানমতে যাহাতে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব না জন্মে এরূপ চুক্তি ;

(খ) খাজনা আইনের ২৩ ধারামতে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট কৃষিপ্রজার যে প্রকারে জমি ব্যবহার করিবার সত্ত্ব আছে, যাহাতে সেই সত্ত্বের ধ্বংস বা হ্রাস হয় এরূপ চুক্তি ;

(গ) খাজনা আইনের ৮৬ ধারামতে কৃষিপ্রজা যাহাতে জোত এস্তফা করিতে না পারে এরূপ চুক্তি ;

(ঘ) প্রচলিত স্থানীয় প্রথা অনুসারে কৃষিপ্রজার আপন জোত হস্তান্তর বা উইল করিবার সত্ত্ব থাকিলে, যাহাতে কৃষিপ্রজা সেই সত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয় এরূপ চুক্তি ;

---

* এই তারিখে বর্ত্তমান খাজনা আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

(ঙ) দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা আইনের বিধান অনুযায়ী কোর্ফা বিলি করিবার সত্ব যাহাতে ধ্বংস হয় এরূপ চুক্তি ;

(চ) খাজনা আইনের ৩৮ ধারা বা ৫২ ধারামতে আপন দেয় খাজনা কমাইবার জন্য দরখাস্ত করিবার যে সত্ব কৃষিপ্রজার আছে, সেই সত্ব যাহাতে ধ্বংস হয়, এরূপ চুক্তি ;

(ছ) খাজনা আইনের ৪০ ধারামতে ফসল খাজনার পরিবর্ত্তে নগদ টাকায় খাজনা দিবার আদেশের জন্য দরখাস্ত করিবার যে সত্ব প্রজা ও ভূম্যধিকারীর আছে, সেই সত্ব যাহাতে ধ্বংস হয় এরূপ চুক্তি ;

(জ) খাজনা আইনের ৬৭ ধারায় বাকী খাজনার উপর যেরূপ শুদ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় এরূপ চুক্তি।

উদাহরণ। জমিদার বিশ্বনাথ বসুর অধীনে কৃষিপ্রজা প্রতাপ মণ্ডল দুই বিঘা জমি কয়েক বৎসর চাষ আবাদ করিয়াছিল। অনন্তর বর্ত্তমান খাজনা আইন পাস্ হইবার পরে, পাছে এই আইনের বিধানমতে ঐ প্রজার দখলিসত্ত্ব জন্মে, একারণ বিশ্বনাথ বসু অনভিজ্ঞ মূর্খ প্রতাপের নিকট এই মর্ম্মে এক কবুলতি রেজেষ্টারি করিয়া লইলেন যে :—

(১) জমিদার বিশ্বনাথ বসু বা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করিলেই প্রতাপের নিকট হইতে ঐ জমি বিনা নোটিশে ছাড়াইয়া লইতে পারিবেন, প্রতাপ তাহাতে কখন কোন আপত্তি করিবে না, এবং কোন কালে কোন মতে ঐ জমিতে তাহার দখলি সত্ব বা কোনপ্রকার স্থায়ীসত্ত্ব জন্মিবে না ;

(২) নিজ ব্যয়ে ও নিজ পরিশ্রমে ঐ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির

করার জন্য ঐ জমি ছাড়িয়া দিবার সময় প্রতাপ ক্ষতিপূরণের দাবি করিতে পারিবে না ;

(৩) এবং ভূম্যধিকারীকে যে চারি কিস্তিতে খাজনা দিবার চুক্তি হইল, সেই কিস্তিমত খাজনা আদায় না হইলে প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে শুদ দিবে।

খাজনা আইনের ১৭৮ ধারামতে এই সর্ত্ত গুলি আইনবিরুদ্ধ হওয়ায় প্রতাপ তদ্দ্বারা বাধ্য নহে।

বিশ্বনাথ বসু, প্রতাপকে, দ্বাদশ বৎসর দখলের পর, ঐ জমি হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নিজে মজুরের দ্বারা চাষ আবাদ করিলেন, এবং প্রতাপের নিকট দুই বৎসরের যে খাজনা পাওনা ছিল, সেই বাকীখাজনার উপর কবুলতি লিখিত হারে শুদের দাবিতে নালিশ করিলেন। প্রতাপ উকীলের পরামর্শে ঐ জমি পুনর্দখল পাইবার নালিশ উপস্থিত করিল, এবং বাকী খাজনার নালিশে দাবিকৃত অতিরিক্ত শুদ সম্বন্ধে আপত্তি করিল। আদালতের সুবিচারে প্রতাপের দখলিসত্ত্ব সাব্যস্থ হওয়ায় সে ঐ জমি পুনর্দখল পাইল, এবং বিশ্বনাথ বসু দুই বৎসরের বাকীখাজনার উপর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে শুদের ডিক্রি পাইলেন।

৪। প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে যে প্রকার চুক্তি নিষিদ্ধ হইল, সেই সেই প্রকার চুক্তি, পতিত জমি চাষ আবাদের যোগ্য করির্বার নিমিত্ত, সরল বিশ্বাসে করা হইলে, আদালতে গ্রাহ্য হইবে। কেবল এই খাজনা আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রজার দখলিসত্ত্ব জন্মান সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সেই সকল নিয়ম অনুসারে সত্ত্ব জন্মিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, এরূপ কোন প্রকার সর্ত্ত পাট্টায় থাকিলে, সেই সর্ত্ত গ্রাহ্য হইবে না।

৫। যগুপি ভূম্যধিকারী নিজের ভৃত্যাদিগের দ্বারা বা মজুরের দ্বারা কোন পতিত জমি চাষ আবাদের যোগ্য করিয়া, পরে সেই জমি বা তাহার কোন অংশ কৃষিপ্রজাকে পাট্টা করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই পাট্টার তারিখ হইতে ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে পাট্টা গৃহিতা প্রজার ঐ জমিতে দখলিসত্ব হইতে পারিবে না, এরূপ সর্ত্ত ঐ পাট্টায় থাকিলে তাহা আইনসঙ্গত ও আদালতগ্রাহ্য হইতে পারিবে; তদ্বিষয়ে খাজনা আইনের কোন বিধান প্রতিবন্ধক হইবে না।

৬। বাগাত জমিতে ফসল করিবার জন্য, প্রজাবিলি করা হইলে সেই পাট্টাতে যে কোন প্রকার সর্ত্ত থাকিতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই।

৭। যে প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তথায় জমিদার তালুকদার ও মৌরুসী গাতিদারগণ যে কোন প্রকার সর্ত্তে প্রজাকে মৌরুসী মকররি পাট্টা দিতে পারেন, এরূপ স্থলে ইচ্ছামত সর্ত্তে চুক্তি করিতে কোন নিষেধ নাই এবং যে যে সর্ত্তে চুক্তি হইবে, সেই সেই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বাধ্য থাকিবে।

উদাহরণ। জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর মহেশ্বরপুর তালুক যে প্রদেশে অবস্থিত সেই প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব সম্বন্ধে জমিদারদিগের সহিত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হইয়াছিল; ঐ তালুকের অন্তর্গত ৫০ বিঘা জমি কৃষিপ্রজা যদুনাথ বিশ্বাসকে বার্ষিক ১০০৲ টাকা খাজনা বন্দোবস্তে উক্ত জমিদার মৌরুসী মক-ররি পাট্টা দ্বারা বিলি করিয়াছিলেন। সেই পাট্টায় এই সর্ত্ত থাকে যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট খাজনা যদুনাথ বিশ্বাস মাসিক কিস্তিতে সরবরাহ

করিবে, এবং কিস্তির সময় মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা হিসাবে কিস্তিখেলাপী শুদ দিবে। শতকরা বার্ষিক বার টাকার অতিরিক্ত শুদ দিবার চুক্তি খাজনা আইনের ১৭৮ ধারামতে নিষিদ্ধ থাকিলেও, এরূপ স্থলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছা-মত সর্ত্তে চুক্তি করিবার ক্ষমতা থাকায়, উপরোক্ত চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে প্রজা বাধ্য।

৮। যে প্রদেশে চাষের জমি সকল ওটবন্দী নিয়মে বিলি হইয়া থাকে, ( অর্থাৎ যে পরিমাণ জমি প্রজা চাষ আবাদ করিতে সক্ষম হন, সেই পরিমাণ জমির খাজনা ভূম্যধিকারী পাইয়া থাকেন ), তথায় কৃষিপ্রজা দীর্ঘকাল ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষ আবাদ করিলে কোন জমিতে দখলিসত্ব প্রাপ্ত হয়েন না ; কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট জমি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর চাষ আবাদ করিলে এরূপ কৃষিপ্রজার কেবল সেই জমিতে দখলিসত্ব জন্মিয়া থাকে। চর বা দিয়ারা * নামক জমি সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

৯। যে সকল কৃষিপ্রজার দখলি জমি কথিত ওটবন্দী নিয়মে বিলি হইয়া থাকে, এবং চর বা দিয়ারা জমি যে সকল কৃষিপ্রজা চাষ আবাদ করে, সেই সমস্ত কৃষিপ্রজা সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত বিধান সকল খাটে না অর্থাৎ দখলিসত্ববিহীন প্রজাদিগের খাজনা আইনের বিধানমতে যে সমস্ত অধিকার আছে, সেই সমস্ত অধিকার তাহাদিগের নাই।

১০। চাষআবাদের জন্য জমি লইয়া তাহার কোন অংশে কৃষি-প্রজা বসবাস করিলে সেই বসবাসের জমি সম্বন্ধে এই খাজনা আই-নের বিধান সকল সম্পূর্ণরূপে খাটিবে। আর তাহার জোতের জমি

* নদীমধ্যস্থিত দ্বীপাকৃতি ভূমিখণ্ডকে দিয়ারা কহে।

ভিন্ন অপর জমিতে কৃষিপ্রজা বসবাস করিলে সে জমি সম্বন্ধেও এই আইনের বিধান সকল খাটিবে। কেবল প্রচলিত স্থানীয় প্রথা বা দেশাচার অন্যরূপ হইলে, শেষোক্ত প্রকার জমি সম্বন্ধে খাজনা আইনের বিধান না মানিয়া, ঐ স্থানীয় প্রথা বা দেশাচার মানিতে হইবে।

ফলতঃ কৃষিপ্রজা বা রায়ত কোন গ্রামের স্থায়ী প্রজা (Settled Raiyat) হইলে, তাহাকে বসবাসের জমি হইতে উচ্ছেদ করাও অনেক স্থলে সুকঠিন হয়; কারণ প্রচলিত দেশাচার অন্যরূপ না হইলে ঐ বসবাসের জমিতেও রায়তের দখলিসত্ত্ব জন্মে এবং খাজনা আইনের বিধানমতে দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজাকে যে প্রকারে উচ্ছেদ করিতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে না।

উদাহরণ। হলধর মণ্ডল বিষ্ণুপুর গ্রামে দ্বাদশবৎসরের উর্দ্ধকাল ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষআবাদ করায়, সে ঐ গ্রামের একজন স্থায়ী কৃষিপ্রজা ( Settled Raiyat )। তাহার জোতভুক্ত চাষের জমির মধ্যে এক বন্দ তিন বিঘার পূর্ব্বাংশে পাঁচ কাঠা জমিতে, সে অতি অল্পদিন হইল, খোড়ো ঘর প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছে। এই নূতন বাটী ছাড়া, ঐ গ্রামে পৃথক্ এক বন্দ জমিতে তাহার পৈতৃক ভদ্রাসন আছে। সেই ভদ্রাসন তাহার দখলি চাষের জমাভুক্ত নহে, এবং উহার খাজনা জমিদার বিপ্রদাস রায়কে দিতে হয়। উক্ত জমিদারের অধীনে ঐ পৈতৃক ভদ্রাসন ব্যতীত তাহার আর কোন জমি ছিল না।

হলধর মণ্ডলের নূতন খোড়ো ঘর সম্পূর্ণরূপে খাজনা আইনের অধীন; এবং বিষ্ণুপুর গ্রামে কৃষিপ্রজার বাস্তু জমি সম্বন্ধে কোন বিশেষ স্থানীয় প্রথা বা দেশাচার না থাকায়, তাহার পৈতৃক ভদ্রাসন

সম্বন্ধেও খাজনা আইনের বিধান সকল খাটিবে। হলধর মণ্ডল ঐ গ্রামের স্থায়ী কৃষিপ্রজা হওয়ায়, তাহার দখলি উক্ত পৈতৃক ভদ্রাসন জমিতেও হলধরের দখলিসত্ত্ব জন্মিয়াছে এবং বিপ্রদাস বাবু সহজে তাহাকে ঐ জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন না।

১১। যে সকল প্রচলিত প্রথা এই খাজনা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই এবং খাজনা আইনের কোন বিধানের সহিত যে সকল প্রচলিত প্রথার অসঙ্গতি বা বিরোধ নাই, সেই সকল প্রথা এই আইন প্রচলিত হইবার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ থাকিবে। সেই সকল প্রচলিত প্রথা লোপ করিবার জন্য এই খাজনা আইন নহে। কিন্তু এরূপ প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদালতে সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে হইবে। এইরূপ প্রথার উদাহরণ যথা ঃ—

(১) যে স্থলে স্থানীয় প্রথা অনুসারে ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে কৃষিপ্রজার আপন জোত বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে, সে স্থলে খাজনা আইন পাস্ হইবার পরে ও ঐ ক্ষমতা সমভাবে থাকিবে ; কারণ খাজনা আইনে এরূপ প্রথার বিরুদ্ধে কোন বিধান নাই।

(২) যে স্থলে স্থানীয় প্রথা অনুসারে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোর্ফা কৃষিপ্রজার আপন চাষের জমিতে দখলিসত্ত্ব জন্মিতে পারে, সে স্থলে খাজনা আইন পাস্ হওয়ায় ঐ প্রথা রহিত হইবে না ; কারণ খাজনা আইনে এরূপ প্রথার বিরুদ্ধে কোন বিধান নাই।

১২। ঘাটওয়ালি কিম্বা চাকরান জমা সম্বন্ধে খাজনা আইনের বিধান সকল খাটিবে না ; বিশেষতঃ যে চাকরান জমা খাজনা আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে হস্তান্তর যোগ্য বা উইল করিবার যোগ্য ছিল না, সেই জমা হস্তান্তর বা উইল করিবার ক্ষমতা

এই খাজনা আইনের কোন বিধান অনুসারে জন্মিতে পারিবে না।

---

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

---

তমাদি

## খাজনা আইন অনুসারে তমাদি সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম।

১। চুক্তিভঙ্গ অপরাধে কোন গাতিদার প্রজা বা কৃষিপ্রজার উচ্ছেদ করিতে হইলে, ঐ চুক্তিভঙ্গের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদের নালিশ রুজু করিতে হয়। ঐ তারিখ হইতে এক বৎসর অতীত হইলে পর উচ্ছেদের নালিশ তমাদি দোষে বারিত হয়।

২। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা সাল অনুসারে খাজনা আদায় হইয়া থাকে; একারণ যে সালের খাজনা পাওনা থাকে, সেই সালের (চৈত্রমাসের) শেষ দিন হইতে তিন বৎসরের * মধ্যে ঐ বাকী খাজনার নালিশ রুজু না করিলে মোকদ্দমা তমাদি দোষে বারিত হয়। কিস্তির শেষ দিবসের মধ্যে খাজনা দেওয়া না হইলে, উহা বাকীখাজনা রূপে পরিগণিত হয়, এবং ঐ তারিখ হইতে ঐ বাকীখাজনার উপর শুদ চলে বটে, কিন্তু যে সালের কিস্তি, সেই

---

* গ্রিগরিয়ান ক্যালেণ্ডার অর্থাৎ ইংরাজী পঞ্জিকা অনুসারে বৎসরের হিসাব করিতে হয়।

সালের চৈত্রমাসের শেষ দিন হইতে তমাদির সময় গণনা করিতে হয়, কিস্তির শেষ তারিখ হইতে নহে।

কিন্তু যগুপি খাজনা আইনের ৬১ ধারামতে কোন জমার খাজনা আদালতে আমানত হইয়া থাকে, তবে সেই আমানতের তারিখের পূর্ব্বেকার বাকীখাজনার জন্য নালিশ করিতে হইলে, খাজনা আমানতের নোটিশ জারির তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে নালিশ রুজু করিতে হয়, নচেৎ মোকদ্দমা তমাদি দোষে বাধিত হয়।

উদাহরণ ১। ভূম্যধিকারী ভুবনমোহন চৌধুরীর অধীনে কৃষি-প্রজা নবীনচন্দ্র নস্কর দশবিঘা জমি চাষ আবাদ করিত, এবং ঐ জমির বার টাকা খাজনা চারি সমতুল্য কিস্তিতে আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রমাসে সরবরাহ করিবার কথা ছিল। পরে ১৩০৬ সাল হইতে ঐ জমির খাজনা বাকী পড়ায়, ভুবনমোহন বাবু ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখ ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১৩ই এপ্রেল তারিখে, নবীনচন্দ্রের নামে ৫ বৎসরের বাকীখাজনার দাবিতে নালিশ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৩০৬ সালের চৈত্রমাসের শেষ তারিখ হইতে তিন বৎসরের অধিক সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় ঐ সালের খাজনার নালিশ তমাদি দোষে বারিত হইল। ১৩০৭ সালের প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিস্তির প্রাপ্য খাজনার জন্য নালিশের কারণ, ঐ ঐ কিস্তির শেষ তারিখ হইতে গণনা করা হইলে ঐ তিন কিস্তির খাজনার দাবি সন ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে তমাদি হয়। কিন্তু খাজনা আইনের বিধান অনুসারে এরূপ স্থলে সন ১৩০৭ সালের শেষ তারিখ হইতে নালিশের কারণ গণনা করার নিয়ম থাকায় ঐ সালের খাজনার নালিশ তমাদি হইল না। যেহেতু ১৩০৭ সালের চৈত্রমাসের শেষ তারিখ ইংরাজী ১৯০১ সালের ১২ই এপ্রিল

হইয়াছিল, এবং ঐ তারিখ হইতে তিন বৎসর গণনা করিলে ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১২ই এপ্রিল নালিশের শেষ তারিখ হওয়া উচিত; কিন্তু ঐ তারিখ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকা হেতু, পর দিবস ১৩ই এপ্রিল অর্থাৎ সন ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখ নালিশ করায় তমাদি দোষ ঘটিল না। ভুবনমোহন বাবু নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০ এই চারি সনের খাজনার ও শুদের ডিক্রি পাইলেন। যদ্যপি ১৯০৪ সালের ১২ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন না হইয়া তাহার পূর্ব্বদিন হইত এবং ঐ দিবস আদালতের ছুটির দিন না হইত, তাহা হইলে ১৩০৭ সালের খাজনার দাবি ১৩১১ সালের ১লা বৈশাখ তমাদি হইত।

উদাহরণ ২। উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীনে মহেশ মাইতি যে জমি চাষআবাদ করিত, সেই জমির ১৩০৭ সালের খাজনা সম্বন্ধে গোলযোগ হইয়াছিল। মহেশ মাইতি ঐ সালের সমস্ত খাজনা চুকাইয়া দিয়াছে বলিত, কিন্তু সে তাহার কোন দাখিলা বা রসিদ রাখে নাই; ভূম্যধিকারীর গোমস্তারা ঐ খাজনা প্রাপ্তির বিষয় একেবারে অস্বীকার করিত। এজন্য ১৩০৮ সালের খাজনা দিতে গেলে, পাছে সে রীতিমত দাখিলা না পায়, এই ভয়ে মহেশ ইংরাজী ১৯০২ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে আদালতে উক্ত ভূম্যধিকারীর নামে ঐ খাজনা আমানত করিল। ১লা মে তারিখে ভূম্যধিকারী ভুবনমোহন চৌধুরীর প্রতি ঐ খাজনা আমানত হওয়ার নোটিশ জারি হইল। ঐ তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে, অর্থাৎ ১লা নবেম্বর তারিখে বা তৎপূর্ব্বে মহেশ মাইতির নামে ১৩০৭ সালের বাকী খাজনার নালিশ ভূম্যধিকারীকে রুজু করিতে হইবে। ১লা নবেম্বরের পরে ঐ নালিশ তমাদি দোষে বারিত হইবে।

৩। যদ্যপি দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা, আপন জোতের জমি হইতে ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞাতসারে তদধীনস্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা বেদখল হইয়া থাকে, তবে সেই জমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নালিশ করিতে হইলে, ঐ বেদখলের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে আদালতে নালিশ রুজু করিতে হইবে, নচেৎ মোকদ্দমা তমাদি দোষে বারিত হইবে। কিন্তু যদ্যপি দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজা অপর কোন ব্যক্তি দ্বারা বেদখল হইয়া থাকে, এবং ঐ বেদখল ব্যাপারে ভূম্যধিকারীর কোন সংশ্রব থাকা প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে দুই বৎসরের পরিবর্ত্তে বার বৎসরের মধ্যে নালিশ রুজু করিলেই হইবে, তাহাতে তমাদি দোষ ঘটিবে না।

৪। খাজনা আইন অনুসারে আদালতের যে ডিক্রি বা হুকুম হয়, সেই ডিক্রি বা হুকুমের বিরুদ্ধে ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ জজ্‌ বা স্পেশাল জজের নিকট আপীল করিতে হইলে ঐ ডিক্রি বা হুকুমের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল রুজু করিতে হইবে।

৫। খাজনা আইন অনুসারে কলেক্টর সাহেব যে হুকুম করেন, সেই হুকুমের বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেবের নিকট আপীল করিতে হইলে, ঐ হুকুমের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল রুজু করিতে হইবে।

৬। খাজনা আইন মতে পাঁচশত টাকার * অনধিক যে সকল ডিক্রি হইয়া থাকে, সেই সকল ডিক্রির তারিখ হইতে তিন বৎসর

---

* ডিক্রিজারির খরচা সমেত পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে এই তমাদির নিয়ম খাটিবে না, কিন্তু ডিক্রির তারিখ হইতে ডিক্রিদারের প্রাপ্য শুদ ডিক্রির টাকায় যোগ করিয়া পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে এই তমাদির নিয়ম খাটিবে।

মধ্যে আদালতে ডিক্রি জারির জন্য দরখাস্ত করিতে হয়; তিন বৎসর অতীত হইলে এই প্রকার ডিক্রি জারির দরখাস্ত তমাদি দোষে বারিত হয়।

এরূপ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল হইলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রির তারিখ হইতে তিন বৎসর তমাদির সময় গণনা করিতে হয়। আর যে আদালতের ডিক্রি, সেই আদালত কর্ত্তৃক ছানি অর্থাৎ পুনর্বিচার হইলে, ঐ ছানির পরে যে হুকুম হয়, সেই হুকুমের তারিখ হইতে ঐ সময় গণনা করিতে হয়

কিন্তু যে স্থলে দেন্দারের প্রবঞ্চনা বা বলপ্রয়োগের জন্য ডিক্রি জারি করিতে বিলম্ব হয়, সে স্থলে ঐ বিলম্বের জন্য তমাদি দোষ ঘটিবে না।

---

উপরে যে সকল তমাদির নিয়ম লিখিত হইল, সে গুলি খাজনা আইনের তৃতীয় সিডিউল লিখিত বিশেষ নিয়ম। এই তৃতীয় সিডি-উলে যে সকল নালিশ আপীল বা দরখাস্তের সম্বন্ধে তমাদির নিয়ম লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য যত প্রকার নালিশ আপীল বা দর-খাস্ত খাজনা আইন অনুসারে হইতে পারে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সাধারণ তমাদি আইন অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের বিধান সকল খাটে। ইহার একটী উদাহরণ যথা :—

কৃষিপ্রজা আপন দখলি জমি অন্যায়মতে ব্যবহার করায়, খাজনা আইনে তাহার জোত উচ্ছেদের যে বিধান আছে, সেই বিধানমতে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীকে ঐরূপ অন্যায় ব্যবহারের বিষয় অবগত হওয়ার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে আদালতে নালিশ রুজু করিতে হয়, নচেৎ মোকদ্দমা তমাদি দোষে

বারিত হয়। এটী সাধারণ তমাদি আইনের নিয়ম, খাজনা আইনের বিশেষ নিয়ম নহে।

খাজনা আইনের তৃতীয় সিডিউল লিখিত বিশেষ তমাদি নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণ তমাদি আইনের ৭ ৮ ও ৯ ধারা খাটে না, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য সকল ধারা খাটে। উক্ত ৭ ৮ ও ৯ ধারামতে কোন কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে সেই সেই কারণ দূর হওয়ার পর হইতে তমাদির নির্দ্দিষ্ট সময় গণনা করিবার বিধান আছে; এবং সাধারণ তমাদি আইনে যে সকল নালিশ আপীল বা দরখাস্তের তমাদি সম্বন্ধে বিধান আছে, সেই সকল নালিশ, আপীল বা দরখাস্ত সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে। কিন্তু খাজনা আইনের তৃতীয় সিডিউলে যে সকল নালিশ আপীল বা দরখাস্ত সম্বন্ধে তমাদির নিয়ম লিখিত হইয়াছে সে সকল নালিশ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না, অর্থাৎ ৭ ৮ ও ৯ ধারা লিখিত বিশেষ বিশেষ কারণ ঘটিলেও এই সকল নালিশ প্রভৃতি তমাদি হইতে রক্ষা পায় না; নালিশের কারণ উদ্ভব হওয়ার পর হইতে নির্দ্দিষ্ট তমাদির সময় গণনা করিতে হয়। যথা :—

সাধারণ তমাদি আইনের ৭ ধারামতে নালিশের কারণ উদ্ভব হওয়ার সময় বাদী নাবালক থাকিলে, তাহার নাবালক অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া সাবালক অবস্থা হইবার পরেও, সেই বাদী ঐ সাধারণ তমাদি আইনের লিখিত সময় পাইয়া থাকে; কিন্তু খাজনা আইনের তৃতীয় সিডিউল মতে যে দরখাস্ত আদি বাদী নাবালক থাকা কালে তমাদি হইবে, সাবালক হইবার পর ঐ তৃতীয় সিডিউলের সময় আর পাওয়া যাইবে না।

উদাহরণ। ভূম্যধিকারী হরিহরের পুত্র নীলাম্বর নাবালক থাকা

কালে প্রজা হলধর মণ্ডলের নিকট তিন সনের খাজনা পাওনা হইল। আর তিন বৎসর গত হইলে, নীলাম্বর সাবালক হইবেন। সাধারণ তমাদি আইনের ৭ ধারা অনুসারে নীলাম্বর সাবালক হই-বার পর তিন বৎসর মধ্যে নাবালকী অবস্থার সমস্ত খাজনা বাবতে নালিশ করিলে চলিতে পারে। কিন্তু সাধারণ তমাদি আইনের ৭ ধারা খাজনা আইনের উক্ত মোকদ্দমায় খাটে না। একারণ নীলাম্বর নাবালক থাকা কালেই তাহার গার্জ্জেন অর্থাৎ অভিভাবক দ্বারা তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে বাকীখাজনার নালিশ হওয়া আবশ্যক, নতুবা নালিশে তমাদি দোষ হয়।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

---

# পরিশিষ্ট।

### খাজনা আইনের ১৮৮ ধারা।

যদ্যপি দুই বা তদধিক ব্যক্তির এজমালি জমি কোন প্রজার দখলে থাকে, তবে সেই ভূম্যধিকারীগণ একত্রে এই খাজনা আই নের বিধান অনুসারে কার্য্য না করিলে তাহাতে প্রজা বাধ্য নহে। সরিক ভূম্যধিকারীগণ সকলে একত্রে, অথবা তাহাদিগের নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্ট, যে কার্য্য এই খাজনা আইন অনুসারে করি-বেন, তাহাতে প্রজা বাধ্য থাকিবে, নতুবা নহে। খাজনা আইনে

ভূম্যধিকারীকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ আইন অনুসারে যে সমস্ত কার্য্য করিতে ভূম্যধিকারী বাধ্য, সেই সেই কার্য্য সকল সরিক জমিদারকে একত্রে করিতে হয় এবং সকল সরিকের একত্রে সেই সেই ক্ষমতা থাকে। এরূপ স্থলে পৃথক্ রূপে কার্য্য করিবার ক্ষমতা কোন সরিক ভূম্যধিকারীর নাই।

যে স্থলে এজমালি জমির খাজনা সরিকেরা আপন আপন অংশ মত পৃথক্ রূপে আদায় করিয়া থাকেন, সে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সরিক আপন আপন প্রাপ্য খাজনা পৃথক্ নালিশের দ্বারা আদায় করিতে পারেন; কিন্তু যে স্থলে প্রজার দেয় খাজনা এজমালিতে আদায় হইয়া থাকে, পৃথক্ রূপে অংশ মত আদায় হয় না, সে স্থলে কোন নালিশ করিতে হইলে কথিত ধারা অনুসারে সকল সরিক একত্রে নালিশ না করিলে দাবি আইন অনুসারে অচল হইয়া থাকে। যদ্যপি অনৈক্য বশতঃ কিম্বা অন্য কোন কারণে সকল সরিক একত্র হইয়া নালিশ করিতে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে ঐ সরিক বা সরিকদিগকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া মোট খাজনার দাবিতে নালিশ করা বিধেয় ও আইনসঙ্গত।

সরিকদিগের মধ্যে যদি কোন সরিক প্রজার সহিত যোগ করিয়া নিজে খাজনা আদায় করেন এবং অপর সরিককে কিছুমাত্র না দিয়া নিজে সমস্ত আত্মসাৎ করেন, তাহা হইলেও ঐরূপ যোগসাজোঁসী সরিককে সহপ্রতিবাদী করিয়া প্রজার নামে বাকীখাজনার দাবিতে অবশিষ্ট সরিকগণ নালিশ করিতে পারেন; এইরূপ নালিশ হইলে ঐ সরিক আপন প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত যে পরিমাণ খাজনা আদায় করিয়াছেন, সেই অতিরিক্ত আদায়ী টাকার দায়ীক সাব্যস্থে তাহার প্রতিকূলে ডিক্রি হইতে পারে।

## যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই সকল স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান।

১। যে এষ্টেট্ বা জমিদারি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই এষ্টেটের অন্তর্গত প্রজার জমা বা জোতের খাজনা কোন সাময়িক রাজস্ববন্দোবস্তের মিয়াদ অন্তে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; সে সম্বন্ধে খাজনা আইনের বিধান অনুসারে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্বকর্ম্মচারী, রাজস্ববন্দোবস্ত কালে ঐ বন্দোবস্তের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও কোন প্রজার নির্দ্দিষ্ট হারে জমি দখল করিবার সত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ মিয়াদ অন্তে খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে না।

২। যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সে সকল স্থানে,যদ্যপি ভূম্যধিকারী কোন প্রজার সহিত চুক্তি করিয়া তাহাকে কোন জমি, বিনা করে বা নির্দ্দিষ্ট করে, দখল করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন, এবং ঐরূপ চুক্তি হওয়ার পরে ও ঐ চুক্তি বলবৎ থাকা কালে, যদ্যপি সর্ব্বপ্রথম ঐ জমির রাজস্ব দিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে রাজস্বকর্ম্মচারী ঐ চুক্তি সত্ত্বেও, ভূম্যধিকারী বা প্রজার প্রার্থনায়, খাজনা আইনের বিধান অনুসারে ঐ জমির ন্যায্য খাজনা স্থির করিয়া দিতে পারেন; আর ঐ জমির রাজস্ব দিবার ব্যবস্থা থাকিলে যদ্যপি পুনরায় নূতন রাজস্ববন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলেও, রাজস্ব কর্ম্মচারী এই প্রকারে ন্যায্য খাজনা ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন।

---

## ১৯৩ ধারা।

এই খাজনা আইনে বাকীখাজনার নালিশ সম্বন্ধে যে সকল বিধান লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিধান বনকর জমি, জলকর জমি, খোড়ো জমি বা ঐ প্রকারের অন্য জমির দেয় খাজনা আদায় সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব খাটিবে।

এই প্রকারের যে সকল জমি প্রজার জমা বা জোতের অন্তর্ভুক্ত একটী অংশ মাত্র, সে সকল জমি সম্বন্ধে খাজনা আইনের বিধান সকল সম্পূর্ণরূপে খাটিবে; এজন্য সেরূপ স্থলে ঐ প্রকার জমি সম্বন্ধে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ব জন্মিতে পারে। কিন্তু যে স্থলে শুদ্ধ জলকর বা বনকর লইয়াই প্রজার জমা সে স্থলে ঐ জমা সম্বন্ধে প্রজার দখলিসত্ব জন্মিতে পারে না এবং বাকীখাজনার নালিশ সম্বন্ধীয় বিধান গুলি ব্যতীত খাজনা আইনের অন্য কোন বিধান খাটে না।

---

## ১৯৪ ধারা।

যে স্থলে কোন এষ্টেট্ বা গাতি জমা ভোগদখল সম্বন্ধে ঐ এষ্টেট্ বা গাতি জমার মালিক কোন নিয়ম বা সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য থাকেন, সে স্থলে যাহাতে সেই নিয়ম বা সর্ত্ত ভঙ্গ হয় এরূপ কোন্ কার্য্য করিতে অধীনস্থ কোন প্রজা অধিকারী নহেন; খাজনা আইনের বিধান অনুসারে প্রজার এরূপ কার্য্য করিবার সত্ব থাকিলেও এই ধারামতে তিনি ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য।

---

## ১৯৫ ধারা।

এই খাজনা আইন পাস্ হওয়ায় নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ আইনগুলির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, অর্থাৎ ঐ সকল আইন সমভাবে বলবৎ থাকিবে ;—

(ক) কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বা রাজস্ববিভাগের অধীনস্থ তালুকের এবং গবর্ণমেণ্টের খাস্ মহালের তালুকের, খাজনা আদায় প্রণালী সম্বন্ধে যে যে স্বতন্ত্র আইন আছে বা ভবিষ্যতে হইবে ;

(খ) গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব বাকী পড়িলে, সেই বাকীপড়া রাজস্ব আদায়ের জন্য নীলামে, নীলামি সম্পত্তির অন্তর্গত প্রজাইসত্ব সকল ও তৎ সম্বন্ধীয় দায়সকল রদকরণ সম্বন্ধে যে যে আইন আছে বা ভবিষ্যতে হইবে ( যথা, ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ) ;

(গ) পত্তনি জমা সম্বন্ধীয় আইনের যত টুকু শুদ্ধ পত্তনি জমা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ; ( দরপত্তনি জমা সম্বন্ধে উক্ত আইনে যে সকল বিধান লিখিত আছে, সেই বিধানগুলির মধ্যে কোনটীর সহিত খাজনা আইনের কোন বিধানের অনৈক্য লক্ষিত হইলে, খাজনা আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য হইবে )

(ঘ) যে সকল এষ্টেট্ বা সম্পত্তির নিকট গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব পাইয়া থাকেন, সেই সকল সম্পত্তির পার্টিশন অর্থাৎ বিভাগ সম্বন্ধীয় আইন।

---

সমাপ্ত।

---

# মহামান্য হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সেলের অতি প্রয়োজনীয় নজির।

১। খাজনা আইনের বিধান অনুসারে বাকীখাজনার নালিশ ভূম্যধিকারীর মৃত্যু অন্তে তাহার উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক উপস্থিত করিতে হইলে, যদ্যপি সমস্ত খাজনার দাবি বা তাহার অংশ ঐ মৃত ভূম্যধিকারীর জীবিত থাকা কালের প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে সক্‌-সেশন্ সার্টিফিকেট্ ( সন ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের বিধান মতে ) লইবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকারীর আমলের প্রাপ্য খাজনার দাবিতে নালিশ করিলেও সেই দাবি আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রি হইবেক, কথিত সার্টিফিকেট্ না লওয়ায় কোন বাধা হইবেক না। (3 C. W. N. 294)।

জমিদার হরিমোহন বিশ্বাস সন ১৩১০ সালের চৈত্রমাসে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রজা কলেমদ্দি মণ্ডল যে ২৫/ বিঘার কাত ৩ ৲ টাকার জমা রাখিত সেই জমা বাবতে সন ১৩০৭। ১৩০৮।১৩০৯ এবং ১৩১০ সালের খাজনা কিছুমাত্র আদায় না হওয়ায়, হরিমোহন বিশ্বাসের একমাত্র পুত্র রমণীমোহন বিশ্বাস ঐ কলেমদ্দি মণ্ডলের নামে উক্ত চার সনের প্রাপ্য খাজনার বাবতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারেন, পূর্ব্বাধিকারীর পাওনা খাজনার সক্‌সেশন সার্টিফিকেট্ লইতে হইবেক না।

২। যদ্যপি কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে অপর ব্যক্তিকে ভূম্যধি-

কারী জ্ঞানে তাহার অধীনে কৃষিপ্রজা স্বরূপে কোন জমি চাষআবাদ করেন ও বহুদিবস ঐ জমি দখল করিয়া তাহার সত্ত্ব জন্মে, তাহা হইলে পরিণামে ঐ ভূম্যধিকারী যত্তপি নিঃসত্ত্ব ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্থ হয় তাহা হইলেও ঐ প্রজার রায়তি সত্ত্ব ধ্বংস হইবেক না Binod Lall *vs*, Kala I. L. R. 20 Cal. 708 (F. B.)

৩। বাগাত করিয়া কোন জমি প্রজা দখলিকার থাকিলেও তাহাকে কৃষিপ্রজা স্বরূপে পরিগণিত করা হইবেক (4 C. W. N. 76) (I. L. R. 27 Cal. 405)

৪। দখলিসত্ত্ব বিহীন প্রজার দখলি জমিতে কৃষিপ্রজার উত্তরাধিকারী স্বরূপে কোন সত্ত্ব জন্মে না (I C. W. N. 89)

৫। কৃষিপ্রজার দখলিসত্ত্ব হস্তান্তরযোগ্য নহে, কিন্তু যে প্রদেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ঐরূপ দখলিসত্ত্ব বিক্রয় হইয়া থাকে সেই প্রদেশের কৃষি প্রজার দখলিসত্ত্ব হস্তান্তর হইতে পারে (I. L. R. 24 Cal 355)

৬। কৃষিপ্রজার প্রতিকূলে শুদ্ধ টাকার ডিক্রি করিয়া তাহার দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট জমি ডিক্রিদার নীলাম করিতে পারে না, সেরূপ নীলাম হইলে নীলামখরিদারের কোন সত্ত্ব জন্মে না। বাকীখাজনার দায়ে কোন আংশিক জমিদার কর্ত্তৃক দখলিসত্ত্ব নীলাম হইতে পারে না (4. C. W. N. 571)

৭। ঐরূপ দখলিসত্ত্ব নীলামখরিদারকে জোত উচ্ছেদ. করিতে নোটিশ জারি আবশ্যক করে না (3 C. W. N. 46)

জমিদার মোহনলাল মিত্রের অধীনে গোপীনাথ মণ্ডল জেলা ২৪ পরগণা থানা বারাসতের অন্তর্গত নিজ বারাসত গ্রামে ৫/ বিঘা জমি ১০৲ টাকা খাজনায় দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল কৃষিপ্রজা স্বরূপে

চাষআবাদ পূর্ব্বক ভোগ দখল করিয়া আসায় ঐ জমিতে তাহার দখলিসত্ব জন্মিয়াছিল, উক্ত গোপীনাথ মণ্ডলের দেয় খাজনা বাকী পড়িলে আদালতে বাকীখাজনা বাবতে ডিক্রি করিয়া উক্ত দখলি-সত্ব ক্রোক ও নীলাম দ্বারা জমিদার মোহনলাল মিত্র আপন পাওনা টাকা আদায় করিতে পারেন এবং সেই নীলামে যে ব্যক্তি খরিদার হইবেক তাহাকে ঐ গোপীনাথ মণ্ডলের স্থলাভিষিক্ত প্রজা স্বরূপে গণ্য কারতে বাধ্য। কিন্তু ঐ গোপীনাথের বিরুদ্ধে নবীন মুদি যে ২৫৲ টাকার খাতার বাকী বাবত নালিশ করিয়া ডিক্রি করিয়াছিল সেই ডিক্রি উক্ত নবীন মুদি জারি করিয়া ঐ ৫⁄ বিঘা জমির দখলি সত্ব ক্রোক ও নীলাম করিয়াছিলেন এবং সেই নীলামে ডিক্রিদার নবীন মুদি নিজে ঐ জমি খরিদ করেন এবং আদালতের বয়নামা লইয়া ঐ জমি আদালতের সাহায্যে বাঁশনসব পূর্ব্বক দখল প্রাপ্ত হয়েন। নবীন মুদিকে উক্ত জমিদার মোহনলাল মিত্র ঐ জমির প্রজা স্বরূপে গণ্য করিতে বাধ্য নহেন, এবং ইচ্ছা করিলে বিনা নোটিশে তাহার প্রতিকূলে জোত উচ্ছেদের নালিশ করিয়া ঐ জমি খাস দখল লইতে পারেন, যেহেতু কথিত নীলামখরিদের দ্বারা নবীন মুদির কিছুমাত্র সত্ব ঐ জমিতে হয় নাই, এবং ঐ জমি যে দেশে সেই দেশে জোত সত্ব হস্তান্তর করিবার প্রথা নাই।

৮। ভূম্যধিকারীর জমিতে প্রজা বাটী প্রস্তুত করিলে এবং তাহার জমাই সত্ব শেষ বা ধ্বংস হইলে, ঐ জমি ও তদুপরিস্থিত বাটী ভূম্যধিকারী দখল করিয়া লইতে পারেন। ভূম্যধিকারীকে সেই বাটী দখল সম্বন্ধে প্রজা কোনরূপ আপত্তি করিতে পারেন না (4 C. W. N. 210), (I. L. R. 27 Cal 570)

৯। প্রজা মণিব সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া জবাব দিলে, খাজনা

আইনের বিধান অনুসারে প্রজার জমাই সত্ত্ব এককালে ধ্বংস হইতে পারে না (6 C. W. N. 575)

১০। দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট প্রজার উত্তরাধিকারীগণ, যে জমিতে দখলিসত্ত্ব জন্মিয়াছে সেই জমি দখল থাকুক বা না থাকুক, ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা দিতে বাধ্য (I. L. R. 19 Cal 790)

১১। দখলিসত্ত্ববিহীন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীর সত্ত্ব অস্বীকার করিলে সেই জমি হইতে উচ্ছেদ হইবার কারণ হয় না। খাজনা আইনের ৪৪ ধারার মর্ম্মমতে উচ্ছেদ ভিন্ন ঐরূপ প্রজা অন্য কারণে উচ্ছেদ হইতে পারে না (I. C. W. N. 158)

১২। কৃষিপ্রজা আপন দখলি জমির জোত স্বইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলে ভূম্যধিকারী ঐ প্রজার অধীনস্থ প্রজা অর্থাৎ কোর্ফা প্রজাকে বিনা নোটিশ জারিতে ঐ জমি হইতে উঠাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু খাজনা আইনের ৮৫ ও ৮৬ ধারার বিধান মতে ঐ কোর্ফা প্রজা যত্তপি উচ্ছেদ যোগ্য না হয়েন, তাহা হইলে পারেন না (4 C. W. N. 667)

১৩। প্রজাকে নোটিশ দিতে হইলে ডাকে রেজেষ্টারি করিয়া দেওয়া বিধি নহে, খাজনা আইনমতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে নোটিশ জারি করিবার নিয়ম হইয়াছে সেইরূপ প্রকারে নোটিশ জারি করিতে হইবেক, নতুবা নোটিশ জারি হওয়া গণ্য হইবেক না (2 C. W. N. 125)

১৪। পাট্টার মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর কৃষিপ্রজা স্বীয় দখলি জমি ভোগদখল করিলে ঐ পাট্টায় যে খাজনা বা সর্ত্ত থাকে, সেইরূপ খাজনা তাহাকে দিতে হয় এবং ঐ প্রজা পূর্ব্ব পাট্টার সর্ত্তে বাধ্য থাকে (2 C. W. N. 303)

কিন্তু ভূম্যধিকারী পাট্টার লিখিত হারে সুদ পাইবার অধিকারী হয় না, খাজনা আইনের ৬৭ ধারা অনুসারে সুদ পাইবেন (I. L. R. 28 Cal. 227)

১৫। প্রজার সহিত মোকর্দ্দমা হইয়া যে পরিমাণ বার্ষিক খাজনা আদালত কর্ত্তৃক সাব্যস্থ হয়, সেই খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে আদালতের রায় Resjudicata বা চূড়ান্ত নহে অর্থাৎ ভবিষ্যতে মোকর্দ্দমা হইলে ভূম্যধিকারী খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারেন (6 C. W.N. 589 )

১৬। কৃষিপ্রজার পাট্টায় যে জমির চৌহদ্দী থাকে সেই চৌহদ্দী-ভূক্ত জমিতে প্রজার পাট্টাই সত্ব হইয়া থাকে এবং যদ্যপি মাপ করিলে চৌহদ্দীভূক্ত জমি পাট্টালিখিত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে ভূম্যধিকারী ঐ অতিরিক্ত জমির বাবতে বেশী খাজনা পাইবার অধিকারী হয়েন না (I. L. R. 29 Cal 24)

১৭। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক যে পরিমাণ জমি লওয়া হয় সেই জমি মেকদার খাজনা কমিয়া যাইবার দাবি প্রজা করিতে পারে, অর্থাৎ সেই পরিমাণ জমি সম্বন্ধে হার হারি মতে যে খাজনা প্রজার দেয় হইত সেই পরিমাণ খাজনা হইতে প্রজা অব্যাহতি পাইবার অধি-কারী হয় এবং ভূম্যধিকারী সেই খাজনার ডিক্রি পাইতে পারেন না (7 C.W.N. 130)

১৮। বাকীখাজনার ডিক্রিজারিতে বাকী পড়া জমা নীলাম হইলে নীলামখরিদার ঐ নীলাম মঞ্জুরের তারিখ হইতে বাকীখাজ-নার জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট দায়ীক, তাহার পূর্ব্বেকার খাজনার দায়ীক নহে (2 C. W. N. 227)

১৯। ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজনা দিবার জন্য প্রজা ভূম্যধি-

কারীর নিকট গিয়া দিতে বাধ্য। কাছারি বাটী বা কোন উপযুক্ত স্থান খাজনা দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও প্রজাকে ভূম্যধি-কারীর নিকট গিয়া খাজনা দিতে হইবেক। ভূম্যধিকারী খাজনার জন্য প্রজার নিকট নিজে আসিতে বা লোক পাঠাইতে বাধ্য নহেন (4 C. W. N. 324)।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে ভূম্যধিকারী তাহার প্রাপ্য খাজনার তাগাদা করে নাই বা কোন লোক পাঠায় নাই, একারণ খাজনা দেওয়া না হইলে প্রজার কি দোষ, একারণ নালিশের খরচা বা বাকীখাজনার সুদ পাইবার অধিকারী জমিদার নহে, এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রম।

২০। বাকীখাজনার নালিশ উপস্থিত করিয়া ও সেই দাবি ডিক্রি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খাজনার মোকদ্দমা মুলতবি কালে ভূম্যধিকারী আপন নাম Land Registration Act অনুসারে রেজেষ্টারি করিলে ঐ আইনের ৭৮ ধারামতে অথবা খাজনা আই-নের বিধান মতে নালিশ ডিক্রি হইবার বাধা হয় না (3 C. W. N. 381)

২১। সরিকের আপন প্রাপ্য অংশ মত খাজনার দাবিতে প্রজার প্রতিকূলে ডিক্রি করিলে সেই ডিক্রি বাকীখাজনার ডিক্রির ন্যায় খাজনা আইনের বিধানমতে জারি হইবেক না। দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের বিধানমতে ঐ ডিক্রি জারি হইবেক এবং সেই ডিক্রি টাকার ডিক্রির ন্যায় গণ্য হইবেক (F. B,, I. L. R. 17 Cal 390)

২২। খাজনা আইনের ৬৭ ধারার মর্ম্মমতে বাকীখাজনার উপর যে হারে সুদ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য তদপেক্ষা বেশী হারে সুদ

দিবার চুক্তি কবুলতিতে থাকিলেও, সেরূপ বেশী হারে স্বদ ভূম্যধিকারী, ঐ বাকীপড়া জমা নীলামখরিদারের নিকট পাইবার সত্ববান্ বা অধিকারী নহে (3 C. W. N. 184)।

২৩। খাজনা আইনের ১৭৯ ধারার বিধানমতে কাহাকে মৌরুসী বা স্থায়ী পাট্টা দেওয়া হইলে বেশী হারে সুদের চুক্তি থাকা আইনসঙ্গত অর্থাৎ আদালতগ্রাহ্য হইতে পারে (F. B. 5 C. W. N), (29 Cal. I. L. R. 694)

২৪। যে দখলিসত্ব হস্তান্তর হইতে পারে না সেরূপ দখলিসত্ব খরিদারকে যত্তপি খাজনা আদায়ের দাখিলা তাহাকে সরবরাহকার উল্লেখে দেওয়া হয় এবং সেরেস্তায় লিখিত সাবেক প্রজার নাম ও লিখিত থাকে, তবে এরূপ দাখিলার দ্বারা খরিদারকে প্রজা স্বরূপে স্বীকার করা হয় না (7 C. W. N. 132)

২৫। নির্দ্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত কোন টাকা প্রজার নিকট হইতে যে কোন বাব উল্লেখে ভূম্যধিকারী দাবি করুন না কেন এবং কোন এগ্রিমেণ্ট অথবা আদালতের নিষ্পত্তির বলে দাবি করা হইলেও খাজনার অতিরিক্ত দাবি ডিক্রি হইবেক না (F. B. 17 Cal. 726)

(P. C. 17 Cal. 131)

(3 C. W. N. 608)

7 C. W. N. 203)

প্রজার দেয় খাজনার অতিরিক্ত কোন একটী বাব সম্বন্ধে দাবিতে অনেক ভূম্যধিকারী আদালতে নালিশ করেন। কোন কোন স্থানে রেজেষ্টারিযুক্ত কবুলতিতে এরূপ অতিরিক্ত বাব লিখিয়া লয়েন অথবা আদালতে নালিশ করিয়া পূর্ব্বে ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন দেখাইয়া থাকেন। এরূপ এগ্রিমেণ্ট বা ডিক্রি সত্বেও নির্দ্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি ডিক্রি হইবেক না, ফুলবেঞ্চ ও প্রিভি-কাউন্সেল নজির দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে কিন্তু যদ্যপি প্রজা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার কালে নগদ টাকা ও কোন জিনিষ দিবার চুক্তি করে এবং সাবেক জমার অতিরিক্ত ঐ জিনিষ দিবার চুক্তি না হয় তাহা হইলে কথিত জিনিষ দিবার চুক্তি অনুসারে ডিক্রি হইবার বাধা হইতে পারে না।

২৬। যে হোল্ডিং বা জমা হস্তান্তর যোগ্য নহে অর্থাৎ প্রজা সত্ব বিক্রয় হইতে পারে না, সেই জমা অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া জমির দখল ছাড়িয়া দিলে সেই প্রজা কর্ত্তৃক তাহার দখলি জমা এস্তফা বা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গণ্য করিতে হইবেক (1 C. W. N. 198), (2 C. W. N. 63), (4 C. W. N. 493)

২৭। যদ্যপি কোন জমার আংশিক খরিদারকে ভূম্যধিকারীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমস্তা প্রজা স্বীকার করিয়া ঐ জমার বাবত আদায় খাজনার কবজ দেয়, তাহা হইলে কথিত জমার বিভাগ সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক সম্মতি দেওয়া হইল বিবেচিত হইবেক। (F. B. 2 C. W. N. 375) (I. L. R. 25 Cal 531)

২৮। পাঁচ সরিকের এষ্টেট্ কমন্ ম্যানেজারের কর্ত্তৃত্বে থাকিলে সেই এষ্টেটের সরিকদিগের ক্ষমতা প্রজাগণের উপর ঐ ম্যানেজারের কর্ত্তৃত্ব সময়ে থাকে না (4 C. W. N. 770)

ম্যানেজার নিযুক্ত থাকিলে সরিকেরা প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিবার অধিকারী থাকে না (22 W. R. 634)

২৯। যদ্যপি ম্যানেজার নিযুক্ত থাকা কালে কোন সরিকের নামে বরাবর প্রজা কবুলতি দেয়, তাহা হইলেও সেই সরিক ঐ

প্রজার নামে নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারে না (I. L. R. 23 Cal 522)

৩০। ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে প্রজা যে পাট্টা পাইয়াছে সেই পাট্টায় বাকীপড়া জমা নীলামের দ্বারা প্রজার দেয় বাকীখাজনা আদায় হইবেক এইরূপ সর্ত্ত থাকিলেও আপন দেয় বাকীখাজনার জন্য প্রজা নিজে দায়ীক থাকে (3 C. W. N. 38)

৩১। বাকীখাজনার ড্যামেজের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার ফসল ডিস্‌ট্রেন করিতে পারেন না (I. L. R. 28 Cal. 364)

৩২। আইন অনুসারে ডিস্‌ট্রেণ না হইলে সেই ডিস্‌ট্রেণ কারণ কম্‌পেনসেশন্ দাবি কেবল খাজনা আইনের ১২১ ধারার বিধান মতে ডিস্‌ট্রেণ হয় নাই বলিয়া চলিতে পারে নতুবা নহে (I. C. W. N. 318)

৩৩। ভূম্যধিকারীর গোমস্তা বা আম্‌মোক্তার কর্ত্তৃক তাহার নিজ নামে বাকীখাজনার নালিশ চলিতে পারে না (I. L. R. 9 Cal 450)

৩৪। খাজনা আইনের ১৬ ধারার বিধান অনুসারে খাজনার নালিশ রুজু সম্বন্ধে কিছু বাধা হয় না। কিন্তু সেই নালিশ ডিক্রি হওয়ার পক্ষে বাধা হইতে পারে (I. C. W. N. 98), (I. L. R. 24 Cal 241) (I. L. R. 23 Cal. 87, F. B)

খাজনা আইনের ১৬ ধারায় যেরূপ বিধান আছে, তাহাতে ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য ফি না দিলে নালিশ অচল এইরূপ সহজে বোধগম্য হয় একারণ উক্ত নজিরের দ্বারা নালিশ অচল নহে সাব্যস্থ হইয়াছে।

৩৫। বেআইন ফসল ডিস্‌ট্রেণ জন্য কম্‌পেনসেশন পাইবার

দাবির নালিশ ঐ ডিস্‌ট্রেণ করিবার তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে না হইলে সেই নালিশ তমাদি হইয়া যায় (7 C. W. N. 728)

৩৬। প্রজার প্রতিকূলে ভূম্যধিকারী বাকীখাজনার ডিক্রি প্রাপ্ত হইলে পর যদ্যপি সেই নালিশীকরের জমিতে নিঃসত্ত্ব হয়েন, তাহা হইলে ঐ ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক কথিত ডিক্রি জারিতে বাকী পড়া জমি উল্লেখে নীলাম হইতে পারেন না (3 C. W. N. 604

৩৭। বাকীখাজনার দায়ে বাকীপড়া জমি নীলাম করাইলে সেই জমি বাবতে যে কোন দায় থাকে তাহা আপনাপনি ধ্বংস হয় না, খাজনা আইনের ১৬৭ ধারামতে নোটিশ দেওয়া চাহি (I. L. R. 24 Cal 716)

৩৮। কোর্ফা প্রজার রেজেষ্টারি পাট্টাই সত্ত্ব ধ্বংস করিবার জন্য ঐ ১৬৭ ধারা অনুসারে নোটিশ দিবার প্রয়োজন নাই (5 C. W. N. 310) (I L. R. 28 Cal 205)

৩৯। বন্ধক গৃহিতা, প্রজার দখলি বন্ধকীজমা বন্ধক থাকা দায় সংযোগে ডিক্রি হাসিল করিলে পর, সেই বন্ধকের দায় নীলাম খরিদার ১৬৭ ধারামতে রদ করিতে পারেন না (6 C. W. N. 249) (I. L. R. 29 Cal 813)

৪০। বাকীপড়া জমা ক্রোক অবস্থায় তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার মোজাহেম দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। খাজনা আইনের ১৭০, ধারা-মতে ঐ মোজাহেম দরখাস্ত বিচার হইবে না। (5 C. W. N. 474), (I. L. R 28 Cal [illegible] F. B)

ভূম্যধিকারী বাকীখাজনা [illegible] ডিক্রি করিয়া সেই জমার অন্তর্গত থাকা উল্লেখে যে সমস্ত জমি [illegible]পড়া ক্রোক করেন, তন্মধ্যে কোন

জমি ঐ জমার অন্তর্গত নহে, এরূপ বর্ণনায় মোজাহেম দিলেও তাহার বিচার হইবে না। উপরোক্ত ফুলবেঞ্চ নজির দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

৪১। কোন প্রদেশে কৃষিপ্রজার দখলিসত্ব হস্তান্তর হইবার প্রথা প্রচলিত আছে সাব্যস্থ করিতে হইলে ঐরূপ দখলিসত্ব বহুকাল হইতে অপর অপর ব্যক্তির দ্বারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয় হইয়া আসিতেছে এইরূপ প্রমাণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্রয় বিক্রয় বহুকালাবধি ঐ প্রদেশে চলিয়া আসিতেছে প্রমাণ না হইলে ঐ প্রদেশের প্রচলিত প্রথা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। (3 C. W. N. 21) (I. L. R. 24 Cal 427)

# নির্ঘণ্ট।